EXILE OF RAMA

BY

SREEMANTA BIDYABHOOSUN

রাম-বনবাস

শ্রী শ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণ

প্রণীত

কলিকাতা

মৃজাপুর ফকিরচাঁদ মিত্রের লেন ৯ নম্বর ভবনে

গৌড়ীয় যন্ত্রে মুদ্রিত

সম্বৎ ১৯১৮ ।

মূল্য এক টাকা চারি আনা ।

রাম-বনবাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ

... দশরথ সাক্ষাৎ লক্ষ্মী রূপা বধূর মুগ্ধ মুখ নিরী-
... পূর্ণ মনোরথ হইলেন এবং মহা সমারোহে
... মহোৎসব নির্ব্বাহ করিয়া মনের সুখে কাল
... রিতে লাগিলেন। রাজমহিষীরা নব বধূদিগকে
... সুসজ্জিত করিয়া কন্যা জনয়িত্রী না হইয়াও
... ন রূপ গার্হস্থ্য সুখ অনুভব করিয়া পরম সুখে
... করিতে লাগিলেন। রাজকুমারেরা অভিমত
... গ্রহণ করিয়া পিতা বিদ্যমান থাকায় নিশ্চিন্ত
... য় সুখ সম্ভোগে সময় অতিবাহন করিতে
...। প্রজাবর্গ রাজার সুখে সুখ সচ্ছন্দে দিন-
... ত লাগিল। সুখের সময় অনাময় সম্পদ্ বন্ধুর
... বিরাজমান হইয়া উঠিল।

... সভা মণ্ডপে পৌর বৃদ্ধেরা বৃদ্ধ রাজার সমীপে
... রামের অশেষ প্রশংসা করিয়া তদীয় রাজ্যা-
ভিষেক প্রার্থনা করিলেন। রাজা সাদর বাক্যে তাহা-
দিগের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। অনন্তর সভা ভঙ্গ
হইল, রাজা অন্তঃকরণে ঐ কথার আন্দোলন করিতে
করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সায়ন্তনী ক্রিয়া সমা-
পন পূর্ব্বক সুখে শয়ন করিলেন এবং যথা নিয়মে নিদ্রা

গিয়া মন্ত্র চিন্তার প্রকৃত সময় নিশাবসানে জাগরিত হইলেন ও সুষুপ্তি সম্ভূত বিশুদ্ধ বুদ্ধি লাভ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন। আমি প্রাচীন হইয়াছি। বৃদ্ধাবস্থায় রাজ্য পালন প্রকৃত রূপ হয় না। জরা, মনঃ স্থির করিতে দেয় না। যদিচ কোন বিষয় কষ্টে স্পষ্টে চিন্তা করিয়া আনি সহসা চিত্তব্যাসঙ্গ উপস্থিত হইয়া তাহা বিস্মারিত করিয়া দেয়। শরীর জীর্ণ হওয়ায় আলস্য সহচরের ন্যায় একক্ষণও আমার কাছ ছাড়া হয় না। ইন্দ্রিয় সকল চিরকাল কার্য্য করিয়া বিকল ও নিস্তেজঃ হইয়াছে পরাক্রমসাধ্য সাহসিক কার্য্যে আর উৎসাহ জন্মে না। এ সময় নিশ্চিন্ত থাকিতে নিতান্ত ইচ্ছা, ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে স্বাভাবিক বাসনা। বিষয় বাসনা এরূপ অপরিহার্য্য ও বলবতী যে বিষয় ভোগ বা পরিত্যাগ করা উভয়ই সঙ্কট। সামান্য সূত্রে ক্রোধের এরূপ আবির্ভাব ও চিত্তচাঞ্চল্য জন্মে যে, উহা সমূলে উন্মূলিত হইলেও শরীর সুস্থ বা প্রকৃতিস্থ হয় না। বস্তুতঃ জীর্ণ জীব কোন কর্ম্মের নয়। আপন দেহ দুর্ব্বহ ভার স্বরূপ [illegible] করে, তাহার রাজ্যভার গ্রহণ করা কত কঠিন তা২। বলা যায় না। সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব, সমাশ্রয় ইত্যাদি ষাড়্গুণ্য প্রয়োগ বিষয়বিশেষে নিবেশিত করা সামান্য বিবেচনার কর্ম্ম নয়। তন্ত্রাবাপ দ্বারা স্বপর রাষ্ট্রের রন্ধ্রান্বেষণ, পণ্য দ্রব্যের যোগ ক্ষেমতা সম্পাদন, কোষদণ্ড সমুত্থিত তেজঃদ্বারা সূর্য্যের ন্যায় অভ্যুদয়ন, প্রনিধি প্রবেশদ্বারা দ্বাদশ রাজমণ্ডলের প্রবৃত্তির অবগমন, প্রজাপুঞ্জের নানাপ্রকার বিবাদ ভঞ্জন এবং

সর্ব্বদা স্বয়ং সকল বিষয়ের পর্য্যবেক্ষণ করা বলিষ্ঠের কর্ম্ম। আমার এক্ষণে তাদৃশ বল নাই দুর্ব্বলের রাজ্য অধিক কাল স্বায়ত্ত থাকে না। মন্ত্রীর উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা মাদৃশ পুরুষের সদৃশ কার্য্য নয়। রাজ্য শ্রমায়ত্ত; আমার এক্ষণে শ্রম করিবার সামর্থ নাই। আর যদি চিরকালই শ্রম করিতে হয় তবে বিশ্রাম সুখ কবে ভোগ করিব। ফলতঃ রাজ্যে সুখের লেশ মাত্র নাই। পরের সুখের জন্যই নিয়ত নিযুক্ত থাকিতে হয়। পরম চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বাঙ্গীন সামান্য চিন্তায় নিমগ্ন হইতে হয়। নিত্য হিত বিসর্জ্জন দিয়া অনিত্য পর-হিতের জন্য নিত্য ব্যাপৃত হইতে হয়। কেবল রাজা-ভিমানিতা ভূপতিদিগকে প্রতারিত ও বিমোহিত করিয়া রাখে। হা কি আক্ষেপ! ভূপাল দিক্‌পালের অংশ এই প্রশংসা প্রলোভন বাক্যে চিরকাল শিরোভার ধারণ করিয়া রাখিতে হয়। যদিচ প্রজারঞ্জন খ্যাতি ক্ষিতিপ-তিদিগের প্রার্থনীয় কিন্তু বলিষ্ঠের ভার বহন প্রশংসা যত উৎসাহপ্রদ, তত ভারহারক নয়। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে রাজ্যে কিছু মাত্র সুখ অনুভূত হয় না। এই জন্য সূর্য্যবংশীয়েরা বিষয় বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া চরমে পরম পদার্থ লাভ জন্য বনে গিয়া বিশ্রাম সুখ অনুভব করেন। এইরূপ অনেক চিন্তার পর স্থির করি-লেন রাজ্য বিশৃঙ্খল না হয় এজন্য রামেরে যৌবরাজ্যে অভিষেক করা কর্ত্তব্য। আর আমি জীবিত থাকিতে থাকিতে প্রজামণ্ডলী মধ্যে রামেরে রূঢ়মূল করিয়া দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নিশাবসান হইল অরুণ তমোরাশি নাশ করিবার জন্যই যেন লোহিত বর্ণ হইল বিহঙ্গমকুল আনন্দে চতুর্দ্দিকে কোলাহল করিয়া উঠিল। নিশা—নিশানাথ শশধর বিরহে অশ্রুচ্ছলে শিশির-বিন্দু পাত করিতে লাগিল। দক্ষিণ বায়ু ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতে লাগিল। কমলিনী মিত্র দর্শনে মলিন ভাব পরিত্যাগ করিয়া প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

রাজা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং প্রাভাতিক ক্রিয়া কলাপ সম্পন্ন করিয়া ধর্ম্মাসনে আসীন হইলেন। এবং বশিষ্ঠদেব বামদেব প্রধান প্রধান অমাত্য আর চাতুর্ব্বর্ণের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে সম্বোধন করিয়া সমাদর পূর্ব্বক কহিলেন, আমি কোন বিষয়ে আপনাদিগের পরামর্শ লইতে ইচ্ছা করি কেবল আপনাদিগের মত জানিবার জন্য স্বমত ব্যক্ত করিতেছি। ভয়ে বা অন্য কারণে রাজার মত অভ্রান্ত বোধ করা ধীসম্পন্নের কর্ম্ম নয়। যাহা প্রকৃত ও বিশুদ্ধ তাহাই রাজার আ[illegible]ণীয় ও কর্ত্তব্য। রাজারা প্রতিপালন বিষয়ে প্রজার নিকট ঋণী থাকেন। এবং পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া ঋণ হইতে মুক্ত হন। প্রজাদিগকেও প্রতিপালনরূপ উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ রাজার প্রতি পিতৃভক্তি প্রকাশ করিয়া বদ্ধ থাকিতে হয়। যে স্থানে রাজা ও প্রজা পরস্পর পরস্পরের হিতসাধনে তৎপর হয় সেই স্থান পূর্ব্ব, সুখের নিধান ও নিরাপদ প্রদেশের প্রধান বলিয়া গণ্য হয়। আমি বিশেষরূপ অবগত আছি যে রাজাদিগকে প্রজা

হইতে সর্ব্বদা ভীত থাকিতে হয়। রাজারা যত প্রকার অপায় আশঙ্কা করেন, প্রজা হইতে যে অপায় উদ্ভাবিত হয় তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। প্রজাই রাজার প্রধান সহায়। প্রজাবলই রাজার বল। প্রজার সুখই-রাজার সুখ। প্রজার দুঃখই রাজার দুঃখ। প্রজার বিপদই রাজার ব্যসন। প্রজার সুখসমৃদ্ধিই রাজার রাজ্যশাসন। প্রজার প্রিয় কার্য্যই রাজার স্বকার্য। প্রজার দুঃখ মোচনই রাজার সংকল্প। প্রজার উপদ্রব নিবারণই রাজনিয়মের উদ্দেশ্য। প্রজানুরাগই রাজার উপপাদ্য। ফলতঃ রাজার সকল বিষয়ই প্রজায়ত্ত। কেবল প্রভুতা স্বায়ত্ত। প্রভুতা হইতে ত্রিসাধন। শক্তির ন্যায় প্রজাদিগের ভক্তি প্রীতি ভীতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভক্তি হইতে যে প্রীতি উৎপন্ন হয় তাহাই যথার্থ প্রীতি এইরূপ প্রীতি হইতে যে ভয়ের সঞ্চার হয় তাহাই যথার্থ ভয়। যিনি এই সকল আদরণীয় গুণ অবগত আছেন তিনিই রাজ্য শাসনের উপযুক্ত পাত্র। রাম আমার এরূপ গুণভূয়িষ্ঠ! এই জন্য রামে.. যৌবরাজ্যে অভিষেক করা আমার নিতান্ত বাসনা। আমার সামান্য কার্য্য হউক অথবা গুরুতর ব্যাপার হউক সাধারণের সম্মতি ব্যতীত তাহা অনুষ্ঠিত হয় না। আর আমি এক্ষণে বৃদ্ধ। আমার আর এক্ষণে সর্ব্বাঙ্গীন চিন্তায় সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকা কর্ত্তব্য নয়। পারত্রিক চিন্তায় কালক্ষেপ করা এ বয়সের উচিত কর্ম্ম। আমার চারি পুত্র। সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ রাম। শাস্ত্রানুসারে জ্যেষ্ঠই রাজা। বিশেষতঃ সকল পুত্রই রামের সৌভ্রাত্রগুণে একান্ত বদ্ধ ও

নিতান্ত অনুগত। তাহারা আমাকে যেরূপ মান্য করে রামেরেও তদ্রূপ মান্য করিয়া থাকে। পণ্ডিত মণ্ডলী রামের গুণগ্রামের অশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। মন্ত্রিবর্গও রামের কার্য্যদক্ষতার বিশেষ সুখ্যাতি করিয়া থাকেন। প্রজাবর্গ রামেরে রাজা করিতে সতত অনুরোধ করিয়া থাকে। সর্ব্বত্রই রামের পবিত্র চরিত্রের প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। অতএব যদি তোমারদিগের মত হয় তবে রামেরে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিয়া মনুষ্যজন্ম সার্থক করি।

রাজার বচনাবসানে বশিষ্ঠদেব বলিলেন মহারাজ! আপনি যেমন বংশে জন্মিয়াছেন তদনুরূপ বলিলেন সূর্য্যবংশীয়েরা সকলেই প্রজা পালনব্রতে দীক্ষিত। আপনি প্রজারঞ্জন বিষয়ে তাঁহাদিগকেও অতিক্রম করিয়াছেন। রামাভিষেক সকলের প্রার্থনীয় ও আদরণীয়। এ বিষয়ে আপনার অভ্যর্থনা অসাধারণ শিষ্টাচারের চিহ্ন। মহারাজ! আমরা যাহা বলিব ভাবিয়াছিলাম আপনি তাহাই বলিলেন; রামচন্দ্র রাজ্যভার গ্রহণ করিবার উপযুক্ত অনেক দিন হইয়াছেন কেবল আপনার চিত্তখেদ জন্মে এই ভাবিয়া রামাভিষেক সম্ভূত আনন্দোৎসব মনে মনেই রাখিয়াছি। রামের পবিত্র চরিত্র ও অলৌকিক গুণে সকলেই বশ্যভাব অবলম্বন করিবে। রামের স্বভাবসিদ্ধ সুশীলতা দ্বারাই সকলেই চিরবদ্ধ থাকিবে। আপনি জানেন যে নিয়ম বন্ধন অপেক্ষা শীলতাবন্ধন অতিশয় দৃঢ় আর রাম অপক্ষপাতিতা যত ব্যবহার করিবেন প্রজার সুখ সমৃদ্ধির প্রতি যত

দৃষ্টি রাখিবেন ততই প্রজারঞ্জন হইয়া উঠিবেন। বিশে-ষতঃ আপনি বিদ্যমান থাকায় রামের রাজকর্ম্ম অনেক সুবিধান হইবে। উপরে কর্ত্তৃপক্ষ আছেন ভাবিয়া এবং লোকনিন্দার ভয় রাখিয়া কিম্বা উত্তম রূপ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা করিয়া যাহারা কার্য্য করে তাহাদের কর্ম্ম অপেক্ষাকৃত ভদ্র। রামের বুদ্ধি বিবেচনা ও তর্কশক্তির পরিচয় পঠদ্দশাতেই পাইয়াছি রামের কোন শাস্ত্রই অজ্ঞাত নাই। বুদ্ধিও কোন স্থানে কুণ্ঠিত হয় নাই রা-মের পরিশ্রম স্বভাব বিলক্ষণ আছে। অন্যান্য রাজকু-মারের ন্যায় তাহার সময় বৃথা অতিবাহিত হয় না। সময় যে বহুমূল্য ও অপুনরাগত তাহা রামই জানেন। নতুবা এত অল্প বয়সে অশেষ বিদ্যায় পারদর্শী হইবেন কেন? মহারাজ শুভ কর্ম্মে কোন বিলম্ব বিধেয় নয়। রাজনীতির এই এক প্রধান নিয়ম যাহা চিন্তিত করিয়া মন্ত্রিত করা যায় তাহা সত্বর অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। বিলম্বে কার্য্য হানির সম্ভাবনা সম্প্রতি মধুর সময় চৈত্র মাস উপস্থিত। এ সময় শীত গ্রীষ্মের সন্ধিস্থান। দিবা-মান রাত্রিমান উভয়ই সমান। শীত গ্রীষ্মের সমান ভাব। দক্ষিণবায়ু সমভাবে প্রবাহিত। তরুলতা সকলেই নবপল্লব ও কুসুম স্তবকে সুশোভিত। মধুকর নিকর মধুপানে মত্ত। কোকিল কলস্বর সন্ধানে উদ্যুক্ত। মল্লিকা মালতী জাতি যূথিকা প্রভৃতি নানা জাতীয় কুসুম এ সময় বিকসিত হয় বলিয়া ইহার নাম পুষ্প সময়। এ সময় শারীরিক পরি-শ্রম করিলে শরীর সুস্থ থাকে বল বৃদ্ধি হয় এবং শ্রম বোধ হয় না। আর জলদজালের অত্যাচার প্রায় ঘটে

না। এবং সর্ব্বপ্রকার শস্য সুলভ এজন্য প্রমোদকর কার্য্যের এই প্রকৃত সময়। মহারাজ পরশ্ব চন্দ্রমাসহ পুষ্যার যোগ আছে। ঐ দিন শুভলগ্ন ও শুভ যোগে বিশুদ্ধ। অতএব পরশ্বই অভিষেকের দিন অবধারিত হইল। আপনি শুভলগ্নে রামেরে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিয়া পূর্ণমনোরথ হউন। আমরাও বৎসকে রাজাসনে আসীন দেখিয়া দ্রষ্টব্য বিষয় দর্শন করি। বৎস রাজা বলিয়া আহূত হইবেন ইহা শ্রবণের অমৃত ঘোষণা। আর অল্পদিনের মধ্যে সমারোহ পূর্ব্বক অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইবেক। ক্রমশঃ উদ্যোগ করিয়া কার্য্য করা মধ্যবিত্তের কর্ম্ম। আপনি সসাগরা সদ্বীপা বসুন্ধরার অধীশ্বর। অন্যান্য রাজন্যবর্গকে জানাইতেও বিলম্ব হইবে না। সকলেই অনুগ্রহ প্রার্থনায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন। কার্য্যকর কিঙ্করেরা বর্ষসাধ্য কার্য্য অল্প দিনে সম্পন্ন করিতে পারে। রাজাকে কোন কর্ম্ম স্বহস্তে করিতে হয় না। রাজশাসনই আবশ্যক কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া রাখে। মহারাজ! অধিকৃত বর্গের প্রতি আদেশ করুন যে, অভিষেক সামগ্রী সত্বর প্রস্তুত হইয়া থাকে। বশিষ্ঠের বচনাবসানে সকলেই তাঁহার কথায় অনুমোদন করিলেন।

এইরূপে সমস্ত সভাস্থ জনের অনুমতি লইয়া রাজা দশরথ পূর্ণ মনোরথ হইয়া মনের উল্লাসে বিলাস ভবনে গমন করিলেন। এবং সাদর বচনে সুমন্ত্রকে বলিলেন। সুমন্ত্র কুলগুরুর অভিপ্রায় শুনিলে। এক্ষণে সর্ব্বাধিকারীদিগকে বল অদ্যই যেন সমুদায় কর্ম্ম প্রস্তুত

হইয়া থাকে। আর রামেরে রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া এখানে আসিতে বল। তাহাকে দেখিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। সুমন্ত্র যে আজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিল। এবং রাজার আদেশ ক্রমে ক্রমে ক্রমে সমুদায় কার্য্য সমাধান করিয়া পরিশেষে রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইল। এবং বদ্ধাঞ্জলি পূর্ব্বক বলিল রাজকুমার! বিলাস ভবনে উপস্থিত হইলে মহা রাজ আহ্বান করিয়াছেন। রামচন্দ্র পিতার আদেশ শুনি-বামাত্র অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া সুমন্ত্র সহ রথে আরোহণ করিলেন, এবং মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, পিতা কি নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছেন. মহারাজ কি বলিবেন, কিরূপ উত্তর করিব। অথবা সুমন্ত্রকে জিজ্ঞাসা করা যাউক। ইহাকে জিজ্ঞাসারই বা প্রয়োজন কি? নিযুক্তেরা প্রভুর আদেশমাত্র সম্পন্ন করে। তাহার কারণ অনুসন্ধান করে না যাহা হউক ক্ষণকাল পরেই জানিতে পারিব। অধীর হইবার আবশ্যক নাই। পিতার নিকট সন্তানের অবাধে গমন হইতে পারে। পিতার বাক্য পুত্রের কল্যাণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বোধ হয়, উপদেশ দিবারও জন্য আহ্বান করিয়া থাকিবেন। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রাজপথে উপস্থিত হইলেন।

তৎকালে রামচন্দ্রকে দেখিবার জন্য রাজ পথে এরূপ জনতা হইয়াছিল যে, সুমন্ত্রকে সাবধান পূর্ব্বক আস্তে আস্তে রথ চালনা করিতে হইয়াছিল। কি বালক কি বৃদ্ধ, কি পরুষ কি স্ত্রী সকলেই রামের রাজীবলোচন

বিলোকনে ব্যস্ত হইয়াছে। রাজাও স্নেহবশতঃ এরূপ সমুৎসুক হইয়াছিলেন যে, রাম নিকটে আগত প্রায় জানিয়াও স্বয়ং বাতায়ন কপাট উদ্ঘাটন করিয়া রামের তৎকালীন মুখশ্রী অবলোকন করিতে অধীর হইলেন। চিরপরিচিত পুত্র মুখশ্রী অনিমেষ লোচনে অনেক ক্ষণ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিয়া রাজার তৃপ্তি হইল না প্রতি দর্শনেই তাঁহার মনে নূতন নূতন ভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল। রামচন্দ্র স্বভাবতই প্রিয়দর্শন তাহাতে আবার রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন। সুতরাং সহস্র চক্ষুর এক মাত্র লক্ষ্য হইয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, এবং রথ হইতে অবরোহণ করিয়া সুমন্ত্রসহ কৈলাসসন্নিভ বিলাসভবনের উপরিতলে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর রাজার চরণারবিন্দে প্রণি-পাত করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

রাজাও স্নেহবশতঃ তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ও বাহুলতা দ্বারা পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া নিমীলিত লোচনে স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া ক্ষণ কাল জড়প্রায় হইলেন, এবং রামের মুখচন্দ্রে সতৃষ্ণ দৃষ্টি পাত করিয়া সস্নেহ বচনে বলিলেন বৎস! পরশ্ব পুণ্যযোগে তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব। এক্ষণে তুমি প্রজাপালন কর। তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং জ্যেষ্ঠ মহিষীর গর্ভসম্ভূত! তুমি এক্ষণে লোকাচার বিশেষ অবগত হইয়াছ। তোমারে উপদেশের পাত্র জানিয়া কুলগুরু সকল বিষয়ের উপদেশ দিয়াছেন;

তুমিও উপদেশানুরূপ কার্য্য করিয়া থাক। তথাপি অনুরাগবশতঃ এইমাত্র উপদেশ দিতেছি যে, আত্মনির্বিশেষে বা অপত্যনির্বিশেষে প্রজাদিগকে প্রতিপালন করিবে। আপনার যাহাতে সুখানুভব হয় প্রজার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিবে, অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন করিলে অল্পবয়সে অনায়াসে অপত্যলালন সুখ অনুভব করিতে পারিবে। ইহাও তুমি অবগত আছ যে, আপনাকে শাসন না করিলে পরের শাসন করা দুরূহ। আর শরীরস্থ অন্তঃশক্র অপেক্ষা বাহ্যশক্র প্রবল। ক্রোধাদি অন্তঃশক্রকে যে সহজ উপায়ে জয় করিতে পারে, বহিঃশত্রু গুণলুব্ধ হইয়া তাহার সহিত মিত্রতা করে, আত্মস্থ ষড়রিপু যে জয় করিতে না পারে, সে যেন দূরস্থ প্রবল রিপুজয় করিতে ইচ্ছা করে না।

রাজার বচনাবসানে রামচন্দ্র কহিলেন, পিতার উপদেশ ও আদেশ পুত্রের শিরোধার্য্য, এই বলিয়া পূর্ব্ববৎ প্রণিপাত করিয়া বিলাসভবন হইতে নির্গত হইয়া ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রাজাও অমাত্য মিত্র সহ অভিষেক-বিষয়ক কথায় আলাপনে তদ্দিন যাপন করিলেন।

পর দিন, রামচন্দ্র পিতার চরণ বন্দনা করিতে পিতৃমন্দিরে উপস্থিত হইলেন এবং পিতার চরণারবিন্দে প্রণিপাত করিয়া তদীয় অনুমতি ক্রমে আসনে উপবিষ্ট হইলেন। রাজা কাতরস্বরে বলিলেন "বৎস! গত নিশাতে স্বপ্ন দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ বড় ব্যাকুল হই-

য়াছে। স্বপ্নে দেখিলাম, যেন দিগ্‌দাহে দশদিগ্‌ আলোকময় হইতেছে। অনর্থহেতু ধূমকেতুর উদয় হইতেছে। প্রবলবেগে উল্কাপাত ভূতলে পতিত হইতেছে। ঘোরতর নির্ঘাতরবে কর্ণকুহর বিদীর্ণ হইতেছে। বজ্রাঘাত, মহাবৃক্ষ পাতিত করিতেছে। হৃৎকম্পের সহিত অনবরত ভূমিকম্প হইতেছে। নিশানাথ স্বস্থানচ্যুত হইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিতেছেন। তদীয়, স্ত্রী ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিতেছেন। নগর হইতে ক্রমাগত হাহাকার অমঙ্গলরব উঠিতেছে। রাজলক্ষ্মী শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়া রোদন করিতেছেন। মাতঙ্গ তুরঙ্গ সকল অজস্র অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতেছে। এই সকল অমঙ্গল এককালে উপস্থিত হইলে ভূপালের অমঙ্গল ও রাষ্ট্রেরও উচ্ছেদ হয়। এইরূপ নানা প্রকার কুস্বপ্ন দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত পর্য্যাকুল হইয়াছে"। এই বলিয়া রামকে ক্রোড়ে লইয়া অভিষেক সলিলের ন্যায় রাম মস্তকে অশ্রুবারি বিমোচন করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র পিতার কাতর ভাব দেখিয়া বলিলেন, মহারাজ "কাতর হইবেন না। স্বপ্ন অমূলক চিন্তা মাত্র, কোন কার্য্যকর নহে। বিশেষতঃ মহর্ষি অঙ্গিরা বলিয়াছেন, দুঃস্বপ্ন গ্রহবৈগুণ্য কাকতালীয়বৎ কদাচিৎ সম্ভবে। তাহাতে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা কখন ভীত হয়েন না, অতএব মহারাজ স্থির হউন, অমূলক চিন্তার প্রয়োজন কি"?

রাজা পুত্রের তাদৃশ যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীত ও প্রকৃতিস্থ হইলেন, এবং বলিলেন "বৎস! আমার

সকল অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে, কেবল তোমারে রাজা করিবার অভিলাষ অসম্পূর্ণ আছে। অতএব অদ্য তুমি বধূর সহিত নিয়মে থাকিবে, দেব ব্রাহ্মণ ও গুরু জনে ভক্তি রাখিবে। তাহাতেই সকল বিপদ নষ্ট হইবে”। এই বলিয়া রাজা রাজকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। রাম অন্তঃপুরে মাতৃদর্শনে গমন করিলেন, এবং মাতৃভবনে দেখিলেন, জননী দেবতারাধনে যত্নবতী হইয়া তদীয় সন্নিধানে পুত্রের অভ্যুদয় কামনা করিতেছেন। সুমিত্রা প্রিয় সম্ভাষণ জন্য তথায় উপস্থিত আছেন। সীতা ও লক্ষ্মণ রামের অভিষেক বার্ত্তা শুনিয়া আনন্দ মনে জননী সন্নিধানে রামের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

রাম উপস্থিত হইয়া জননী দ্বয়কে অভিন্ন ভাবে অভিবাদন করিয়া বলিলেন “মাতঃ অদ্য পিতা আমাকে প্রজাপালনে নিযুক্ত করিয়াছেন। কল্য অভিষেক করিবেন, আর সমুদায় ঋত্বিক পুরোহিতের সহিত বলিলেন, অভিষেকোপযোগী নিয়ম বিধি অবলম্বন করিয়া অদ্য রাত্রি যাপন করিতে হইবেক, সীতাও কুলোচিত স্ত্রী আচার করিয়া এক রাত্রি যথানিয়মে থাকিবেন”।

কৌশল্যা রামের মুখ কমল হইতে মধুরময় অমৃতাক্ষর শ্রবণ করিয়া চির মনোরথ পূর্ণ হইল ভাবিয়া হর্ষ গদগদ স্বরে বলিলেন “বৎস! আমি তোমাকে শুভক্ষণে উদরে ধারণ করিয়াছিলাম। তুমি গুণদ্বারা মহারাজকে প্রীত ও প্রসন্ন করিয়াছ, এবং পুষ্করাক্ষ পুরুষে তোমার অচলা ভক্তি আছে। অতএব ইক্ষাকু রাজর্ষিদিগের রাজলক্ষ্মী তোমাকে আশ্রয় করুন”।

রাম বিনীতভাবে মাতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন, এবং নম্রভাবে মাতৃদ্বয়কে অভিবাদন করিয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন "তোমরা সুখে থাকিবে বলিয়া রাজ্য ও জীবনে রামের প্রয়োজন। এই প্রকার স্নেহ সম্ভাবে সুমিত্রা নন্দনের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া আপন আবাসে গমন করিলেন। এবং পুরোহিতের আদেশ ক্রমে নিয়মক্রম অবলম্বন করিয়া আচারবান্ রহিলেন।

পুরবাসীগণ স্ব স্ব আবাসে মনের উল্লাসে মঙ্গল সন্বিধান করিতে লাগিল। পুরদ্বার কদলীস্তম্ভে, পূর্ণকুম্ভে, এবং তোরণে সুশোভিত হইল। রাজভবনে পতাকা উড্ডীয়মান হইতে লাগিল। পুরন্ধ্রী ও সৈরিন্ধ্রী বর্গ মঙ্গল সন্বিধান সাধন করিতে লাগিল। রাজ পরিচারকগণ অপূর্ব্বপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অভিষেক সামগ্রী আহরণ করিতে লাগিল। সঙ্গীত, সংকীর্ত্তন, বাদিত্র ধ্বনিতে নগর প্রতিধ্বনিত হইল, এই রূপে অযোধ্যা-ধাম আনন্দ ধাম হইয়া উঠিল।

ঐ সময়ে কৈকয়ীর প্রিয়সখী মন্থরা বাতায়ন মধ্য দিয়া পুর শোভা অবলোবন করিয়া বলিল "ধাত্রেয়িকে! রাজা পুরবাসীদিগের কি প্রিয়কর কার্য্য করিলেন যে, সকল লোকেই আনন্দ সাগরে ভাসমান হইতেছে? বিশেষতঃ রাজমাতা কৌশল্যা আনন্দে উন্মত্তা প্রায় হইয়াছে কারণ কি"?

ধাত্রেয়িকা বলিল তুমি "বুঝি পরের মঙ্গল জানিতে পার না। কাল মহারাজ রামেরে যৌবরাজ্যে অভিষেক

করিবেন। এ জন্য সকলে আমোদ আহ্লাদ করিতেছে। জ্যেষ্ঠা মহিষী সকলেরে অলঙ্কার দিয়াছেন। পরিচারকেরা অলঙ্কার পরিধান করিয়া মনের আনন্দে আপন আপন কর্ম্ম করিতেছে"। মন্থরা রামের অভিষেক বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বজ্রাহত হইয়া আরক্ত নয়নে দ্রুত গমনে কৈকেয়ী ভবনে উপস্থিত হইল। এবং বলিল "দূর্ভাগা কৈকেয়ী তুমি এখন ঘুমাইতেছ। নিদ্রাই তোমার কাল। তুমি বৃথা সুভগা বলিয়া অহঙ্কার কর। রাম রাজা হইলে তোমার সুভগতার শেষ হইবে। সপত্নীতনয়ের আনন্দোৎসবে যাহার সুনিদ্রা হয়, তাহার কেমন হৃদয়।"

মন্থরার কুস্বর কৈকেয়ীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। কৈকেয়ী সহসা সুপ্তোত্থিত হইয়া বলিলেন। "মন্থরে! ভাল ত"। মন্থরা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল "আর ভাল! আমি তোমার মঙ্গল চেষ্টা পাই। তুমি আপনিই আপনার অমঙ্গল ডাকিয়া আন"! কৈকেয়ী তাহার বিষণ্ণ বদন ও ম্লান ভাব দেখিয়া বলিলেন; "তোমারে কেহ অবমাননা করিয়াছে"? মন্থরা বলিল ইহা অপেক্ষা আমার অবমাননাও ভাল ছিল, তাহাতেও তোমার ক্ষতি হইত না, কাল তোমার সপত্নীপুত্র রাম রাজা হইবে। তুমি ঘুমাও"।

কৈকেয়ী রামাভিষেক শুনিয়া প্রথমতঃ কুশল সং-বাদের পুরস্কার স্বরূপ মুক্তাহার মন্থরাকে প্রীতিদান করিলেন, "এবং বলিলেন, রাম আমার ভরত অপেক্ষাও অধিক স্নেহের পাত্র। তাহার অভিষেক সংবাদে যার পর নাই প্রীতি পাইলাম"। মন্থরা শুনিয়া অসূয়া

পূর্ব্বক বলিল "কৈকেয়ী! এই তোমার প্রিয়সংবাদ। তুমি হিত বলিলেও শুন না। তোমার ভাল মন্দ বোধ নাই। রাম রাজা হইলে তোমার সপত্নী রাজমাতা ও সীতা রাজমহিষী হইবে। তুমি এবং তোমার বধূ সামান্য পরিবারের মধ্যে গণনীয় হইবেক, তোমার ভরত চিরকাল রামের দাস হইয়া থাকিবে। আর রামের সন্তানপরম্পরা উত্তরাধিকারিত্বক্রমে পরে পরে রাজা হইবে। তোমার ভরতের সন্তান এক রাজপরিবার হইয়া পরিশেষে রাজবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিবে, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে"? মন্থরার কথা শুনিয়া কৈকেয়ীর মন দোলায়মান হইল। স্ত্রীদিগের হৃদয় স্বভাবতঃ ঋজু ও প্রলোভন প্রিয়। যে রূপ উপদেশ পায়, উহারা সেই পথ অবলম্বন করে। প্রলোভনে উহাদের অন্তঃকরণ একান্ত ব্যগ্র হয়। উহারা হিতাহিত কার্য্যাকার্য্য কিছুই বিবেচনা করে না। যে সকল বিষয় বিবেচনা পূর্ব্বক করিতে হয়, তাহা তাহারা সহসা করিয়া বসে। কুৎসিত অধ্যবসায় উহাদিগের এরূপ প্রবল, যে, উহা সম্পন্ন না হইলে তাহাদিগের মন সন্তুষ্ট হয় না। স্বামিসৌভাগ্যমদে উহাদের চিত্ত এত উদ্ভ্রান্ত যে, সৌভাগ্যের হেতুভূত পতির অনিষ্ট ঘটিলেও ক্ষুব্ধ হয় না। মন্থরার কথা শুনিয়া কৈকেয়ী মনে মনে বিবেচনা করিলেন, রামের প্রতি বৈমাত্রেয়ভাব ব্যবহার করিলে আমার অপযশের পরিসীমা থাকিবে না, কিন্তু অপযশের জন্য অপত্যের অপকার করা কর্ত্তব্য নয়, সকলেই আপন আপন স্বার্থ চেষ্টা করিয়া থাকে। এই রূপ ভাবিয়া বলি-

লেন, মন্থরে! যাহা করিতে হইবে, অগ্রে তাহার মূল বদ্ধ করা কর্ত্তব্য। প্রবৃত্ত হইয়া অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে না পারিলে, উপহাসাস্পদ হইতে হয়। যাহাতে রামের রাজ্য ভরতের হয়, যদি এরূপ কোন অব্যর্থ উপায় উদ্ভাবন করিতে পার, তবে চেষ্টা পাই।

মন্থরা কহিল উপায় স্থির না করিয়াই কি তোমাকে ব্যস্ত করিয়াছি, আমার পরামর্শানুসারে চলিলেই সহজে কার্য্য সিদ্ধি হইবে, এবং অপযশ ঘটিবে না, আমি যাহা বলিব তাহাই করিবে, কদাচ কথার অবাধ্য হইবে না, শপথ করিয়া বল।

কৈকেয়ী তৎক্ষণাৎ স্ত্রীস্বভাব সুলভ গুরুতর শপথ করিলেন। এবং মন্থরার কথা শুনিবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন।

মন্থরা কহিল তুমি কৈতবকোপ করিয়া ভূতলে শয়ানা থাক। রাজা নানা রূপ সাধ্য সাধনা করিবেন। কিছুতেই উত্তর করিও না। যখন আমি তোমার কর্ণে শিক্ষা দিব। তাহার পর রাজা অঙ্গীকার করিলে বলিবে, মহারাজ! আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ পৃথিবীর এক মাত্র অধীশ্বর, মনে করিয়া দেখুন, অসুর যুদ্ধে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়াছিলেন, আমি অনেক কাল আপনার সেবা শুশ্রূষা করি। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে দুইটী বর দিয়াছিলেন। ইহা শুনিলে মহারাজের পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ হইবে। মহারাজ অঙ্গীকার করিলে তুমি বর প্রার্থনা করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধ করিবে। এই বলিয়া কৈকেয়ীর কর্ণে বরণীয় বিষয় বলিয়া দিল।

মন্থরা কৈকেয়ীর অসন্তোষের চিহ্ন দেখিয়া বলিল। যাহার বুদ্ধিবলে উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইলে, চতুর্দ্দশ বৎসর পরেও তাহারই ক্ষমতায় পরিত্রাণ হইবে। কৈকেয়ী কুজ্জার পরামর্শ শুনিয়া আহ্লাদে পুলকিতা হইলেন। সমীহিত সিদ্ধপ্রায় জ্ঞান করিলেন। এবং বলিলেন তোমার বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি সমধিক প্রশংসনীয়। বিধাতা অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি রক্ষিত করিবার জন্যই যেন তোমার পৃষ্ঠদেশে বিকটাকার কুজ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই জন্যই তোমাকে সকলে কুজ্জা বলিয়া সমাদরে ডাকিয়া থাকে। তোমার বুদ্ধি কৌশলে ভরত রাজা হইলে, তোমার সোনার কুজ রত্ন দিয়া মণ্ডিত করিয়া দিব। আমার পরিচারিকা তোমার পরিচর্য্যা করিবে। তুমি দেবীর ন্যায় সুখ স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিবে। এই বলিয়া স্বহস্তে রত্নময়ী মালা মন্থরার গলে লম্বমান করিয়া দিলেন।

মন্থরা সহাস্য বদনে বলিল, কৈকেয়ি! এখন প্রশংসা বা পুরস্কারের সময় নয়। কার্য্য সিদ্ধির উপায় দেখ। ক্রোধাগারে প্রবেশিয়া কৈতবকোপ প্রকাশ করিয়া ম্লানভাবে ভূতলে পড়িয়া থাক।

কৈকেয়ী মন্থরার উপদেশ গুরূপদেশের ন্যায় জ্ঞান করিলেন। এবং ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়া রামাভিষেকে আপনাকে অবমানিত ভাবিয়া শোকসাগরে মগ্ন হইলেন। কিরূপে দুষ্ট মনোরথ সিদ্ধ করিবেন, এই রূপ ভাবিয়া বিবর্ণ ও বিশ্রী হইতে লাগিলেন।

রাজা দশরথ রাজ্যকার্য্য সমাপন করিয়া কেকয়রাজ-সুতার চিত্তখেদ পরিহার জন্য তদীয় নিকেতনে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন কৈকেয়ীর শয়নাগার শূন্য। সখীগণ বিরসবদনে সদনের এক পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছে। কেহ সমুচিত সম্ভাষণ করিতেছে না। জিজ্ঞাসিলেও উত্তর দেয় না। রাজা এপ্রকার ঔদাসীন্য ব্যবহার বিলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এবং অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া কৈকেয়ীর ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ক্রোধাগারের এক দেশে দেখিলেন, কৈকেয়ী ম্রিয়মাণপ্রায় ভূতলে শয়ানা রহিয়াছেন। বিষধরের ন্যায় মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। দেখিবা মাত্র রাজার অন্তঃকরণ ব্যাকুল এবং রামাভিষেক সম্ভূত আনন্দসন্দোহ তিরোহিত হইল।

রাজা বিবেচনা করিলেন, প্রিয়ার বিষদৃশ বেশ ও ঈদৃশী দশা কখনই দেখি নাই। হা কি কষ্ট! সৌভাগ্যের চিহ্ন সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! স্বামী জীবিত থাকিয়া যে অসৌভাগ্য দশা দেখিতে পায় না। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাই দেখিলাম। যাহা হউক প্রেয়সীর সন্তোষসাধন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, ভাবিয়া অতিদীনভাবে প্রণয়বচনে সাদরসম্ভাষণে বলিলেন, প্রেয়সি! তুমি এরূপ অবস্থায় অবস্থান করিতেছ কেন। তোমার ভাবান্তরের কারণ কি? তুমি আমার এক মাত্র প্রেয়সী মহিষী। তোমাকে কেহ অবমাননা করিবে ইহা তর্কনাও করিতে পারা যায় না, ফণিমণি গ্রহণ করিতে

কাহার শক্তি, তোমার আন্তরিক কষ্ট দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে। সংসার অসার বোধ হইতেছে। যাহাতেই হউক তোমার কষ্ট নষ্ট করা, আমার একান্ত সংকল্প। তোমাকে সন্তুষ্ট রাখা আমার নিতান্ত বাঞ্ছা। কায়মনোবাক্যে তোমার হিতানুষ্ঠান করাই আমার সতত বাসনা। তোমার মুখ ভার দেখিলে আমার প্রাণ পর্য্যন্ত ভার হইয়া উঠে। রাজা এইরূপ অনেক ক্ষণ সাধ্য সাধনা করিলেন। কিছুতেই কৈকেয়ীর মন উঠিল না। তিনি পূর্ব্ববৎ শয়ানাই রহিলেন।

রাজা একান্ত হতাশ হইয়া তদীয় প্রিয়সখী মন্থরাকে বলিলেন, মন্থরে! তুমি প্রেয়সীর প্রিয়সখী, আমা অপেক্ষাও তুমি প্রিয়ার প্রিয়তরা। বাল্যাবধি এক স্থানে নিবাস একত্র সহবাস প্রযুক্ত অকৃত্রিম প্রণয়ের সঞ্চার হইয়াছে, মহিষী যাহা আমার নিকট লজ্জা বা অন্য কারণে ব্যক্ত করেন না। তোমার নিকট তাহা অব্যক্ত রাখেন না। ভাল, তোমারে জিজ্ঞাসা করি, আজ অকারণে প্রেয়সী কোপনা কেন? কি জন্যই বা উহার অভূত পূর্ব্ব ভাবান্তর আবির্ভূত হইয়াছে। তোমরা বল, যদি অজ্ঞান বশতঃ আমি কোন অপরাধ করিয়া থাকি। তাহার পরিহারের উপায় দেখি। কারণ না জানিলে প্রতিকার হইতে পারে না। বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তরা। স্ত্রৈণপুরুষের হিতাহিত জ্ঞান নাই। স্ত্রীর মুখ বিষণ্ণ দেখিলে হতবুদ্ধি হন। মন্থরা এ রূপ অনর্থোৎপত্তির কারণ, তাহাকেই রাজা উপা-

য়ের কারণ বলিয়া স্থির করিলেন। অপাত্রে বিশ্বাস বিন্যস্ত করা, যে কত অপকার তাহা পরে জানিতে পারে না।

অনন্তর মন্থরা কহিল। আপনি সর্ব্বদায় প্রতি সদয় আছেন, আপনি সানুকূল থাকিলে প্রেয়সীর কিসের ভাবনা। তবে উঁহার মনে অত্যন্ত বেদনা জন্মিয়া দিয়াছেন। ক্ষণকাল স্থির হইয়া শুইয়া থাকুক।

রাজা কহিলেন, যদি আমিই উঁহার ক্রোধের কারণ হই, তবে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে রূপেই হউক মহিষীর ক্রোধ নিবারণ করিব। আর আমি জীবিত থাকিতে যদি উঁহাকে ঈদৃশী দশা ভোগ কবিতে হইল, তবে আমার জীবনে প্রয়োজন নাই।

চতুরা মন্থরা রাজার অভিপ্রায় বুঝিয়া কপট নাটকের অদ্ভুত প্রস্তাবনা করিল। মহারাজ! এই বলিয়া মহিষী বিমনা হইলেন যে, ভূপুত্রী যাহার পত্নী তাহাকে ভূপতি করিয়া রাজা সূর্য্যে কলঙ্ক আরোপণ করিলেন। মহারাজ! আমরা ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না। এই বোধ করিলাম, বুঝি মহারাজ রামকে পরিহাস করিয়া থাকিবেন। যাহা পরিহাস করা যায়, কার্য্যের দ্বারা কেহই তাহার অনুষ্ঠান করে না। মহিষী ক্ষান্ত হও। অলীক জনরবে উন্মনা হইও না। মহারাজ তোমাকে এরূপ ভাল বাসেন যে, না জিজ্ঞাসিয়া কোন কার্য্য করেন না। এইরূপ অনেকে বুঝাইলাম। মহারাজ! ও নিতান্ত মানিনী, আপনার আদরে এত দূর সৌভাগ্য মানিয়া থাকে যে, মহারাজের প্রিয়তরা কেবল এ বাস্তবিকও যথার্থ কথা

আমরা দেখিয়াছি আপনিও কখন মহিষীর কথার অবাধ্য হন নাই। এবার উহাকে যে, এতক্ষণ বিমনা দেখিতেছি বোধ করি বিশেষ কারণ থাকিবে। যাহা হউক আমি এক বার বুঝাইয়া দেখি এই বলিয়া কৈকেয়ীর কর্ণমূলে এরূপ ক্রূর উপদেশ দিল যে, কৈকেয়ী যাহাও ভুলিয়াছিলেন তাহাও তাঁহার স্মরণ হইল।

কৈকেয়ী সমীহিত সিদ্ধির নিমিত্ত অর্দ্ধোত্থিতা হইয়া রাজাকে ভর্ৎসনা করিয়া ক্রোধানল নির্ব্বাণ করিলেন। কৈকেয়ীর কঠোরবাক্যে রাজার শুষ্ককণ্ঠ সরস হইল। রাজা অবসর পাইয়া মধুরস্বরে কাতর বচনে বলিলেন, প্রিয়ে! তোমার ভর্ৎসনায় আমার অনেক চৈতন্য ও অপরাধের লাঘব হইল। প্রভুকর্ত্তৃক দণ্ডিত না হইলে দুষ্কৃতির নিষ্কৃতি নাই। এতক্ষণের পর তোমার যে যাতনার লাঘব হইল, ইহাই আমার পরম লাভ। ক্রোধাবশেষ এখনও তোমাকে যাতনা দিতেছে। নয়নযুগল হইতে অনবরত বাষ্পবারি বিগলিত হইতেছে। বিম্বাধর কম্পমান হইয়া আমাকে তর্জ্জনা করিতেছে। মনঃ তুষারলিপ্ত গগনের ন্যায় আবিল রহিয়াছে। কারণ বল, তোমাকে অদেয় কিছুই নাই। ধন প্রাণ রাজ্য সকলই তোমার অধীন। ইচ্ছা হয় জীবন রক্ষা কর। না হয় বিনষ্ট কর। অধিক কি আমার জীবন সর্ব্বস্ব রামেরে দিয়াও যদি তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হয়, তাহাতেও অস্বীকৃত নহি।

কৈকেয়ী অবসর পাইয়া বলিলেন, মহারাজ আপনি সত্যবাদী সত্যপ্রতিজ্ঞ স্মরণ করিয়া দেখুন। যখন দা-

নব যুদ্ধে বহুকষ্ট পাইয়াছিলেন, তখন আমিই মহারাজের সেবা শুশ্রূষা করি। আপনি সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া দুইটী বর প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। রাজা সহাস্য বদনে বলিলেন, হাঁ তাহার পর। কৈকেয়ী বলিলেন, আপনি আমার প্রতি এরূপ অনুকূল যে, আমি যখন যাহা প্রার্থনা করিয়াছি, আপনি তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পাদন করিয়া দিতেন। সুতরাং প্রার্থনীয় বিষয়ের অসদ্ভাব ছিল না বলিয়াই এত দিন তাহা প্রার্থনা করি নাই।

অনন্তর যেমন বিবর হইতে ভুজগযুগল বহির্গত হয়। তদ্রূপ কৈকেয়ীর গলগুহা হইতে ভয়ঙ্কর প্রার্থনীয় বরদ্বয় বিনির্গত হইল। কৈকেয়ী এক বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক ও অপর বরে রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনে গমন প্রার্থনা করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজা কৈকেয়ীর প্রার্থনা শুনিবা মাত্র ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। ক্ষণকাল জড়প্রায় হইয়া নিষ্পন্দভাবে রহিলেন। অনন্তর চেতনা লাভ করিয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। এবং কৈকেয়ীর সন্তোষ সাধন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই ভাবিয়া বলিলেন, কৈকেয়ি! তোমার মনে এই ছিল। আমার হর্ষের সময় বিষাদসাগর উচ্ছলিত করিলে। আমি তোমার কি অপরাধ করিয়াছি যে, একবারে সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছ। রামই বা তোমার কি অপরাধ করি-

য়াছে, যে তাহাকে কুলদূষকের ন্যায় বনবাস দিতে ইচ্ছা কর। রাম আমার জীবন সর্ব্বস্ব। সেই সর্ব্বস্ব ধন কি রূপে সামান্যবস্তুর ন্যায় অরণ্যে বিসর্জ্জন করিব। রাম আমার নয়নাভিরাম এবং সর্ব্ব প্রকার আরাম স্থান। তাহার অপকার করিলে আমার সমুদায় সুখ অপহৃত হইবে। রামের কোন অপরাধ নাই। সেই নিরপরাধের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে মনের কি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জন্মে? রামের মোহন মূর্ত্তি স্মরণ হইলে শাত্রব ব্যবহার কি কাহার মনে উদিত হইতে পারে? রামের প্রফুল্ল মুখকমল ম্লান দেখিলে কি আর জীবন ধারণ করা যায়? ধিক্ অশান্তে! এরূপ মর্ম্মান্তিক পরিহাস কেহ করে না। রাম আমার নিতান্ত শিশু ও একান্ত ঋজু। শিশু সন্তানের প্রতি স্ত্রীদিগের স্বাভাবিক স্নেহ আছে সেই স্ত্রীজাতিসুলভ স্নেহ তোমার হৃদয় হইতে একবারে কি অন্তর্হিত হইল? স্বামির প্রিয়বস্তুর প্রতি প্রীতি প্রকাশ করা প্রণয়িনীর কর্ম্ম। রাম আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর। প্রেয়সি! সেই প্রাণাধিকের অমঙ্গল সাধনে বিরতা হও। তুমি ওকথা আর মুখেও আনিও না। আর তুমি যাহা চাহিবে তাহাই দিব। কি কৌশল্যা, কি সুমিত্রা, কি রাজলক্ষ্মী অধিক কি প্রাণ দিয়াও যদি তোমার অঙ্গীকার পুরণ করিতে হয়, তাহাও করিব। তথাপি পিতৃবৎসল রামেরে প্রাণান্তেও পরিত্যাগ করিতে পারিব না। কেকয়রাজপুত্রি! রামেরে পরিত্যাগ করিলে তোমার ও আমার অপযশ চিরস্থায়ী হইবে। তুমি রাম হইতে কি কি সুখের প্রত্যাশা না

করিতে পার, রাম কৌশল্যা অপেক্ষা তোমাকে অধিক মান্য করিয়া থাকে। ভরত অপেক্ষাও অধিক শুশ্রূষা করিয়া থাকে। তুমিও ভরত অপেক্ষা রামেরে অধিক স্নেহ করিয়া থাক। ভরতে ও রামে আমার কিছু মাত্র বিশেষ নাই, এই কথা বারম্বার বলিয়া থাক। অকারণে এই ঘৃণাকর কথা তোমার মুখ দিয়া নির্গত হইল কেন?

আর যখন জগতীস্থ যাবতীয় লোক রামের গুণগ্রামের প্রশংসা করে এবং তোমারও রাম হইতে অনেক উপকারের সম্ভাবনা আছে, তখন তাহার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ তোমার উচিত কর্ম্ম নয়। আমিই বা কি অপরাধ উল্লেখ করিয়া বৎসকে বনে যাইতে বলি। অতএব দেবি! এরূপ বর প্রার্থনায় বিরত হও। এবং দারুণ পরিহাস পরিত্যাগ কর। আমি গলে বসন দিয়া পদানত হইয়া বদ্ধাঞ্জলি পুর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি ক্ষান্ত হও। কৈকেয়ী কিঞ্চিৎ মাত্র উত্তর দিলেন না, বরং সমধিক কোপনা হইয়া উঠিলেন।

রাজা ভাবিলেন, কৈকেয়ী যথার্থই আমার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যতা হইয়াছে। হা! কি পরিতাপ আমি কৈকেয়ীর নিকট কেন প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, কৈকেয়ীকে বর দিয়া কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, আমি আপনার মৃত্যু আপনি আহ্বান করিলাম। হা রাম! কি দোষে তোমারে বনবাস দিব, পুত্রের বিয়োগ অসহ্য যাতনা কি রূপে সহ্য করিব। একেবারে দশরথের সর্ব্বনাশ হইল। কৈকেয়ীর মুখ দিয়া এ অলক্ষণ কথা কেন নির্গত হইল। দশরথের অদৃষ্টে এই ছিল? হা ধিক্! আমি পিতা হইয়া

পুত্রেরে বনবাস দিব? হা বিধাতঃ! আমার অদৃষ্টে কি এই লিখিয়াছিলে? হা দগ্ধ দৈব! তোর মনে এই ছিল? হা বৎস! হা পিতৃবৎসল! হা সর্ব্বস্বধন! হা কৌশল্যানন্দ-বর্দ্ধন আমিই তোমার অমঙ্গলের কারণ, কৈকেয়ীই তোমার কালরাত্রি, অভিষেকই তোমার মহাব্যসন, কৈকেয়ীর বর প্রদানই তোমার সর্ব্বনাশের হেতু, অধিবেদনই রাজার মূর্খতা, স্ত্রৈণ পিতাই পুত্রের শত্রু।

এই বলিয়া স্বাভাবিক ধীরতা পরিত্যাগ করিয়া রাজা দশরথ শিরে করাঘাত করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরিচারিকারা সান্ত্বনা করিতে লাগিল, কৈকেয়ী মেঘমালার ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল। মন্থরা অন্তরালে হাস্য করিতে লাগিল।

রাজা পুনরায় বলিলেন, কৈকেয়ি! রাম আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র। অধিক স্নেহের পাত্র। রামেরে দেখিলে আমার আহ্লাদের সীমা থাকে না। নয়ন নির্ম্মাণের সফলতা, জীব কুসুমের প্রফুল্লতা, সংসারের সারবস্তু, মানব-জন্মের সার্থকতা, সুখ সম্ভোগের উপযোগিতা ও সর্ব্ব সৌভাগ্যের কারণতা একবারে উপস্থিত হয়। না দেখিলে সংসার অসার, দশ দিক্ অন্ধকার, জগৎ জন-শূন্য, রাজ্য সুখহীন, প্রাণ কঠিন এবং দেহ দুর্ব্বহ ভার বলিয়া জ্ঞান হয়। অধিক কি মরুদেশে মীন যেমন ক্ষণ-কাল জীবিত থাকিতে পারে না, তদ্রূপ জীবনের জীবন রাম বিনা আমার দেহে জীবন থাকিবে না। অতএব কৈকেয়ি! আমি চরণে ধরিয়া সাধনা করি, তুমি এই দুরাশা পরিত্যাগ কর।

আমারে ধিক্! স্ত্রীর কথায় রামেরে বনবাস দিব? এই বলিয়া রাজা দশরথ কোপে কম্পিতকলেবর হইয়া বলিলেন, কৈকেয়ি! এখনও বিরত হও। যদি স্বামীর সমীহিত কার্য্য পত্নীর অবশ্য কর্ত্তব্য হয়, যদি স্বামীর মঙ্গল সহধর্ম্মিণীর একান্ত প্রার্থনীয় হয়, যদি ভাগ্যবতী ভার্য্যার স্বামী সৌভাগ্য স্পৃহণীয় ও আদরণীয় হয়। যদি সাধ্বী স্ত্রীর স্বামীর কথারক্ষা ধর্ম্ম হয়, যদি স্বামীর জীবন পত্নীর চির সুখের নিদান হয়, তবে এই সর্ব্বস্ব নাশক দুরাশা এক্ষণে পরিত্যাগ কর।

রাজার করুণাকর কথা শুনিয়া কৈকেয়ীর পাষাণময় অন্তঃকরণে কিছু মাত্রও করুণার সঞ্চার হইল না, বরং অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত দেখিয়া তাহার ক্রোধের উদয় হইল। কৈকেয়ী বলিলেন, রাজন্! যদি বর দিয়া পশ্চাৎ পশ্চাত্তাপ করিবে, তবে বর না দেওয়া উচিত ছিল। তুমি ধার্ম্মিক সত্যপ্রতিজ্ঞ বলিয়া বৃথা ভাণ কর। যাহারা জানে না, তাহারা তোমাকে ধার্ম্মিক সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সত্যবাদী বলিয়া থাকে। যাহারা তোমার কার্য্য অবগত আছে ও ব্যবহারের পরিচয় পাইয়াছে, তাহারা রাজারে স্বার্থপর ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারিবে না। স্বয়ং ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচয় দিলে হয় না। কার্য্য দ্বারা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে যথার্থ ধার্ম্মিক হওয়া যায় না, কথা রক্ষা করা ও সত্য ব্রত পালন করা মহাত্মার কার্য্য। বলিবার পূর্ব্বে যে বিবেচনা করিয়া না বলে, সে অনর্গল কথন কথা রক্ষা করিতে পারে না, এবং সত্য ধর্ম্মের মর্ম্মও জানে না। আপনি সভায় বসিয়া আমাকে বরদ্বয়

দিবেন বলিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে অঙ্গীকার করিয়া ছিলেন। এ কথা আপামর সাধারণ সকলেই জানে। যখন সভা মণ্ডপে রাজ আসনে উপবেশন করিবেন, তখন সর্ব্বজন সমক্ষে জিজ্ঞাসিব, মহারাজ! কৈকেয়ীর প্রতিশ্রুত বর কেন দিলেন না। তখন কি করিবেন? কেবল লজ্জায় অধো-মুখ হইবেন। দশ জনের মধ্যে লজ্জা পাওয়া অপেক্ষা মৃত্যু হওয়া ভাল। মহারাজ! আপনার অঙ্গীকার অনু-সারে আমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছি, কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না। ইহাতে আমার ধর্ম্মই হউক বা অধ-র্ম্মই হউক, মহারাজের যশ হউক বা অপযশ হউক, যাহা প্রার্থনা করিয়াছি, মহারাজ কোন মতে তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন না। যদি মহারাজ অধর্ম্মাচরণ করেন, তবে আপনার সমক্ষে বিষপান করিয়া সুখে প্রাণ পরি-ত্যাগ করিব; এবং আসন্ন কালে স্ত্রীহত্যার পাতক ও প্রতিজ্ঞা অপরিপালন রূপ দুষ্কৃতি দ্বারা মহারাজকে দূষিত করিয়া যাইব। ইহা আপনি জানেন যে, আমি যাহা আর্দ্দাশ করিয়া থাকি, তাহার অন্যথা হয় না। পুত্র অপেক্ষা নারীদিগের অধিক প্রেমাস্পদ আর কিছুই নাই। আমি মহারাজের সমক্ষে সেই পুত্রের শপথ করিয়া কহিতেছি, রামের নির্ব্বাসন ভিন্ন কৈকেয়ী কোন মতে সন্তুষ্ট হইবে না। মহারাজ! অন্য কথায় প্রয়োজন নাই। আমার অভিলষিত বর প্রদান কর, সপত্নীপুত্র রাজা হইবে, আমার ভরত তাহার দাস হইয়া চিরকাল ক্লেশ পাইবে, ইহা আমার সহ্য হইবে না। ইহা কহিয়া কৈকেয়ী ক্রোধ ভরে মুখ ফিরাইয়া রহিল।

রাজা কত অনুনয় করিয়া বলিলেন, কিছুতেই উপকার দর্শিল না। কৈকেয়ীর ব্যবসায়ের নির্ব্বন্ধতা ও ঘোরতর শপথের প্রাদুর্ভাবিতা বিবেচনা করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধির একান্ত অন্তরায় ভাবিয়া, হা রাম! এই বলিয়া ছিন্নমূল বনস্পতির ন্যায় ভূমিপতি ভূতলে পতিত হইলেন। এবং দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষণকাল মৌন-ভাবে রহিলেন। পরিশেষে বলিলেন যে, কৈকেয়ি! ভূতাবেশিত বনিতার ন্যায় অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিতেছ, ইহাতে কি তোমার লজ্জা বোধ হয় না? অথবা কাল ভুজঙ্গী গৃহে বিলীন থাকিলে এইরূপ জ্বলিতে হয়। কেকয় কুল কলঙ্কিনী পরিগ্রহের এই ফল। অশান্ত সীমন্তিনীর কার্য্যই এই, নির্লজ্জ নিষ্ঠুর পরিবারের পরি-ণাম এই রূপ।

রে অনার্য্যে! মূর্খে ও পণ্ডিতে যত বিভেদ, রাম ও ভরতে তত অন্তর। রাজপুত্র রাজা হইবার উপযুক্ত। দাসীপুত্রের দাস্যভাব অবলম্বন করা অন্যায় নয়। ভরত রামের দাস্যকার্য্যের ও যোগ্য নয়। তাহার উপর রাজ্যভার অর্পণ করা নিতান্ত অনভিজ্ঞের কার্য্য। উপযুক্ত কার্য্যদক্ষ বিজ্ঞ ব্যক্তি বিদ্যমান থাকিতে অন-ভিজ্ঞ অজ্ঞ লোকের হস্তে কার্য্যভার দেওয়া যে রূপ অন্যায্য, তদ্রূপ গুণধাম রাম উপস্থিত থাকিতে ভরতের উপর রাজ্যভার দেওয়া অসঙ্গত। এ তোমার কেকয় রাজ্য নয়। এবং কিস্‌কিন্ধা রাজধানী নয়, যে তোমার, ভরত রাজা হইবে, এবং তুমি রাজমাতা হইয়া কর্ত্তৃত্ব করিবে। ইহার নাম অযোধ্যা, এ সূর্য্যবংশের সাম্রাজ্য।

ইহাতে উপযুক্ত পাত্রই রাজা হইয়া আসিতেছে। রাম রাজা হইলে অযোধ্যার শ্রী হইবে। নচেৎ তোমার ন্যায় বিশ্রী ও শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইবে।

ক্ষণকাল পরে রাজার ক্রোধের অবসান হইল। কিন্তু লজ্জা ও করুণার যুগপৎ আবির্ভাব হওয়ায় রাজারে পর্য্যাকুল করিয়া তুলিল, সুতরাং রাজা অধীর হইয়া বলিলেন, হা বৎস! বনগমন সময়ে উপরিউক্ত চন্দ্রমার ন্যায় তোমার মুখচন্দ্রের ম্লানভাব অবলোকন করিয়া কি রূপে জীবিত থাকিব। কৈকেয়ি! তুমি আমার ভার্য্যারূপ কালরাত্রি হইয়াছ। আমন্ত্রিত সমাগত রাজারা আমারে কি বলিবে? যদি সত্য কথা বলি, তবে কেহ বিশ্বাস করিবে না। যদি বা বিশ্বাস করে, তবে বলিবে যে, রাজা দশরথ কি মূর্খ? কি স্ত্রী বশম্বদ? কি নির্ব্বোধ? কিরূপ অসংয়তচিত্ত ও ইন্দ্রিয়পরবশ যে, সামান্য স্ত্রীর কথায় রামচন্দ্র পুত্রকে বনে দিলে। সুত বৎসলা কৌশল্যারে বা কি বলি? তাহার এক চক্ষু রাম। তাহারেও দুর্দ্দান্ত দস্যুর ন্যায় নগর হইতে বহিষ্কৃত করিলাম। হা প্রিয়বাদিনি কৌশল্যে! তুমি দুরাচার দশরথের মহিষী কেন হইয়াছিলে। কৈকেয়ীর ভয়ে এক দিনও তোমার উচিত সম্মান করিতে পারি নাই। সেই অপরাধের দণ্ড স্বরূপ এ রূপ মনস্তাপ পাইতে হইল। হা সুমিত্রে! তুমি নিরপরাধ রামের অপরাধীর ন্যায় দণ্ড শুনিয়া আমারে কেন বিশ্বাস করিবে। আমি সর্ব্বতোভাবে তোমাদের নিকট বিষম অপরাধী হইলাম। তোমরা এ কৃতঘ্নের নাম করিও না, করিলে অপবিত্র হইবে। হা বৎসে সীতে!

তোমারে দেখিলে আমার সকল দুঃখের অবসান হয়, তোমার দুঃখ দেখিয়া কি রূপে জীবন ধারণ করিব। আমার প্রাণ ত বজ্রসার, বজ্রপাষাণ বিদারণ করিতে সমর্থ তাবাস, সীতার ভাবি দুরবস্থা ভাবিয়া দশরথের পাষাণ হৃদয় বিদারণ করিয়া কেন নির্গত হইল না, রে দগ্ধ জীবন! আর কি সুখে এই হতভাগ্য দশরথের দগ্ধ দেহে থাকিবে? কর্ণ এখনই তুমি বধির হও, মৈথিলীর ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া আর কি করিবে? চক্ষু তুমি এক্ষণে অন্ধ হও, জনকসুতার মলিন বেশ দেখিবার জন্য সতেজ থাকিবার আবশ্যকতা নাই। হে ইন্দ্রিয়বর্গ তোমরা ভোক্তব্য বিষয় ভোগ করিয়াছ, এক্ষণে বিদায় হও, আর যন্ত্রণা ভোগের জন্য প্রাণের মত অপেক্ষা করিয়া থাকিও না। সুখের পর দুঃখ নিতান্ত অসহ্য, তাহা সহ্য করিতে পারিবে না। মূর্চ্ছা এবার আমারে স্পর্শ করিয়া দগ্ধ জীবন রক্ষা করিও না। যদি স্পর্শ কর, তবে আর পরিত্যাগ করিও না। হা পুত্রি! হা বধূ সীতে! ইহা বলিয়া রাজা দশরথ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। পরিজন সকল হাহাকার করিয়া উঠিল।

অনেক ক্ষণের পর অনেক যত্নে মহীপতির মূর্চ্ছার অবসান হইল। কিন্তু শোকাবেগ পূর্ব্ববৎ বলবৎ রহিল। রাজা হা রাম! এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। বৎস রাঘব! যদি আমার প্রিয়কার্য্য করা তোমার কর্ত্তব্য হয়, তবে বনে গমন কর বলিলে তুমি বনে যাইও না। আমার অভিপ্রায় না বুঝিয়া কথানুরূপ কার্য্য করিও না। আজ্ঞাভঙ্গ রাজার প্রতিকূল হইলেও

আমার অনুকূল হইবে। হা বৎস! তুমি সরলস্বভাব আমার ভাব বুঝিতে পারিবে না। বনে গমন কর বলিলেই তুমি যে আজ্ঞা ভিন্ন আর দ্বিরুক্তি করিবে না। কৈকেয়ি! তোমার মনোরথ পূর্ণ হইল।

হা বৎস রাম! তুমি তুরঙ্গে, মাতঙ্গে, রথে বা নরযানে সর্ব্বদা ভ্রমণ কর, কণ্টকাকীর্ণ নিবিড় অরণ্যে কিরূপে পাদচারণ করিবে। তোমার আহারার্থ সূপকারেরা যত্ন সহকারে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্বিধ সুরস সুস্বাদু ভক্ষ্য বস্তু প্রস্তুত করিয়া রাখে, যদি তাহার কোন অংশে বিরস হয়, তাহা হইলে তোমার আহারের কষ্ট হয়। হা বৎস! তুমি কি রূপে কটু তিক্ত কষায় বিরস ফল মূল ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিবে। মহামুল্য কোমল বসন পরিধান করিয়া সুখে বিশ্রাম কর। তুমি কি রূপে কঠিন তরুবল্কল পরিধান করিয়া কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর ভূমি পর্য্যটন করিবে। তুমি সর্ব্ব প্রকারে সুখ সেবিত থাক, দুঃখ কাহারে বলে তাহাও অবগত নও।

হা রাম! তোমার অদৃষ্টে এই ছিল? তুমি ধরাধীশ্বরের জ্যেষ্ঠ কুমার হইয়া দীন দুঃখী ব্যাধের ন্যায় বনে বনে পরিভ্রমণ করিবে। সুরম্য হর্ম্ম্য পরিত্যাগ করিয়া তপস্বিসেবিত তৃণাচ্ছাদিত পর্ণকুটীরে বাস করিবে। বিলাস সামগ্রীশোভিনী মনোহারিণী রাজধানী পরিহার করিয়া নির্জ্জন ও হিংস্র জন্তুভীষণ গহন বনে অসহায় অবস্থান করিবে।

রাজার এপ্রকার করুণাকর কথা শুনিলে পাষাণ দ্রবীভূত হয়, বজ্রের ও হৃদয় বিদীর্ণ হয়, নিতান্ত নিষ্ঠ-

রেরও অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হয়। কৈকেয়ীর কি কঠোর হৃদয়, সে এই সময় সকাতর স্বামিরে অকাতরে বলিল, প্রতারণা করিতে হইলে অনেক বিলাপ ও পরিতাপ প্রকাশ করিতে হয়, স্বকার্য্য সাধন জন্য অনেক মায়াজাল বিস্তার করিতে হয়। তোমার অকারণ রোদনে কৈকেয়ী ভুলিবে না। তুমি স্বয়ং সত্যবাদী, সুদাতা, স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক বলিয়া থাক। ক্রন্দন কি সত্য বাদিতার কার্য্য? পরিতাপ কি দান শক্তির অঙ্গ? অস্থিরতা কি প্রতিজ্ঞার প্রতিপালন? দত্তাপহারিতা কি ধার্ম্মিকের লক্ষণ? মহারাজ! সত্য প্রতিপালন যদি ধর্ম্ম বলিয়া মান্য কর, প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন যদি পুরুষার্থ বলিয়া গণ্য কর, প্রতিশ্রুত যদি ঋণবৎ অবশ্য পরিশোধ্য বিবেচনা কর, ধর্ম্ম যদি রক্ষণীয় হয় এবং তাহাতে তোমার ভয় থাকে, তবে এক্ষণে আমারে বর দিয়া বিশুদ্ধ হও।

কৈকেয়ীর কথা শুনিয়া রাজা একবারে প্রকুপিত হইয়া বলিলেন, কৈকেয়ি! আমি অজ্ঞান বশতঃ বিষধরীর ন্যায় তোমারে আত্মবিনাশের নিমিত্ত আশ্রয় দিয়াছি সসর্প গৃহে বাস করিলে যে মৃত্যু হয়, তাহা এখন জানিলাম। তুমি শঙ্খিনীর ন্যায় স্বামীর শোণিত শুষ্ক করিতেছ, কেকয় বংশের পাংশুলা হইয়া সূর্য্যবংশ দুষিত করিতেছ। দস্যু কন্যার ন্যায় স্বকর্ম্ম সাধনে পতিহত্যা করিতেছ, রাক্ষসীর ন্যায় মায়াজাল বিস্তার করিয়া সর্ব্বস্ব গ্রাস করিতেছ, সাপত্ন্যভাব অবলম্বন করিয়া স্বামির সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছ, দুর্লক্ষ্য ছিদ্রে অলক্ষ্য রূপে

অলক্ষ্মী প্রবেশ করিয়া রাজলক্ষ্মীকে দূরীকৃত করি-তেছ। ব্যাধেরা যেমন বীণারবে বিমোহিত করিয়া হরিণ বধ করে, তদ্রূপ তুমি কপট প্রণয় প্রকাশ করিয়া প্রিয় বচনে আমার প্রাণ হরণ করিতেছ, বালক যেমন ক্রীড়া ভ্রমে কাল সর্প ধারণ করে, এবং আপনার মৃত্যু বলিয়া তাহাকে বুঝিতে পারে না, সেইরূপ আমি তুমিই যে আমার মৃত্যু তাহা না জানিয়া তোমার পরিণয় স্বীকার করিয়াছি। রাম বনে গেলে তুমি সুখী হইবে ইহা মনেও করিও না, তোমার পুত্র রাজা হইবে ইহা স্বপ্নেও ভাবিও না, আমি একবারে তোমার পরিণয় অস্বীকার করিলাম। তোমার দোষে ভরতেরে পরি-ত্যাগ করিলাম, তোমার ভরত আমার ত্যাজ্য ধনে অধিকারী হইবে না। তুমি সপুত্রা হইয়া আমার সলিল ক্রিয়া করিতে পারিবে না। রাজা এইরূপে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সায়ং কাল উপস্থিত হইল। কৈকেয়ীভয়ে ভীত হইয়াই যেন দিনকর অস্তশৈল গহ্বরে প্রবিষ্ট হইলেন। কমলকুল রাজার মুখের ন্যায় মলিন হইল। কুমুদিনী কেকয় নন্দিনীর ন্যায় প্রফুল্ল হইল। রাজার জীবনের ন্যায় গগনমণ্ডলে নক্ষত্রগণ বিরল দর্শন হইল। কৈকেয়ীর দুরাশার ন্যায় নিশা ঘোরতর হইয়া উঠিল। বায়ু রাজার প্রাণের ন্যায় দীপশিখা কম্পিত করিতে লাগিল। রাজার মনের অন্ধকার বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া যেন ভূমণ্ডল ব্যাপিয়া উঠিল।

রাজা রজনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে চন্দ্র নক্ষত্র ভূষিতে রজনি! জননীর ন্যায় দয়া প্রকাশ করিবে

কদাচ প্রভাতা হইবে না, প্রভাতা হইলে রাম বনে গমন করিবেন। তুমি সকল সুখের কারণ, দিবসে পরিশ্রম করিয়া যামিনী যোগে যে বিশ্রাম সুখ অনুভব করি, তুমিই তাহার নিদান। তুমি সুখদায়িনী হইয়া লোকের দুঃখ দূর কর। তোমার অবসান হইলে আমারও সুখের অবসান হইবে। অতএব বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করি, আজ প্রভাতা হইও না।

অনন্তর রাজা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, কেকয় রাজনন্দিনি! তোমার প্রসন্নতা ভিন্ন আমার কোন ক্ষমতা নাই। তোমার আমার প্রতি যথেষ্ট মমতা আছে। অধীনের প্রতি নির্দ্দয় হওয়া উচিত নহে। দেখ নিশার অবসান হইল, তথাপি তোমার ঈর্ষার শেষ হইল না। আমারে আর কত কষ্ট দিবে? সমুদায় দিবা একভাবে গেল। আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে। বহির্গত হইবার আর বিস্তর বিলম্ব নাই। দশরথের প্রতি প্রসন্ন হও। আর কেন যথেষ্ট হইয়াছে। একবারে ধন প্রাণ নষ্ট করা উচিত নয়। সদয়া হইয়া তুমিই রামেরে রাজ্য কর। তোমার দত্ত রাজ্য আমার রাম পালন করুক। হে শান্তশীলে! অপরিহার্য্য ভাব পরিত্যাগ করিয়া বালকের প্রতি বাৎসল্য ভাব প্রকাশ কর। সপত্নীপুত্রের প্রতি স্বাপত্য নির্ব্বিশেষ ব্যবহার করিয়া স্ত্রীজাতির দৃষ্টান্ত স্থানীয় হও।

কৈকেয়ী বলিলেন, মহারাজ! পাপাচরণ করিতেছেন না, এত কুণ্ঠিত হইবার প্রয়োজন কি? অঙ্গীকৃত সত্য প্রতিপালন করিয়া ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন। ধর্ম্ম রক্ষার

জন্য গতসর্ব্বস্ব হইলেও ক্ষোভ হয় না। সত্যকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া মহর্ষিরা কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই অসার সংসার মধ্যে ধর্ম্মই সার পদার্থ। সেই ধর্ম্মেই মহারাজকে নিযোজিত করিতেছি। মহারাজ আপনাকে ধর্ম্মপথে চলিতে বলিতেছি। ইহা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে স্ত্রীপুত্র দ্বারা ধর্ম্ম সাধন হয় তাহারাই যথার্থ স্ত্রী পুত্র। স্ত্রী দ্বারা ধর্ম্ম সাধন হয় বলিয়া স্ত্রীর নাম ধর্ম্মপত্নী, পুন্নাম নরক হইতে পিতাকে পরিত্রাণ করে বলিয়া সন্তানের নাম পুত্র, অতএব যে স্ত্রী পুত্র দ্বারা ধর্ম্মের সংস্থাপন হয় তাহারাই যথার্থ স্ত্রী পুত্র।

রাজা শুনিয়া বলিলেন, কৈকেয়ি! এইবারে হতাশ হইলাম। তোমার নিকট ধর্ম্মোপদেশ লইতে আসি নাই, দুষ্টা স্ত্রীর হৃদয় শাঠ্য কাপট্য প্রভৃতি অসদ্গুণে পরিপূর্ণ, তোমার হৃদয় বিষপূর্ণ পয়োমুখ কুম্ভের সমান। তুমি মুখে অমৃতময় বচন বর্ষণ করিয়া প্রথমতঃ বশীভূত কর, পরে, কার্য্যকালে হৃদয় কবাট উদ্ঘাটন করিয়া হলাহল বিষে জ্বালাতন কর। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি তথাপি এত দিন অনার্য্যা স্ত্রীর ক্রূরাভিসন্ধি বুঝিতে পারি নাই। এক্ষণে বুঝিলাম, কেবল ধর্ম্মভয়ে তাহার অনুরূপ কার্য্য করিতে পারিলাম না। দুঃশীলা স্ত্রীর মনঃ স্বভাবতঃ অস্থির সমত্সর ও অসূয়াপরবশ। তাহারা পরের ভাল দেখিতে পারে না, কিসে আপনার ভাল হয় তাহাও জানে না। সর্ব্বদা কলহ করিতে ভাল বাসে, তাহাদের হৃদয় অহঙ্কারের আশ্রয়, অভিমানের আকর, বিলাস বাসনার উৎস, তাহারা অকারণে অসন্তুষ্ট পরি-

হাসে সন্তুষ্ট, অসৎগল্পে ধীর, সৎপ্রসঙ্গে বধির, তোষামোদের বশম্বদ, অমঙ্গলের নিকেতন, অসৎপ্রবৃত্তির রঙ্গভূমি, সৎপ্রবৃত্তির মরুভূমি, গৃহবিচ্ছেদের দিব্যাস্ত্র। উহারা সকলেরে বশ্যভাবে রাখিতে ইচ্ছা করে। আপনারা বন্য করিণীর ন্যায় নিয়মশৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিতে চায় না।

রাজার আশার সহিত নিশার অবসান হইল। নৃপতির নয়ন তারকার ন্যায় গগনে তারাগণ নিস্তেজ হইল। নিশানাথ নরনাথের দুঃখ অসহ্য বিবেচনা করিয়াই যেন অদর্শন হইলেন। ভূপতির দুঃখে দুঃখিত হইয়াই যেন বিহগ কুল আর্ত্তস্বর করিয়া উঠিল। কৈকেয়ীর লজ্জাবরণের ন্যায় পূর্ব্বদিক্ তিমিরাবগুণ্ঠন পরিত্যাগ করিল, রাজার দুঃখ দেখিয়াই যেন গৃহতরু শিশিরচ্ছলে অশ্রুজল বিসর্জন করিতে লাগিল। রাজার মুখের ন্যায় অরুণ তাম্রবর্ণ হইল। সূর্য্যবংশে দুরপনেয় কলঙ্ক চিন্তা করিয়াই যেন সূর্য্য মন্দভাস হইলেন।

পরদিন সূর্য্যোদয় হইলে রাম পিতার চরণ বন্দনা করিতে কৈকেয়ীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন, এবং পিতার পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া অনন্তর কৈকেয়ীর চরণে প্রণিপাত করিলেন। রামেরে দেখিবা মাত্র রাজার শোকাবেগ এত প্রবল হইল যে, রাম! এই মাত্র বলিয়া অন্তরে বাষ্প ঘনীভূত হওয়ায় আর বলিতে পারিলেন না। একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া অনবরত অশ্রুজল বিগলিত হওয়ায় আর দেখিতে পারিলেন না। কিরূপে প্রিয় পুত্রকে অপ্রিয় কথা বলিবেন ভাবিয়া অধো-

মুখ হইলেন। আত্মজের দুঃখ আপন অপেক্ষা গুরুতর ভাবিয়া অশ্রুজল পাতিত করিতে লাগিলেন। সমুদয় রাত্রি জাগরিত থাকায় এবং অজস্র অশ্রুবারি বিগলিত হওয়ায় রাজার লোচন যুগল কোকনদ-নিভ এবং কোটর গত হইয়াছিল। জীর্ণ শরীরে শোক সন্তাপ দুঃখ ক্রোধ প্রভৃতি নানা যন্ত্রণা যুগপৎ উপস্থিত হওয়ায় শরীর বিবর্ণ হইয়াছিল। ফলতঃ তৎকালে রাজার এরূপ অভূত-পূর্ব্ব ভাবান্তরের আবির্ভাব হইয়াছিল যে, তাঁহাকে দেখিয়া রামেরেও ভীত হইতে হইয়াছিল, পর্ব্বাহে গাম্ভীর্যশালী সলিল রাশি যেমন উৎকূলিত হয়; তদ্রূপ রাজার অচিন্ত্যহেতু শোকহেতু চিন্তা করিয়া রাম উৎকলিকাকুল হইলেন। এবং বিবেচনা করিলেন, অন্য দিন পিতা আমাকে দেখিবা মাত্র প্রসন্ন হন এবং যথেষ্ট স্নেহ প্রকাশ করেন। আজ সেরূপ প্রীতি প্রকাশ করিতেছেন না কেন?

অনন্তর কৈকেয়ীকে বলিলেন, জননি! যদি অজ্ঞান বশতঃ কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তাহা আমারে বলুন। এবং আপনি মহারাজকে প্রসন্ন করুন। পিতার দুঃখ আমি দেখিতে পারি না। পিতা আমাকে দেখিবা মাত্র প্রসন্ন হন। অদ্য বিষণ্ণ বদনে অতি দীন ভাবে অবস্থান করিতেছেন কারণ কি! শারীরিক ও মানসিক সন্তাপ মহারাজকে ক্লেশ দিতেছে। শরীরের ভাব এবং অবস্থা দেখিলে বোধ হয়, মহারাজের সুখ স্বচ্ছন্দতা নিতান্ত দুর্লভ হইয়াছে। পিতার দুঃখ দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে। এবং কারণ জানি-

বার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইতেছে। যিনি আমাদিগের স্রষ্টা, অনন্ত সুখের বিধাতা যাঁহার অনুগ্রহে পরিবর্দ্ধিত ও এতকাল পরিপালিত হইয়া আসিয়াছি, সেই পিতা মহাশয়ের দুঃখ দেখিয়া স্থির থাকিতে পারি না, আপনি বলুন, আর বিলম্ব করিবেন না। আমি পিতার আদেশে সন্ন্যাসী বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে পারি। মহারণ্যে প্রবেশিয়া চিরকাল কাল হরণ করিতে পারি। পিতৃ সন্নিধানে বলা নয়, জীবন দিয়া পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পরাঙ্মুখ নহি, কিছুতেই রামের কষ্ট বোধ হয় না।

নির্লজ্জা কৈকেয়ী অবসর পাইয়া বলিলেন, রাম! মহারাজ কুপিত হন নাই। ইহাঁর কোন বিপদ হয় নাই। তুমি রাজার প্রিয় পুত্র, তোমাকে অপ্রিয় বলিতে মুখে বাক্য স্ফুরিত হইতেছে না। বৎসলতা প্রযুক্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে পারিতেছেন না। লজ্জা বশতঃ অবনত মুখে রহিয়াছেন, সুতরাং মহারাজের অভিপ্রায় আমাকেই প্রকাশ করিতে হইল। তোমার ভক্তি-প্রবৃত্তি ও বাক্যনিষ্ঠা যে রূপ বলবতী তাহাতে তুমি কদাচ রাজার কথার অন্যথাচরণ করিবে না। মহারাজ পূর্ব্বে আমারে বর দিয়া ছিলেন, এক্ষণে তোমার চিত্তখেদ জন্মায় এই ভয়ে ইতর জনের ন্যায় পশ্চাত্তাপ করিতেছেন। আমার কথা ধর্ম্ম মূল, এবং সর্ব্ব জন বিদিত। বৎস! তুমি রাজার উপযুক্ত পুত্র, অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের জন্য পিতাকে ধর্ম্মচ্যুত করিও না। রাজা অপ্রিয় কথা বলিবেন না বলিয়াই ধর্ম্মরক্ষা ভয়ে আমিই বলিতেছি।

রাম শুনিয়া ব্যথিত হইয়া বলিলেন, জননি! পিতার আদেশ ক্রমে প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিতে পারি! হলাহল বিষপান করিতে পারি, মহার্ণবে মগ্ন হইতে পারি। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, পিতা যাহা আদেশ করিবেন, তাহাই করিব। আপনি জানেন, গুরু-জনের নিকট রামের দ্বিরুক্তি নাই। রাম মুখে যাহা বলিবে, কার্য্যেও তাহাই পাইবেন। আপনার অধিক বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই।

কৈকেয়ী শুনিয়া অনাকুলিত চিত্তে নিষ্করুণ হৃদয়ে আহ্লাদিত মনে অম্লান বদনে বলিলেন, বৎস রাম! দেবা-সুর যুদ্ধে তোমার পিতা অত্যন্ত আহত হইয়া ছিলেন, আমি অনেক সেবা শুশ্রূষা করি, মহারাজ তৎকালে সন্তুষ্ট হইয়া আমারে দুইটি বর দিয়াছিলেন, তাহার এক বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক, অপর বরে তোমার চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে বাস প্রার্থনা করিয়াছি; তুমি পিতৃসত্য পালন করিয়া পিতারে পরিত্রাণ কর, এবং স্বয়ং সৎ-পুত্র বলিয়া ভূমণ্ডলে গণনীয় হও। তোমার অভিষে-কার্থে সমাহৃত সামগ্রী দ্বারা ভরতের অভিষেক হউক। তুমি জটা চীর ধারণ করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সত্বর বনে গমন কর, এই আমার বর প্রার্থনা। তুমি উপস্থিত থাকিলে মহারাজ ভরতেরে রাজা করিতে পারিবেন না। এক্ষণে যাহাতে মহারাজের ধর্ম্ম রক্ষা হয় কর।

রাম কৈকেয়ীর বিষতুল্য অপ্রিয় ভাষিত শুনিয়া কিঞ্চিৎ মাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না, বরং সন্তুষ্ট চিত্তে বলি-

লেন, এখনি আমি বনে চলিলাম, পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবার জন্য রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া জটা চীর ধারণ করিব এবং চতুর্দ্দশ বৎসর সন্তুষ্ট চিত্তে অরণ্যে বাস করিব; মহারাজের আদেশ অনুগ্রহ স্বরূপ, রামের এ নিগ্রহ নয়। প্রভু যাহাকে ভাল বাসেন, তাহারেই আদেশ করিয়া থাকেন, পুত্রে ও ভৃত্যে মহারাজের কি গৌরব? আর ইহা বলিবেন বলিয়া বিমন ভাবে অবস্থান করিতেছেন কেন? সামান্য আদেশ স্বয়ং না বলিবারই বা কারণ কি? পিতা পুত্রের দেবতা, পিতা পুত্রের গুরু, পিতা পুত্রের বিক্রেতা এবং পুত্রের উপর পিতার যথেচ্ছ প্রভুতা আছে। অতএব পিতার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম বোধে সানন্দচিত্তে প্রতিপালন করিব, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু পিতা প্রতি দিন যেরূপ আমারে প্রত্যভিনন্দন করিতেন, আজ সামান্য সূত্রে সেরূপ করিলেন না, এই মাত্র আমার ক্ষোভ থাকিল। আমি ভরতেরে যেরূপ স্নেহ করিয়া থাকি, তাহাতে রাজ্য অতি তুচ্ছ পদার্থ এবং প্রাণ ও প্রাণাধিকা জানকীরেও দিতে পারি। ভরতেরে আমার অদেয় কিছুই নাই। পিতা আদেশ করিলে সন্তুষ্ট চিত্তে ভরতেরে রাজ্য ভার সমর্পণ করিতাম, কেবল তাহাই হইল না। যাহা হউক পিতাকে প্রসন্ন করাও, পিতা প্রীতি প্রফুল্ল নয়নে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিলে কৃতার্থ হইব। সামান্য কারণে বাষ্পবারি বিমোচন করিবার আবশ্যকতা নাই। আর দ্রুতগামী তুরঙ্গ আরোহণ করিয়া দূতেরা মাতুলালয়ে গমন করুক। এবং রাজার আদে-

শানুসারে এখনি ভরতেরে এখানে আনয়ন করুক। আমি পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন জন্য সত্বর প্রস্তুত হইলাম।

কৈকেয়ী রামের কথা শুনিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল নয়নে বলিলেন, দূতেরা ভরতেরে আনয়ন করিতে চলিল, তুমি বিলম্ব করিও না, তোমার বিলম্ব হওয়ায় মহারাজের অনেক কষ্ট হইতেছে। আর রাজা লজ্জাবশতঃ স্বয়ং বলিলেন না বলিয়া মনঃ ক্ষোভ করিও না। তুমি অরণ্যে গমন না করিলে মহারাজ স্নান ভোজন করিবেন না। এবং কোন কথাও বলিবেন না, সুতরাং তোমার কাল বিলম্বে রাজারই কষ্ট দেখিতেছি।

রাম কৈকেয়ীর নিতান্ত নিষ্ঠুর কথা শুনিয়া বলিলেন, জননি! আমি যাহা কিছু পিতার প্রিয় কার্য্য করিতে পারি তাহা অবশ্য করিব, ইহাতে সন্দেহ নাই। পিতার শুশ্রূষা, পিতৃ আজ্ঞা পালন ইহা অপেক্ষা পুত্রের গুরুতর ধর্ম্ম ও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম আর কি আছে? ইহা আমি সৌভাগ্য বলিয়া মানিতেছি। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন দুষ্কর কর্ম্ম হইতে উত্তীর্ণ হই। ভরত যেন আমার ন্যায় পিতার শুশ্রূষা করে। আপনিও সর্ব্বদা মহারাজের সেবা করিবেন, এই আমাদিগের প্রধান ধর্ম্ম। এই বলিয়া কৈকেয়ীর চরণে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, জননীর নিকট বিদায় লইতে যে সময় আবশ্যক হয়, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই সময় আমারে অবসর দিউন।

কৈকেয়ী বলিলেন, বৎস! শীঘ্র যাও, দেখ যেন জননীর কথাক্রমে পিতারে সত্য ধর্ম্ম হইতে চ্যুত করিও না।

অনন্তর রাম নেত্র-জল-ধৌত পিতার পাদপদ্মে প্রণি-পাত করিয়া মাতৃদর্শনে প্রস্থান করিলেন। রাজাও এক কালে শোক সলিলে মগ্ন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

রাম লক্ষ্মণের সহিত মাতৃভবনে উপস্থিত হইয়া দেখি-লেন, জননী অভিষেক সামগ্রীর আয়োজন করিতেছেন। এবং দেবতার নিকট পুত্রের কল্যাণ কামনা করিতে-ছেন। রামেরে দেখিবা মাত্র বাৎসল্য ভাবে ক্রোড়ে লইলেন এবং মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, বৎস! ইক্ষাকু রাজর্ষিদিগের আয়ুঃ, কীর্ত্তি এবং রাজলক্ষ্মী তোমার লাভ হউক। সত্যপ্রতিজ্ঞ মহারাজ তোমারে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন, তজ্জন্য এই সকল সামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে। বৎস! তুমি উপোষিত আছ। আমার সমক্ষে বসিয়া কিঞ্চিৎ আহার কর। এই বলিয়া আসনে উপ-বেশন করিতে ও সুস্বাদু ভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন করিতে অনুরোধ করিলেন।

রাম মাতার আজ্ঞা ক্রমে আসনে উপবেশন করিয়া বদ্ধাঞ্জলি পূর্ব্বক বলিলেন, জননি! তোমার লক্ষ্মণের এবং জানকীর ক্লেশকারিণী বিষম ঘটনা উপস্থিত, আর আমি রত্নাসনে বসিবার যোগ্য নই। অধুনা কুশাসনে বসিবার উপযুক্ত পাত্র হইয়াছি। রাজার আদেশ ক্রমে কন্দ মুল ফল দ্বারা জীবন ধারণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে বাস করিব। এবং ভরতেরে মহারাজ যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন। আমি জটা বল্কল ধারণ পূর্ব্বক সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত এখনই বনে গমন

করিব। অতএব আপনি বিদায় দিউন। রামের কথা শুনিয়া জননী পরশুচ্ছিন্ন শালযষ্টির ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। এবং জড় প্রায় হইয়া ক্ষণকাল নিস্পন্দ ভাবে রহিলেন।

রাম সহসা জননীকে উত্থাপিত করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, সন্তান কেবল জনক জননীকে দুঃখ দিতে জন্ম গ্রহণ করে। পুত্র জায়মান হইয়া জননীর জীবন হরণ করে। বর্দ্ধমান হইয়া জনকের ধনক্ষয় করে এবং ম্রিয়মাণ হইয়া জনক জননীর প্রাণ সংহার করিতে বসে। তথাপি স্নেহের কি মধুরময় ভাব। এরূপ শত্রুরূপ পুত্রের প্রতি তাঁহারা যথেষ্ট স্নেহ করিয়া থাকেন। পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিলে সকল দুঃখ বিস্মৃত হন। এবং পুত্রের কষ্ট দেখিলে সমুদায় ক্লেশ আপনার ক্লেশ বলিয়া জ্ঞান করেন। এই আমার সামান্য কষ্ট দেখিয়া জননী প্রাণ ত্যাগ করিতে উদ্যতা হইয়াছেন। যাহারা পুত্রের চিরবিয়োগ ভোগ করে, তাহারা কিরূপে জীবিত থাকে বলা যায়না।

কৌশল্যা চেতনা লাভ করিয়া রামেরে ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন, বৎস! আমি তোমারে কিছুতেই বনে যাইতে দিব না, তুমি আমার এক মাত্র জীবন, তোমারে বনবাস দিয়া কি লইয়া ঘরে থাকিব। তোমারে ক্ষণকাল না দেখিলে আমার প্রাণ অস্থির হয়. চতুর্দ্দশ বৎসর তোমারে না দেখিয়া কি জীবন ধারণ করিতে পারিব? হা বৎস রাম! এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

রাম জননীর আর্ত্তস্বর শ্রবণ করিয়া বিষণ্ন ও শোকাচ্ছন্ন হইলেন, কিন্তু আপন মনের ভাব সম্বরণ করিয়া জননীর অশ্রুজল মার্জ্জনা পূর্ব্বক বলিলেন, জননি! রোদন করিবেন না। সন্তানের জন্য কেন এত কষ্ট পাইতেছেন?

কৌশল্যা বিষণ্নবদনে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, বৎস! সন্তানদ্বারা সকলেই সুখী হয়। বিধাতা আমার প্রতি এরূপ বাম যে, এ অভাগিনীরে তাহাতেও সুখী হইতে দিলেন না। বৎস! তুমি কেবল দুঃখভোগ করিতে আর জননীরে দুঃখনীরে নিমগ্ন করিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। যদি কৈকেয়ীর উদরে জন্ম গ্রহণ করিতে, তাহা হইলে আজ এরূপ দুঃখভোগ করিতে হইত না। আমারেও এত যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে পারিতে না। বৎস! বন্ধ্যা হওয়াও ভাল ছিল। সন্তান হইল না এই মাত্র বন্ধ্যার দুঃখ। কিন্তু যাহার পুত্র হইয়াছে, যে পুত্রের চিরবিয়োগ সহ্য করিতেছে, তাহার দুঃখের অন্ত নাই, ও মনস্তাপের শেষ নাই। বৎস! আমি বন্ধ্যা হইলে এত যন্ত্রণা কখনই ভোগ করিতাম না।

সপত্নীর বাক্য স্ত্রীলোকের স্বভাবতই অসহ্য। আমি সকলের প্রধানা হইয়া কিরূপে সপত্নীর কটু বাক্য সহ্য করিব। তুমি উপযুক্ত পুত্র নিকটে থাকিতেই আমি এই প্রকার অবমানিতা হইলাম। বৎস! তুমি দূরদেশে গমন করিলে আমার কি দশা হইবে? তাহা মনেও ধারণা করিতে পারি না। আমি কেবল তোমার মুখ

চাহিয়া চিরকাল কালরূপা সপত্নীর যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। জীর্ণ বয়সে আর সহ্য করিতে পারি না।

বৎস! আমি ক্লেশেরে ক্লেশ বোধ করি না, অবমানেরেও অবমান জ্ঞান করি না। এবং মর্ম্মভেদি সপত্নী বাক্য শুনিয়াও শুনি না। কেবল তোমার মুখ দেখিয়া সকল দুঃখ মাটি করিয়াছি। এক্ষণে চতুর্দ্দশ বৎসর তোমার সুধাপূর্ণ মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে পাইব না, অথচ সপত্নীর বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিব, ইহা অপেক্ষা আমার কি অধিক যন্ত্রণা আছে? আমার হৃদয় নিতান্ত কঠিন, সে এখনও বিদীর্ণ হইল না। আমার প্রাণ পাষাণ ময়, সে কিছুতেই ক্ষমা পাইবে না। তোমার দুঃখ ভাবিয়া আমি এখনও জীবিত আছি। আমার যথেষ্ট পরমায়ুঃ। সে কষ্ট ভোগের জন্যই এত অধিক হইয়াছে এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণ কৌশল্যার অস্থিরতা ও কাতরতা দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন, এবং সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, দেবি! আর্য্য, কৈকেয়ীর কথাক্রমে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিবেন, ইহা লক্ষ্মণের সহ্য হইবে না। রাজা এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছেন, বৃদ্ধের বুদ্ধি বিপরীত হওয়া অসংগত নহে। তিনি বিষয়াসক্ত, সুতরাং কৈকেয়ীর বশবর্ত্তী হইয়া যাহা বলিবেন, তাহাই করিতে হইবে, ইহা যুক্তি বিরুদ্ধ। নিরপরাধ পুত্রকে বনবাস দিবেন, রাজ ধর্ম্মে এমন কি বিধি আছে যে, ধর্ম্মপরায়ণ পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে হয়, এমন কথা কোথাও শুনি নাই যে, ধর্ম্মপরায়ণ পুত্রকে পিতা পরি-

ত্যাগ করিয়াছেন, আর তাদৃশ পিতার কথা হৃদয়ে ধারণ করে, এরূপ নির্ব্বোধ পুত্র কুত্রাপি দেখি নাই। কাল রাজা বলিয়াছেন, আজ আর্য্যকে রাজা করিবেন, এখন শুনিলাম, ভরতেরে রাজা করিবেন। তাঁহার কোন কথার স্থিরতা নাই। আর্য্যের রাজ্যাভিষেক সকল লোকের শ্রুতি গোচর হইয়াছে। ভরতের কথা এখনও কেহ শুনিতে পায় নাই, রাজার পূর্ব্বের আদেশ অনুসারে আমিই আর্য্যকে রাজাসনে আসীন করাইব। যদি কেহ অন্তরায় হয়। কিম্বা ভরতের পক্ষ হইয়া আপত্তি করে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ সংহার করিব, ইহাতে সংশয় নাই। যদি আযোধ্যা বাসী সমুদায় লোক ভরতের পক্ষ হয়, আর বৃদ্ধ রাজা স্বয়ং শস্ত্রপাণি হইয়া সহায়তা করেন, তথাপি সকলে পরাজয় মানিবেন। আর্য্য বল বিক্রমের পরিচয় অবগত আছেন, এবং আপনিও স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবেন। আপনি স্থির হউন রোদন করিবেন না। কাহার এত যোগ্যতা, কাহার এত শক্তি যে, আর্য্যেরে অযোধ্যা হইতে নির্ব্বাসিত করে। আর বৃদ্ধ রাজাই বা কাহার বলে এত গর্ব্ব করেন যে, কৈকেয়ীর কথাক্রমে উপযুক্ত পুত্রকে বনবাস দিবেন।

আর্য্য স্বভাবতই নম্র গুরুজনের নিকট অতিশয় বিনীত। জানেন না যে, তাঁহারা তেমন গুরু নয়। উঁহারা শান্ত বিনীতের উপর কেবল পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারেন। এবং দুর্দ্দান্ত দেখিলে একান্ত ভীত হয়েন। জননি! নিতান্ত মৃদু হওয়া বড় দোষ, যে না সেই অবজ্ঞা করে। আর্য্য আপনার বল বিক্রম আপনি

জানেন না। এবং গুরুজনের নিকট তাহা প্রকাশ করেন না। এই জন্যই রাজা আর্য্যরে বনবাস দিতে চান। জননি! আমি যদি ধনুষ্পাণি হইয়া আর্য্যের বাম পার্শ্বে দণ্ডায়মান হই, তবে পৃথিবীমধ্যে কাহাকেও লক্ষ্য করি না। সুরাসুরেরও ভয় করি না। ক্ষত্রিয়ের যত বল বিক্রম পরশুরামের নিকট তাহার পরিচয় জানা হইয়াছে। সেই ক্ষত্রিয় নিধনকারী মহাবীর জামদগ্ন্য যাহার নিকট নতশিরা হইয়া পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষ আর আমি একত্র হইয়া আপত্তি উত্থাপন করিলে, রাজার কি শক্তি আছে যে, ভরতেরে রাজা করেন। আর্য্যের আদেশ ব্যতীত আমি কিছুই করি না বলিয়া নিশ্চেষ্ট আছি। ক্রোধানলে আপনাআপনি দগ্ধ হইতেছি। এত অত্যাচার ও অবিচার সহ্য করিতেছি। বদ্ধহস্ত কাপুরুষের ন্যায় এত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। মন্ত্র ও ঔষধদ্বারা রুদ্ধবীর্য্য কালভুজঙ্গের ন্যায় আপন বিষে আপনি জ্বলিতেছি। নতুবা আপনারও অশ্রুজল পাত করিতে হইত না। এবং আর্য্যরেও একপার্শ্বে ম্লানবদনে অবস্থিতি করিয়া থাকিতে হইত না। দেবি! জ্যেষ্ঠে আমার এরূপ অচলা ভক্তি যে, আর্য্য যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহাই করিব। আর যদি আর্য্য বনে গমন করেন নিশ্চয় হয়, তবে লক্ষ্মণ অগ্রে অরণ্যে প্রবেশ করিয়া পথ পরিষ্কার করিতেছে জানিবেন, জননি! তোমার সমীপে অস্ত্র স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে সর্ব্বতোভাবে আমি জ্যেষ্ঠের আজ্ঞানুবর্ত্তী দাস,

জ্যেষ্ঠ মহাশয় আমারে যাহা আদেশ করিবেন, আমি তাহাই করিব।

কৌশল্যা লক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া বলিলেন, বৎস রাম! তোমার হিতৈষী ভ্রাতার কথা শুনিলে। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় কর, সপত্নীর কথা শুনিয়া শোকসন্তপ্তা জননীরে দুঃখনীরে ভাসাইয়া বনে যাইও না। যদি তোমার ধর্ম্মাচরণ প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তবে গৃহে থাকিয়া জননীর সেবা শুশ্রূষা কর। সেই তোমার পরম ধর্ম্ম। রাজা তোমার যেরূপ পূজ্য, আমিও তদ্রূপ পূজনীয়া। আমি নিষেধ করিতেছি, আমার বারণ না শুনিয়া আমারে দুঃখ দিয়া বনে গমন করিলে তোমার অধর্ম্ম হইবে। অতএব তুমি গৃহে থাকিয়া আমার শুশ্রূষা কর তাহা হইলে আমি সুখে থাকিব। তুমি ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে পারিবে। আর যদি রাজার আদেশ বলবান্ মানিয়া একান্ত বনে যাও তবে আমারেও সঙ্গে লইও। তোমার নিকট থাকা আমার সকল সুখ। তোমার সহিত আমি বনেও সুখী থাকিব। কিন্তু তোমা ব্যতীত রাজধানীতে রাজপরিচর্য্যায়ও সুখী হইব না। যদি পিতৃধর্ম্ম প্রধান ভাবিয়া শোকাকুলা কৌশল্যারে একান্তই পরিত্যাগ করিয়া বনে যাও, তবে আমি প্রায়োপবেশন দ্বারা নিঃসন্দেহ দেহপাত করিব। এই বলিয়া কৌশল্যা রোদন করিতে লাগিলেন। এবং চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিতে লাগিল।

রাম প্রশান্ত ভাবে জননীরে সান্ত্বনা করিয়া সস্নেহ হৃদয়ে লক্ষ্মণেরে বলিলেন, বৎস! তোমার আমাতে

স্নেহ ও ভক্তি যথেষ্ট আছে। তোমার বল, বিক্রম ও ক্ষমতাও অল্প নয়। বৎস! সত্য ও শান্তির অভিপ্রায় না জানিয়াই জননীর দুঃখ অধিক বোধ হইতেছে। তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ এ সংসার অতি অসার। কেবল ধর্ম্মই সার পদার্থ। ধর্ম্মার্জ্জনের জন্য মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করা হইয়াছে। দুর্লভ মানব জন্ম গ্রহণ করিয়া যদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করা হয়, তবে তাহা গ্রহণেরই বা প্রয়োজন কি? যদি কেবল সুখ ভোগের জন্য মানব জন্ম গ্রহণ করা হয়, তবে স্বেচ্ছাবিহারী বিষয়ভোগী পশুতে আর ধর্ম্মানুষ্ঠানবিমুখ বিষয় ভুক্ মনুষ্যেতে প্রভেদ কি? বিষয় অতি অসার, উহা ভোগ কালে সরস, পরিণামে বিরস, এজন্যই পরিণাম দর্শীরা উহাতে নিমগ্ন হইতে চান না।

ধর্ম্মোপার্জ্জনের নিমিত্ত অর্থ আবশ্যক করে, এ কথা বৃথা, যে ক্লেশে অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয় ও তদ্দ্বারা যে পরিমাণে ধর্ম্ম অর্জ্জিত হয়, তাহার সহস্রাংশের একাংশ মাত্র ক্লেশ স্বীকার করিলে যথেষ্ট ধর্ম্ম উপার্জ্জিত হয়, তাহা বিপুল বিত্তেও বিক্রীত হইতে পারে না। আর্থিক ধর্ম্ম কেবল গর্ব্ব মূলক, অর্থ যদি ধর্ম্ম হেতু নির্দ্দিষ্ট, তবে নিঃস্ব ব্যক্তিরা কদাচ উহা উপার্জ্জন করিতে পারে না, এবং ধনিগণের ধর্ম্মের অসদ্ভাব থাকিত না। অতএব রাজা হইয়া পরের ধনে ধর্ম্ম সঞ্চয় করা কখনই প্রশংসনীয় নয়। অর্থ কেবল লোকের উপকার ও জগতের শোভা বর্দ্ধনের জন্যই আদরণীয় হয়। কায়মনো বাক্য দ্বারা প্রকৃত ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, বিশুদ্ধ

মনে চিন্তা করিলেই উহা সঞ্চিত হয়, শরীর তপস্যা ক্লেশ সহ্য করিলেই উহা সংগৃহীত হয়, মুখে সত্য কথা বলিলেই উহা প্রতিষ্ঠিত হয়, সত্যই সকলের বিশ্বাস স্থল, সত্য ও ধর্ম্ম আছে বলিয়া সংসার সুশৃঙ্খলাবদ্ধ। অতএব সত্যের প্রতি আস্থা কর, সত্য রক্ষা করিতে যত্নশীল হও। সত্যসংশ্রিত বলিয়া পিতার কথা অলঙ্ঘনীয়, সত্য পথে চলিলে পিতার কথা বৃথা করিতে পারা যায় না। অতএব আমি পিতার বাক্য অতিক্রম করিতে পারিব না, আর কৈকেয়ী জননী আমারে সত্য পথে চলিতে বলিতেছেন. পিতার যাহা বক্তব্য, জননী তাহাই বলিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার কোন দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। তোমার আমাতে যথেষ্ট ভক্তি আছে, আমার ভাবি দুঃখ ভাবিয়া তুমি অধীর হইয়াছ, বৈষয়িক সুখ একান্ত স্পৃহণীয় নয়. তাহার হানিতে নিতান্ত দুঃখ বোধ হয় না, কষ্ট ব্যতীত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হয় না, ধর্ম্মানুষ্ঠান জন্য যত কষ্টই হউক না কেন, তাহা আমার প্রার্থনীয়। অতএব যদি তোমার আমাতে ভক্তি থাকে, এবং আমার প্রিয় কার্য্য যদি তোমার কর্ত্তব্য হয়, তবে উগ্রতর ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর। সনাতন সত্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সৎপথ পরিষ্কৃত কর।

এই রূপে লক্ষ্মণেরে উপদেশ দিয়া অতি বিনীত ভাবে জননীরে বলিলেন, মাতঃ! পিতার কথার অবাধ্য হইতে আমার ক্ষমতা নাই। আপনি প্রসন্ন হইয়া বন গমন করিতে অনুমতি করুন। আমার মঙ্গল কামনা করিয়া স্বস্ত্যয়ন বিধান করুন। শোক সন্তাপ হৃদয় হইতে

অপসারিত করিয়া দিউন। আমি পিতৃ সত্য পালন করিয়া পুনর্ব্বার আপনার চরণারবিন্দ দর্শন করিব। তুমি, আমি, সীতা, লক্ষ্মণ, এবং সুমিত্রা আমরা সকলে পিতার আদেশের বশবর্ত্তী হইয়া চলিব, এই আমাদের সনাতন ধর্ম্ম এবং কর্ত্তব্য কর্ম্ম, অতএব জননি! শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন।

লক্ষ্মণ রামের কথা শুনিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন, এবং একবার রামেরে রাজা করিয়া কৌশল্যার শোক শল্য উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করেন, আর বার জ্যেষ্ঠের ধর্ম্মোপদেশ স্মরণ করিয়া অগ্রজের অনুবর্ত্তী হইতে প্রবৃত্ত হন। একবার কৈকেয়ীর ব্যবহার মনে করিয়া ক্রোধে অন্ধ হইয়া অধীর হন। আর বার পিতার কথার অন্যথাচরণ অধর্ম্ম ভাবিয়া স্থির হন। পুনর্ব্বার লক্ষ্মণ অধীর হইলে কৌশল্যার আর্ত্তস্বর তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। সুতরাং লক্ষ্মণ একে বারে ক্রোধে জ্বলিত হইলেন। কুপিত কেশরীর ন্যায় ভ্রূভঙ্গী বিস্তার করিয়া আরক্ত নয়নে বলিলেন। রাজা লোকাচার বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছেন। ছলক্রমে জ্যেষ্ঠ পুত্রেরে বনবাস দিতেছেন, কনিষ্ঠ পুত্রেরে রাজা করিয়া পাপাচরণ করিতেছেন। স্ত্রী বশীভূত হইয়া গর্হিত ব্যাপারের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছেন, এই কি রাজার রাজ ধর্ম্ম এবং জ্যেষ্ঠেরে বঞ্চনা করা কি পিতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আর্য্য আপনি ক্ষমা করিবেন। এত অন্যায় আচরণ আমার সহ্য হয় না, এখনই ইহার প্রতিকার করিব, বিবাহ করিলেই পিতা পুত্রের শত্রু হন। স্ত্রৈণ পিতা কদাচ পুত্রের

মিত্র নয়, তাদৃশ পিতার কথা কি শ্রবণ যোগ্য ? আপনি কার্য্য দ্বারা তাহার অনুষ্ঠান করিবেন, কখনই পারিবেন না। চতুর্দ্দশ বৎসর পরে নির্ব্বিবাদে রাজ্য ভোগ করিবেন ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। বঞ্চকদিগের উৎপন্ন মতি, বঞ্চনাই তাহাদিগর অভ্যসনীয় বিদ্যা, আত্মকার্য্য সিদ্ধিই তাহাদিগের উদ্দেশ্য, পরের শুভ উপস্থিত হইলেই তাহাদিগের মন সমৎসর হয়, যতক্ষণ পরের শুভের ব্যাঘাত না জন্মাইতে পারে ততক্ষণ তাহাদের বিশুদ্ধ নিদ্রা হয় না, যাহারা উপস্থিত রাজ্যাভিষেকে এত বিঘ্ন ঘটাইল, তাহারা পরে ভদ্রতাচরণ করিবে ইহা মনেও ভাবিবেন না; যাহারা প্রত্যুৎপন্নমতি দ্বারা সহসা স্বকার্য্য সিদ্ধি করে তাহারা কাল পাইলে যে কত জালাচরণ করিয়া রাখে তাহা বলা যায় না। আর দৈব অবলম্বন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। দুর্ব্বল কাপুরুষেরাই দৈব অবলম্বন করে, বীর পুরুষেরা বাহুবলে সকল কর্ম্ম সমাধা করিয়া থাকে, আপনি স্থির হইয়া থাকুন, আমি একাকী সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিব। আজ যদি কোন দিক্‌পাল আসিয়া অভিষেকের অন্তরায় হয়, তাহা হইলে তাহাকেও বিনষ্ট করিব। যে আপনারে বনে যাইতে বলিবে তাহারে জন্মের মত বন বাস দিব, কৈকেয়ী যে দুরাশা করিয়াছে, তাহার সমূল নির্ম্মূল করিব। লক্ষ্মণের এই বাহু শোভার জন্য নয়, লক্ষ্মণ এই ধনুঃ ভূষণের জন্য ধারণ করে নাই, কক্ষবন্ধনের জন্য অসিলতা রক্ষা করে নাই ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম বলিয়া শাণিত শর সজ্জিত করে নাই। যে জন্যে অস্ত্র ধারণ করি-

য়াছি তাহা এখনি সকলে প্রত্যক্ষ করিবে। নর শোণিতে পৃথিবী প্লাবিতা করিব। অধিক কি এক কালে খণ্ড প্রলয় করিয়া তুলিব।

রাম লক্ষ্মণেরে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, বৎস! পিতা ঐহিক ও পারত্রিক সুখের জন্য সন্তানের কামনা করেন। যদি সন্তান দ্বারা পিতার ঐহিক ও পারত্রিক সুখ না হইল তাহার প্রার্থনা তিনি কেন করিবেন? পিতৃ সত্য পালন না করিলে পিতা পতিত হইবেন। যে পুত্রের দোষে পিতাকে পতিত হইতে হয়, সে কুপুত্রের জন্ম না হওয়া যে কত সৌভাগ্যের বিষয় তাহা বলা যায় না, পিতা সন্তানের গুরু ও উপাস্য দেবতা তাঁহার আদেশ কোন ক্রমে অন্যথা করিতে পারিব না, পিতৃ সত্য পালন করিয়া ইহলোকে কীর্ত্তি এবং পরলোকে সদ্গতি লাভ করিতে পারিব, ক্ষণিক সুখের জন্য গুরু লোকেরে গুরুতর ক্লেশ দেওয়া যে কত অন্যায় তাহা বলা যায় না, যদি তোমার আমাতে স্নেহ ও ভক্তি থাকে তবে পাপমতি পরিত্যাগ কর, এবং আমার প্রিয় কার্য্য করা যদি তোমার অভিলষিত হয়, তবে আমি বনে গমন করিলে দেবতার ন্যায় পরমারাধ্য পিতা মহাশয়কে সেবা করিবে এবং কেকয়নন্দিনী প্রভৃতি জননীদিগকে অভিন্নভাবে শুশ্রূষা করিবে আর প্রাণাধিক ভরতেরে আমার ন্যায় মান্য এবং যথোচিত স্নেহ করিবে।

লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের উপদেশ শুনিয়া রাগ দ্বেষ পরিত্যাগ করিলেন। এবং অনুনয় করিয়া বলিলেন হে লোকনাথ তোমার যে গতি লক্ষ্মণেরও সেই গতি হইবে, আপনি

বনে গমন করিবেন আমিও আপনার অনুগমন কি
আপনার পরিত্যক্ত স্থান স্বর্গধাম হইলেও লক্ষ্মণে
মনোনীত হইবে না। আপনার পরিত্যক্ত রাজধা
অপেক্ষা আর্য্য সেবিত নির্জ্জন নিবিড় অরণ্যও আমা
রমণীয় বসতি স্থান। আমি বনে বনবিহারি আর্য্যে
আহারার্থে ফল মূল আহরণ করিব, দুর্গম গহনে আর্য্যে
সহায় হইব, এবং আজ্ঞাকর কিঙ্করের ন্যায় সর্ব্বদ
সতর্কতা পূর্ব্বক সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিব। অতএব আ
আবশ্যক কর্ম্মের জন্য অনুগত অনুজের প্রতি অনুগ্র
করিয়া অনুগমনে অনুমতি করুন।

রাম লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া সন্তোষ পূর্ব্বক কহিলে
তুমি আমার বিপদ্বন্ধু পরম সুহৃদ্ সহোদর, তুমি নিকটে
থাকিলে আমার ক্লেশের লাঘব হইবে বটে কিন্তু আমা
দুঃখের অংশভাগী হও এরূপ কথা বলা আত্মম্ভরি
কার্য্য।

কৌশল্যা রামের কথা সমাপ্ত না হইতে হইতেই দীর্ঘ
উষ্ণ নিঃশ্বাস নির্গত করিয়া বা-পপূর্ণ লোচনে কাতর
বচনে বলিলেন বৎস! তুমি আমার অনেক যত্নের ধন, কত
দেব দেবীর আরাধনা করিয়া কত কঠিন ব্রতের উদ্যা-
পন করিয়া কত দুষ্কর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া
তোমারে পাইয়াছি, মনে মনে ভাবিয়াছি যে, রাম
আমার বড় হইলে সকল দুঃখের অবসান হইবে। বৎস!
তুমি এক্ষণে উপযুক্ত হইয়াছ, আমি ভাবিতেছি রাম
আমার আজ রাজা হইবে আমি রাজমাতা হইয়া মনের
সুখে কালযাপন করিব এবং পুত্রের ছায়া আশ্রয়

করিয়া সকল মনস্তাপ দূর করিব। আমি যাহা কখন ভাবি নাই, এবং স্বপ্নেও দেখি নাই নির্দ্দয় দৈব তাহাই ঘটাইল, কোথায় রাম আমার আজ রাজা হইবে না সেই রাম চোরের মত বন বাসে যাইবে, যাহার জননী আজ দিন যামিনী মনের আনন্দে আমোদ আহ্লাদে থাকিবে, আজ কিনা সেই কৌশল্যা কাঙ্গালিনীর মত উন্মাদিনীর ন্যায় অনবরত রোদন করিবে, হা বিধাতঃ! তোমার মনে এই ছিল, যাহাকে কত আশার সহিত পালিত ও পরিবর্দ্ধিত করিলাম দারুণ বিধি ফলভোগ কালে আমারে বঞ্চিত করিলি, হা রাম! হা কৌশল্যার জীবনধন! তুমি সপত্নীর কথাক্রমে আমারে ক্লেশসাগরে নিক্ষেপ করিও না, দুষ্কৃতকারীর ন্যায় অশুচি কামচারি রাজার কথা শুনিয়া মাতৃবধে প্রবৃত্ত হইও না। বৎস রাম! মাতৃসেবাই পুত্রের প্রধান ধর্ম্ম ও একান্ত অনুষ্ঠেয়-কর্ম্ম। মাতার সমান গুরু ভূমণ্ডলে কেহই নাই, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা মহর্ষি মনু কহিয়াছেন; জন্মদাতা বিদ্যাদাতা প্রতিপালয়িতা প্রভৃতি দশ প্রকার গুরু হইতে মাতার গৌরব অধিক। পিত্রাদি গুরু লোক পতিত হইলে পরিত্যাগ করিতে হয় কিন্তু মাতা পতিতা হইলেও পরিত্যাগের যোগ্য নহে গর্ভে ধারণ ও পোষণ দ্বারা মাতা সর্ব্বপ্রকার গুরু অপেক্ষা গরীয়সী, পিতা অপেক্ষা মাননীয়া এবং সর্ব্বপ্রকারে পালনীয়া তাঁহাকেই পরম গুরু, প্রত্যক্ষ প্রকৃতি মূর্ত্তি জ্ঞান করিয়া সেবা করিলেই পরম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হয় উহা সঞ্চয় করিবার জন্য বনগমনের আবশ্যকতা নাই, সন্তান জননীর নিকট থাকিলেই

জননী সন্তুষ্ট থাকেন, সন্তানের মুখ দেখিলে মাতার যেরূপ আনন্দোদয় হয়, তদ্রূপ আর কিছুতেই হয় না; জননীর সন্তোষ সাধন পুত্রের প্রধান ধর্ম্ম ও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহার জন্যে অরণ্যে যাইতে হয় না এবং তপস্যার কঠোর ক্লেশও সহ্য করিতে হয় না, অতএব যদি যুক্তি ও শাস্ত্রানুসারে চল, তবে জনক অপেক্ষা আমি তোমার পরম গুরু জনকের আদেশ অপেক্ষা আমার আদেশ প্রধান সুতরাং আমার আদেশ রক্ষা করা তোমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, আমি আদেশ করিতেছি তুমি বনে যাইতে পারিবে না। আর জ্যেষ্ঠ রাজা হইয়া থাকে অন্য কুমারেরা তাহার সহায়তা করে এরূপ কুলক্রমাগত ইক্ষাকু কুল ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া স্বয়ং রাজা হও অনুগত ভ্রাতারে সহায় করিয়া নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য শাসন কর।

রাম সবিনয় মধুরময় বচনে বলিলেন, জননি! রাজা আমার এবং তোমার প্রভু যখন আপনার উপর মহারাজের প্রভুতা আছে, তখন আমার নিবারণে আপনার তাদৃশী প্রভুতা নাই। অতএব যে স্থলে জনকের আদেশ জননীর আদেশের প্রতিকূল সে স্থলে জনকের আদেশ রক্ষা করা ন্যায়ানুগত কর্ম্ম।

বিশেষতঃ স্বামী স্ত্রীদিগের দেবতা, স্বামীই স্ত্রীদিগের ঈশ্বর, এজন্য সাধ্বী স্ত্রীরা স্বামির আদেশের বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকেন। আপনি বিশাল কুলে জন্মিয়াছেন আপনার পতিপরায়ণতা সুশীলতা প্রভৃতি সদ্গুণ ও

ধর্ম্ম নিষ্ঠা যথেষ্ট আছে অতএব বৎসলজ্জা বশতঃ স্বামির মত অতিক্রম করিবেন না।

রাজা কৈকেয়ীর নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এ-ক্ষণে বর দিয়া পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত প্রতিপালন করিলেন তাহাতে সত্যবাদী ধর্ম্মভীরু মহারাজের ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কর্ম্ম কি? পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত বর এত দিনের পর লাভ করিলেন বলিয়া কৈকেয়ী জননীকে অপরাধ দেওয়া যায় না, ভরতও পিতৃদত্ত যৌবরাজ্য লাভ করিল তাহাতেই বা তাহার অপরাধ কি? অতএব বিবেচনা করিয়া দে-খিলে কাহার কোন দোষ নাই। আমার ভাগ্যক্রমেই এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে, আপনি মহারাজেরে গুরুর ন্যায় সেবা করিবেন, কৈকেয়ী জননীরে ভগিনীবৎ সম্ভাষণ করিবেন, এবং ভরতেরে আমার ন্যায় স্নেহ করিবেন। আমি নির্ব্বিকার মনে পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া পুনর্ব্বার আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিব, অনুগ্রহ পূর্ব্বক বন গমনের অনুজ্ঞা প্রদান করুন। ইহাতে ইহ লোকে সুখ্যাতি ও পরলোকে সদ্গতি লাভ হইবে।

কৌশল্যা রামের ধর্ম্মানুসারিণী বাণী শুনিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বাষ্পাকুল লোচনে বলিলেন, রাজা আমা-দিগের পরম গুরু তাঁহার মত অতিক্রম করিতে আমার ক্ষমতা নাই কিন্তু সপত্নী মণ্ডলী মধ্যে একান্ত অবমা-নিতা হইয়া বাস করিতে পারিব না। অতএব আমারে সঙ্গে লইয়া বনে চল। আমি ঋষিপত্নীদিগের নিকট ভিক্ষা করিয়া বনে ফল মূল আহরণ করিয়া তোমারে খাওয়াইব, জননী নিকটে থাকিলে তুমি অক্লেশে থা

কিবে এবং আমিও সুখে থাকিব, বৎস! পুত্র বিহীন হইয়া অতুল সুখ সামগ্রী ভোগ করাও কিছু নয়, পুত্রেরে ক্রোড়ে লইয়া উপবাস করিয়া কষ্টসৃষ্টে দিনপাত করাও উত্তম কল্প।

রাম বহুমান পুরঃসর বলিলেন, জননি! স্বামী বিদ্যমান থাকিতে স্ত্রীদিগের সন্তানের অধীন হওয়া অনুচিত, স্বামিশুশ্রূষা সাধ্বী স্ত্রীর প্রধান ধর্ম্ম। অতএব আপনি গৃহে থাকিয়া মহারাজের সেবা শুশ্রূষা করিবেন, স্বামী মহাত্মাই হউন বা অমহাত্মাই হউন তিনিই স্ত্রীদিগের প্রধান গুরু, তিনি যাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন দেবতারাও তাহার প্রতি প্রসন্ন হন; স্বামির পরিত্যাগ বা তাঁহার প্রতি নৃশংস ব্যবহার কিম্বা ঔদাসীন্যভাব অবলম্বন করা অসৎ স্ত্রীর লক্ষণ, আপনি এরূপ অসদাচরণ কখনই মনে করিবেন না। কৈকেয়ী জননী মহারাজেরে ক্লেশ দিয়াছেন, আমার বিয়োগে একান্ত দুঃখিত হইয়াছেন স্বকর্ম্মজ লজ্জা বশতঃ ম্রিয়মাণ হইয়া রহিয়াছেন এসময়ে আপনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে বা তাঁহার প্রতি উদাসীনতা ব্যবহার করিলে তাঁহার ক্লেশের এক শেষ হইবে, অতএব জননি! আপনি গৃহে থাকিয়া যাহাতে মহারাজের ক্লেশ না হয় তাহাই করিবেন, ধর্ম্মের আলোচনায় সময় অতিবাহন করিবেন, দেবতার নিকট আমার মঙ্গল কামনা করিবেন এবং আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন আমি নিরাপদে পিতৃ সত্য পালন করিতে পারি। সর্ব্বদা গৃহ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলে শোক মোহের স্মরণ হয় না, আপনি অনুমতি

করিলে আমার কোন বিপদ ঘটিবে না, আপনার আ-শীর্ব্বাদে নিরাপদে থাকিব এবং সর্ব্বত্র জয়ী হইব, জননীর আশীর্ব্বাদ সন্তানের বর, জননীর চরণ ধূলী পুত্রের অক্ষয় কবচ, জননীর সকল ভাবই সন্তানের মঙ্গলের কারণ, অধিক কি যাত্রাকালে ক্রন্দন শুনিলে যাত্রা ভঙ্গ করিতে হয়. কিন্তু মাতৃ রোদন শুনিলে যাত্রায় সন্তানের কল্যাণ হয়। অতএব আপনি প্রসন্না হইয়া অনুমতি করুন পিতার আদেশ শেষ করিয়া আ-পনার চরণ দর্শন করিব। আপনি এক ক্ষণও আমার জন্যে উৎকণ্ঠিত হইবেন না, সত্য পালনে যে ধর্ম্ম সঞ্চিত হইবে সেই ধর্ম্ম এবং আপনার আশীর্ব্বাদ আ-মার সকল বিঘ্ন নষ্ট করিবে, এই বলিয়া রাম জননীর চরণযুগল ধারণ করিয়া অশেষ অনুনয় করিতে লাগি-লেন।

কৌশল্যা রামের বিনয় প্রধান অনুনয়, আগ্রহাতিশয় এবং ধর্ম্ম-সংশ্রব কথা শুনিয়া সজল নয়নে বলিলেন বৎস। তুমি সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে, কুল দেবতারা তোমার সকল আপদ দূর করিবেন, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি সর্ব্বত্র কুশলে থাকিবে এবং কৃত কার্য্য হইবে যাহাতে মহারাজ সুখ সচ্ছন্দে থাকেন তাহা করিব তজ্জন্য চিন্তিত হইবে না। তুমি পিতৃ সত্য পালন করিয়া বনে গমন কর, তোমার পথ কল্যাণপ্রদ হউক, এস বৎস, একবার চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্যে ক্রোড়ে করি মধুরস্বরে একবার মা মা বলিয়া ডাক তুমি গমন করিলে এ অভাগিনীরে মা বলিয়া ডাকে আর কেহ

নাই এই বলিয়া রামেরে ক্রোড়ে লইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রামও মাতৃ আজ্ঞা লাভ করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সানন্দ মনে পিতৃ দর্শনে গমন করিলেন।

পুরবাসিবর্গ সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রামেরে চরণ চারী দেখিয়া পরিতাপ প্রকাশ করিয়া বলিল, যিনি যদৃচ্ছা ক্রমে বহির্গমন করিলে তুরঙ্গ মাতঙ্গ চতুরঙ্গ বল সজ্জীভূত হইয়া অগ্রে অগ্রে ধাবমান হয়, রাজকুমার বহির্গত হইলেন বলিয়া নগরময় কোলাহল হয়, পুরবাসিবর্গ দিদৃক্ষা বশতঃ চারিদিকে দণ্ডায়মান থাকে সেই রাজকুমার আজ দীন দুঃখীর ন্যায় ভার্য্যার সহিত পদব্রজে গমন করিতেছেন। হা কষ্ট! যে বধূকে আকাশগামী বিহগ গণ দেখিতে পায় নাই, আজ সেই বধূকে রাজপথগামী নিতান্ত নিকৃষ্টজাতিও নির্ভয়ে দেখিতেছে। যিনি মিথিলাধিপতি জনক রাজার কন্যা, রাজাধিরাজ দশরথের পুত্রবধূ, অতি প্রশান্তভাব শ্রীরামের ভার্য্যা তিনি আজ সামান্য বনিতার ন্যায় সর্ব্বজন সমক্ষে গমন করিতেছেন, বোধ হয় রাজা দশরথের শরীরে পিশাচ প্রবেশ করিয়াছে নতুবা এত দুর্বুদ্ধি তাঁহার কেন হইবে। নির্গুণ পুত্রকেও কেহ কখন বনবাস দেয় নাই, রাজা গুণবান্ রামেরে কি দোষে বনবাস দিতেছেন, আমরা গৃহস্থের সার সার সামগ্রী ও মহামূল্য সম্পত্তি সঙ্গে লইয়া রামের অনুগমন করিব, ভগ্নভাজন সম্মার্জনী প্রভৃতি অসার বস্তু কৈকেয়ীর ভোগের জন্য পরিত্যাগ করিয়া যাইব। আমরা বনে গমন করিলে বন নগর হইবে এবং জনশূন্য রাজধানীও অরণ্যানী হইবে।

এই প্রকার নানা প্রকার কথা শুনিয়া রামের মনের কিঞ্চিন্মাত্র বিকার হইল না। কিরূপে পিতৃ সত্য পালন করিবেন, পিতাকে পবিত্র রাখিবেন এই চিন্তাই তাঁহার মনে চতুর্দ্দশ বৎসর জাগরূক থাকিবে ভাবিয়া বারংবার উহা আন্দোলন করিতে করিতে দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন।

রাম দ্বারদেশে দণ্ডায়মান জানিয়া রাজা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া বলিলেন, অনার্য্যে কৈকেয়ি! তোমার অশুভক্ষণের কথা সত্য হইল, তোমার ক্রূর মনোরথ পরিপূর্ণ হইল, রাম বনে গেলে দশরথের প্রাণত্যাগ হইবে, কৈকেয়ী রাক্ষসীর দুরাশা ফলবতী হইল, নির্ঘৃণা কৈকেয়ি! বিধবা হইয়া রাজ্য সুখ ভোগ কর, স্বাধীনা হইয়া সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব কর, আমি তোমার ও ভরতের মুখ আর দেখিব না, একেবারে তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিলাম. আমার পাপের শাস্তি হইল। কৃতাঞ্জলি হইয়া বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি, জন্মান্তরে যেন বহুবিবাহ করিতে হয় না, এবং পাপীয়সী কৈকেয়ীর যেন স্বামী হইতে হয় না, আর যত প্রকার দুঃখ আছে তাহা সকলই সুখে সহ্য করিব। কৈকেয়ি! শেষ কালে আমারে বড় জ্বালাতন করিলি, রাম আমার বনে যাইবে, শিশু ভরত রাজ্য শাসন করিবে, আমি প্রাণত্যাগ করিব, এ দুর্বুদ্ধি তোমারে কে দিয়াছিল, অনার্য্যে কৈকেয়ি! তোর হৃদয় কি কঠিন? কি নিষ্ঠুর? আমি এত অনুনয় বিনয় করিলাম, কত প্রার্থনা করিলাম, কত বা বিলাপ করিয়া ক্রন্দন করিলাম, তথাপি তোমার পাষাণ হৃদয়ে করুণার সঞ্চার

হইল না, রাজ্য ভোগই তোমার সার পদার্থ, আমার জীবন নিতান্ত অসার ও নিষ্প্রয়োজন, বুঝিলাম তুমিই আমার কালরাত্রি হইয়া আসিয়াছ, নতুবা তুমি আমার জীবন পণ কেন করিবে? ভার্য্যা হইলে স্বামির প্রাণবিয়োগ প্রার্থনা কখনই করিতে না। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের এরূপ শাসনই নয় যে, স্বামির প্রাণান্ত হইলে পত্নী সুখী হয়, সুতরাং কৈকেয়ি! তোমার সুখের দশার শেষ হইয়াছে, আমারে পুত্র বিযুক্ত করিয়া যেমন সুখী করিলে তেমনি তুমি পরকালে সুখে থাকিবে। পতি ঘাতিনী কামিনী কুম্ভিপাক নরকে বাস করে, এপর্য্যন্ত কেহ তথায় বাস করে নাই, বোধ হয় তোমার জন্যই প্রস্তুত হইয়া থাকিবে, ইহ কালে বিধবা হইয়া দীর্ঘজীবন ক্ষয় করিবে পরকালে কর্ম্মার্জ্জিত নূতন নরকে চিরকাল বাস করিবে।

বৎস। পিতা পুত্রের কল্যাণ সাধন জন্য সতত সচেষ্টিত থাকেন, আমি তোমার এরূপ পিতা যে, তোমারে বন বাস দিলাম, সুকুমার রাজকুমার হইয়া কি রূপে বন বাস দুঃখ সহ্য করিবে। হা বিশুদ্ধভাব! হা ধর্ম্মাত্মন্! হা পিতৃবৎসল! পিতাই তোমার অমঙ্গলের কারণ, আমি কি নৃশংস, কি অনার্য্য, কি দুরাত্মা, কি পাপিষ্ঠ, নরাধম, যে ধর্ম্মিষ্ঠ শুশ্রূষু প্রিয় পুত্রকে স্ত্রীর কথাক্রমে পরিত্যাগ করিলাম, নির্দ্দোষ শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া মহর্ষি রাজর্ষিদিগের নিকট কি বলিয়া মুখ দেখাইব। কৈকেয়ীর প্রার্থনা পূরণ করিবার জন্য পুত্রেরে বন বাস দিলাম, নিরপরাধের দণ্ড করিয়া পাপপঙ্কে মগ্ন হইলাম, কোন রূপেই দুষ্কৃতি হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম না। দশরথের

কি দগ্ধ অদৃষ্ট যে, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে গিয়া অধর্ম্ম ও অপযশের ভাগী হইতে হইল। এমন দগ্ধ অদৃষ্ট কাহারও নাই, এরূপ উভয় সংকটে কেহ কখন পড়ে নাই; কাহারও নিকট পরামর্শ করিবার যো নাই; কেবল বিলাপ ও পরিতাপই আমার সার হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সুমন্ত্র সামন্তেশ্বরের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মহারাজ! রাজকুমার ধন বিপ্রসাৎ করিয়া স্বজনদিগকে সভাজন করিয়া, বান্ধবদিগকে প্রণয় সম্ভাষণ করিয়া, মহারাজের দর্শনার্থে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন, অনুমতি হইলে উপস্থিত হইতে পারেন।

অনন্তর রাজার অনুমতিক্রমে রাম সীতা লক্ষ্মণের সহিত বন বাস বেশে রাজসকাশে উপস্থিত হইলেন। রাজা রামেরে দেখিবা মাত্র শোকাকুল হইয়া ভূতলে পড়িলেন। রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে তুলিলেন এবং সান্ত্বনা বাক্যে সুস্থ করিলেন।

অনন্তর রাম বদ্ধাঞ্জলি পূর্ব্বক বলিলেন, মহারাজ! সীতা ও লক্ষ্মণেরে অনেক বুঝাইয়া বলিলাম, ইঁহারা কোন ক্রমে আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে চান্ না; আপনি সন্তুষ্টচিত্তে বন গমন করিতে আমাদিগকে অনুমতি করুন।

রাজা সজললোচনে বাষ্প গদ্গদ বচনে বলিলেন, বৎস! অসমীক্ষ্যকারিতা বশতঃ কৈকেয়ীকে বর দিয়া পরাধীন হইয়াছি, আমার অন্যায় আদেশ অগ্রাহ্য

করিয়া স্বয়ং বাহুবলে রাজা হও; ক্ষত্রিয় কুমারের ইহা অযশস্কর নয়”। রাম কৃতাঞ্জলি পুটে অক্ষোভে বলিলেন, “মহারাজ! চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিয়া সত্যব্রত উদ্‌যাপন করিব, রাজ্যে আমার আকাংক্ষা নাই”। রাজা কৈকেয়ীর নিকটে থাকায় এবং ধর্ম্মপাশে বদ্ধ হওয়ায় রোদন করিতে করিতে বলিলেন, বৎস! তুমি পরম ধার্ম্মিক; পিতাকে পবিত্র রাখা পুত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম; আমি ধর্ম্মচ্যুত হইব ভাবিয়া তুমি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছ। আমি এরূপ নির্দ্দয় পিতা যে অপত্যস্নেহ পরিত্যাগ করিয়া দারুণ ক্লেশ-বহুল কর্ম্মে তোমাকে নিয়োগ করিতে পরাঙ্মুখ নই। তুমি যথার্থ আজ্ঞাকর পুত্র, পিতার দুষ্কর আদেশ প্রতিপালন করিয়া পিতৃভক্তির পরা কাষ্ঠা প্রকাশ করিলে। আমি এরূপ নির্ঘৃণ ও দুরাত্মা, যে পুত্র বৎসলতা পরিত্যাগ করিয়া নির্দ্দোষে তোমারে বনে যাইতে অনুমতি করিতে নিবৃত্ত নই। বৎস! তুমি ভাবিয়াছিলে পিতারে ধর্ম্মপথ হইতে স্খলিত হইতে দিবে না, বৎস! আমার অদৃষ্ট মন্দ; নির্দ্দোষে তোমারে বনবাস দিয়া আপন কর্ম্মদোষে পাপপঙ্কে মগ্ন হইলাম। সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, এ পাপের পরিতাপ ভিন্ন প্রায়শ্চিত্ত নাই। মৃত্যু মুখে নিঃক্ষেপ করিয়া সতর্ক হও বলা যেমন নির্দ্দয়ের নিষ্ঠুর বাক্য, সেইরূপ তোমারে বনবাস দিয়া সাবধানে থাকিও বলা আমার লজ্জাকর কথা। কর্ম্মদ্বারা অমঙ্গল করিয়া মৌখিক বাহ্য কল্যাণ কথা কহিব, তাহা হাস্যাস্পদ হইবে; তথাপি

পিতার আশীর্ব্বাদ পুত্রের শুভাবহ কল্যাণ, এই জন্য বলিতেছি, আমার আশীর্ব্বাদে সর্ব্বদা নিরাপদে থাকিবে। যদি প্রবল বিঘ্নও উপস্থিত হয়, তথাপি ক্ষুব্ধ হইও না। সত্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে সর্ব্বত্র বিজয়ী হইবে। বৎস! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, কেবল ভস্মাগ্নিকল্পা কৈকেয়ীর কথাক্রমে তোমার প্রতি দারুণ স্নেহ-শূন্য ব্যবহার করিলাম। বৎস! তোমার বনে গমন সাব্যস্ত হইলেও আজিকার দিবা রাত্রি আমার নিকটে থাক; ভালরূপে আহার করাইয়া এবং অনিমেষ নয়নে অনুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হই। বৎসেরে নির্দ্দোষে বনবাস দিলাম, মনে মনে এই বিষম মনস্তাপ থাকিল"। এই বলিয়া রাজা দশরথ রোদন করিতে লাগিলেন; তাঁহার লোচন যুগল হইতে অবিশ্রান্তধারে জল ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

রাম পিতার কাতরোক্তি শুনিয়া বদ্ধাঞ্জলি পূর্ব্বক বলিলেন, "তাত! মন স্বভাবতই চঞ্চল; এত চঞ্চল যে উহার গতি নিরূপিত করা যায় না, এবং সকল সময় সমভাবে থাকে না; এখন আমার যেরূপ মনোগতি হইয়াছে, যেরূপ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বলবতী হইয়াছে নির্ব্বেদ ও শান্তভাবের উদয় হইয়াছে, কল্য যদি সেরূপ না হয়, তাহা হইলে আমি অপবিত্র হইব, এবং মহারাজকেও অপবিত্র করিব। আর আজ যেরূপ রাজার্হ পান ভোজন করিব, কাল বনে আমার সেরূপ আহার কে দিবে? জীবিত কাল পর্য্যন্ত পিতা সন্তানের খাওয়াইয়া পরাইয়া পরিতৃপ্ত হন না, আপনি

এক দিনে কতই পরিতৃপ্ত হইবেন? আর আপনি নির্দ্দোষে বনবাস দিলেন বলিয়া পরিতাপ করিবেন না; আমি দোষী হইয়া বনবাসিত হইলে মহারাজের ইহা অপেক্ষাও অধিক পরিতাপ হইত। অতএব আমার এখনই বনে যাওয়া ভাল। আপনি জননীরে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত বর প্রদান করিয়া বিশুদ্ধ হউন্। আমি জনাকীর্ণ দ্রবিণপূর্ণ রাজ্য পরিত্যাগ করিলাম; আপনি সন্তুষ্টচিত্তে ইহা ভরতেরে প্রদান করুন। মহারাজের আজ্ঞা প্রতিপালন অপেক্ষা আর আমার প্রিয় কার্য্য নাই; আপনার সত্যধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিলেই আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা হইল; আপনি শোক দুঃখ পরিত্যাগ করুন। এই মাত্র কৈকেয়ী জননীসন্নিধানে বনগমনে বিলম্ব করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না; বনে আমি পরমসুখে থাকিব; সুরস ফল মূল ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইব; নানা জাতি পক্ষিজাতির কলরব শুনিয়া শ্রবণেন্দ্রিয় সার্থক করিব; নির্ম্মল নির্ঝর জল পান করিয়া পিপাসা শান্তি করিব; হরিদ্বর্ণশষ্প-বীথি পরিপূর্ণ পরিচ্ছন্ন প্রদেশ, ফলকুসুমশোভিনী নয়নানন্দদায়িনী পাদপ শ্রেণী, জলদ জাল সদৃশ উচ্চতর শৈল শিখর, হরিণ সমাকীর্ণ অরণ্য, ভ্রমরগুঞ্জিত নিকুঞ্জ, বেগবতী গিরিনদী, হংস সারস শোভিত সরোবর, আর স্বভাবতঃ মনোরম সেই সেই স্থান বিলোকন করিয়া পরম সুখে সময় অতিবাহন করিব; এবং সৃষ্ট পদার্থের প্রকৃতভাব অবগত হইয়া পরম সুখী হইব; তপস্বিসেবিত

পবিত্র তীর্থ পর্য্যটন করিয়া পবিত্র হইব। মহারাজ! আপনি আমার জন্যে কোন চিন্তা করিবেন না; বনের স্বাভাবিক সুষমা দর্শনে আমার এখনই এরূপ ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে যে, কাল বিলম্ব হওয়ায় কষ্ট হইতেছে"। এই বলিয়া পিতার চরণারবিন্দে প্রণিপাত করিলেন।

রাজা রামেরে ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন, বৎস! একবার পিতৃসম্বোধন করিয়া আমারে আহ্বান কর; আমার সকল দুঃখের অবসান হউক, এত অধিক কি পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি যে, পুনর্ব্বার তোমার মধুরময় পিতৃসম্বোধন শ্রবণ করিব: যাহাও কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহাও কার্য্যদোষে বিনষ্ট করিলাম; এই বলিয়া রামের স্কন্ধ-দেশে গলদেশ লগ্ন করিয়া বাহুলতা দ্বারা রামেরে বলগিত করিয়া বাষ্পবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

সুমিত্রা গলদশ্রু লোচনে সস্নেহ বচনে লক্ষ্মণের মস্তক আঘ্রাণ ও মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "বৎস! তুমি রামের ক্লেশ নিবারণের জন্য অনুগমন করিবে, সাবধান, যেন কোন রূপে কর্ত্তব্য কার্য্যের ত্রুটি না হয়; অগ্রজের অনুবর্ত্তী হইয়া এরূপ অনুবৃত্তি করিবে, যেন রামের ভৃত্যাভাব নিবন্ধন ক্লেশ অনুভব করিতে না হয়। জ্যেষ্ঠই কনিষ্ঠের গুরু, তুমি গুরুর ন্যায় রামের সেবা শুশ্রূষা করিবে, কোন ক্রমে বালকতা বশতঃ অসাবধনতা বা অনবধানতা আচরণ করিও না। জ্যেষ্ঠের বিপদ্ আত্মবিপদ্ জ্ঞান করিবে। বনে তোমার কোন বিষয়ের অসদ্ভাব নাই; গৃহে থাকিলে যাহা যাহা আশা করিতে, অরণ্যেও তাহা পাইবে। বৎস! রামেরে দশরথের ন্যায় মান্য

করিবে, সীতারে আমার ন্যায় জ্ঞান করিবে, এবং অরণ্যেরে অযোধ্যা বলিয়া জানিলে, তাহা হইলে জনক জননী সন্নিধানে রাজধানীতে যেরূপ সুখে থাকিতে অরণ্যেও সেইরূপ সুখী হইবে। অতএব বৎস! তুমি মনের সুখে অরণ্যে গমন কর।"

অনন্তর রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত জননীদিগকে অভিবাদন ও গুরুজনদিগকে প্রণিপাত করিয়া চামীকর শোভিত রথে সীতারে আরোহণ করাইলেন; পশ্চাৎ আপনারাও আরোহণ করিলেন। অগ্রে সুমন্ত্র সজল নয়নে অন্যমনে আস্তে আস্তে রথ চালনা করিতে লাগিলেন। যতক্ষণ রথ দেখা গেল, ততক্ষণ সকলে অনিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রাম দৃষ্টির অগোচর হইলে অন্তঃপুরে ও নগরে হাহাকার ক্রন্দন ধ্বনি উঠিল।

অন্তঃপুরে রামের বিমাতৃবর্গেরা বিলাপ করিয়া বলিলেন। "আজ আমাদিগের কি হইল? আমরা কোথায় যাইব? কাহার মুখ দেখিয়া তৃপ্ত হইব? কে আমাদের আর মা বলিয়া ডাকিবে? কাহার কাছে দুঃখের কথা বলিয়া প্রতিকার পাইব? যিনি অনাথের নাথ, দুর্ব্বলের বল, অপুত্রের পুত্র, সেই মহাত্মা আজ কোথায় গেলেন? যিনি কৌশল্যার ন্যায় আমাদিগকে ভক্তি করিতেন, যাঁহার প্রতি স্নেহ করিয়া অপত্যস্নেহ সুখ অনুভব করিতাম, যিনি রাজা হইলে আশালতা ফলবতী হইত, সেই মহাত্মা আজ কোথায় গেলেন? কৈকেয়ি! একেবারে ফলোন্মুখী আশালতার উচ্ছেদ

করিলি! তোর কর্ম্মদোষে আর কেহ জ্যেষ্ঠ সন্তানেরে স্নেহ করিবে না, পিতা পুত্রেরে পরিত্যাগ করিতে বিচার করিবে না। সুযোগ পাইলে কেহ আর সপত্নীর সর্ব্বনাশ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না, স্বামী আর কখন ভার্য্যার বশীভূত থাকিবে না, পাপীয়সি কৈকেয়ি! বহু পরিবার মধ্যে কেন আসিয়াছিলি? অনেকের ক্লেশ-কারিণী চিরজীবিনী হওয়া অপেক্ষা তাহার আশু মৃত্যুও অমঙ্গল নয়। এইরূপে অন্তঃপুরিকারা বিলাপ করিতে লাগিল, অবরোধ মধ্যে এরূপ লোক নাই যে, কেহ কাহারে সান্ত্বনা করে; সকলে রাম শোকে শোকাকুল; কেবল হাহাকার আর্ত্তস্বরে অন্তঃপুর পরিপূর্ণ হইল; বোধ হইল যেন রামশোকানল অন্তঃপুরে লগ্ন হইয়া সকলেরে দগ্ধ করিতেছে।”

রাম যে দিকে গমন করিলেন, কৌশল্যাও সেই দিকে এক দৃষ্টি হইয়া থাকিলেন। অনন্তর সৌধ শিখর আরোহণ করিয়া যতক্ষণ রামেরে নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন, ততক্ষণ অনিমেষ নয়নে এক মনে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে রাম নয়নের অগোচর হইলে কৌশল্যার চক্ষু দ্রষ্টব্যাভাবে দশ দিক্ অন্ধকার দেখিল। তখন কৌশল্যা শোক শল্য বিদ্ধ হইয়া হা হতাস্মি বলিয়া সৌধতলে পতিতা হইলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ভাবিয়াছিলেন, রামের সঙ্গে সঙ্গে জীবন গমন করিবে, কিন্তু যখন শোকাবেগ আর্ত্তস্বরের সহিত বহির্গত হইয়া জীবন রক্ষা করিল, তখন আত্মহত্যা হইবার জন্য বক্ষ-

স্থলে করাঘাত, মস্তকে প্রস্তরাঘাত করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন; এবং রামেরে দেখিবার জন্য বারং বার বহির্গতা হইবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু রক্ষীগণের যত্নে তাঁহার মরণাশা এবং দর্শন লালসা উভয়ই বৃথা হইল; তখন তিনি মরণাশা দুরাশা জানিয়া কাতর স্বরে বলিলেন, "তোমরা আমারে একবার ছাড়িয়া দাও, আমি বৎসেরে একবার দেখিয়া আসি, আমার বৎস এখনও অধিক দুর যায় নাই, না হয় তোমরা তাহারে ধরিয়া আন। রে হতজীবন! দুরাচার রক্ষীগণের আচ-রণ দেখিলি! রাম আমার বনে গিয়াছেন বলিয়া উহারা আর আমার কথা শুনে না, অতএব আর কেন বিলম্ব করিতেছিস্? বহির্গত হ! বৎস আমার অধিক দুর যায় নাই, এখনও পুরমধ্যে আছে, এখনই ধরিতে পারিবি; এ সুযোগ পরিত্যাগ করিস না, দগ্ধদেহে থাকিয়া আর কি সুখ ভোগ করিবি? কেবল সর্ব্বদা জ্বালাতন হইবি, আমার সকল সুখ বৎসের সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছে। আমার মন তোর অপেক্ষা অনেক ভদ্র, সে বৎসের নিকটে আছে এবং সংসার রামময় আলোকতেছে, আমার চক্ষুও প্রিয়দর্শী, সে সকল দিকে রামেরে দেখিতেছে, অন্য অন্য ইন্দ্রিয় সকল বিকল হইয়াছে। রে হত জীবন! তুইত ব্যাকুল হইয়াছিস্, কেন বহির্গত হইতেছিস্ না? আমি বল পুর্ব্বক নির্গত করাইলে অবমানিত হইবি; আর অবমাননায় তোর ভয় নাই, যখন সপত্নীর কঠোর কথা শুনিয়াছিলি, তখন মান থাকিলে এ দেহে থাকিতি না, তুই নিতান্ত পাষাণ ও একান্ত অসার। আমার রামের

এতক্ষণ ক্ষুধা হইয়াছে, কে তাহারে আহার দিবে? বৎস! তোমার তৃষ্ণা হইলে কে তোমারে শীতল জল পান করাইবে, তোমার দুঃখ দেখিয়াই বা কে সস্নেহ কথা বলিবে, তুমি গ্রীষ্মের আতপ কি রূপে নিবারণ করিবে? বর্ষাকালে কাহার ঘরে মস্তক দিয়া নিরাপদে থাকিবে? দুরন্ত হেমন্তকাল কি রূপে অতিবাহিত করিবে? এক দিন নয়, চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বনে ভ্রমণ করিবে। রাজার কুমার হইয়া ইতর জীবের ন্যায় বনচর হইবে, তরুতলে বাস, গিরি গুহায় শয়ন, তরুচ্ছায়ায় বিশ্রাম, ভিক্ষুদারকের ন্যায় হস্তে হস্তে পান ভোজন ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে। হা ধিক! আমার বধূ সীতা পুলিন্দপত্নীর ন্যায় রুক্ষ কেশে হীনবেশে দেশ পর্য্যটন করিবে। হা কষ্ট! রাম! তোমার জননী এখনও গৃহে আছে, আ! এখনও জীবিত আছি এবং অনিবার্য্য ও অসহ্য দুঃখ সহ্য করিতেছি পুত্রের রাজ্য নাশ, বনবাস, এক একটীই জননীর সর্ব্বনাশের কারণ। আমার অদৃষ্টে যুগপৎ দুইটাই ঘটিয়াছে। আ! তথাপি এখনও জীবিত আছি শোকে দেহ দগ্ধ হয়, কৈ আমার শরীরত এখনও ভস্মরাশি হইল না? পুত্র বিয়োগ নিতান্ত অসহ্য, এ কথা মিথ্যা এই যে সুখে সহ্য করিতেছি। যন্ত্রণা ক্লেশ দায়িনী ইহা অলীক কথা, এই দেখ অক্লেশে ক্লেশ সহ্য করিতেছি। সন্তাপে আর তাপকতা শক্তি নাই। পুত্রের বিয়োগ সম্ভূত সমুদ্র শোষী সন্তাপ অপেক্ষা আর অধিক কি আছে? ইহাতেও কৌশল্যার শরীর শুষ্ক হইতেছে না। মনুষ্যের শরীর ত, অনেক সহ্য করিতে পারে! স্থিতিস্থাপক

গুণসম্পন্ন বলিয়া উহা অনেক দুঃখ ধারণ করিতে পারে। ও পাষাণ নয়, তাহা হইলে এতক্ষণ বিদীর্ণ হইয়া যাইত। বৎস! আমি তোমার সমভিব্যাহারে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলাম; আমারে কেন লইয়া গেলে না! তোমার মধুরময় বচন অনেকক্ষণ শ্রবণ করি নাই; তুমি শীঘ্র আইস; একবার মা বলিয়া ডাক; আমার ক্রোড় শূন্য রহিয়াছে; একবার উহাকে পূর্ণ কর! হা! বৎস! হা কৌশল্যানন্দ-বর্দ্ধন! হা আমার জীবনসর্ব্বস্ব! তুমি কোথায়? আমার কথার উত্তর দাও; এই বলিয়া মহিষী মূর্চ্ছিতা হইলেন। পরিজনেরা হাহারব করিয়া উঠিল; এবং তদীয় মূর্চ্ছার প্রতীকারে প্রবৃত্ত হইল।

রামচন্দ্র প্রস্থান করিলে পর, রাজা দশরথ স্বকর্ম্ম দোষে বিলাপ করিতে পারিলেন না; কিন্তু পশ্চাত্তাপ তুষানলের ন্যায় তাঁহার অন্তঃকরণ দগ্ধ করিতে লাগিল। তিনি নির্জন প্রদেশে গমন করিয়া শয়ন করিলেন, এবং ক্ষণকাল ইতি কর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিয়া রহিলেন। কিন্তু অন্তর্দাহ তাঁহার দেহ দাহ করিতে লাগিল। রাজা কখন হস্তপদ বিক্ষেপ, কখন বা, হা রাম! বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ, ও অশ্রুবারি বিসর্জন, কখন বা শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে বিলুণ্ঠন, কখন বা রামের সৌন্দর্য্য স্মরণ করিয়া কাতরস্বরে রোদন, কখন বা কৈকেয়ীর ক্রূরাচরণ মনে করিয়া ক্রোধ প্রকাশ, কখন বা রামের ঔদার্য্য চিন্তা করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন, রে হতদৈব! তুই নিরীহ নির্দ্দোষীর প্রতি যথেষ্ট নৈষ্ঠুর্য্য

ব্যবহার করিয়া চরিতার্থ হইয়া থাকিস্; দুর্দ্দান্ত দুশ্চরিত্রের নিকট ভয়ে যাইতে পারিস্ না, নির্দ্দোষী রামেরে বনবাস দিয়া সন্তুষ্ট হইলি; আমারে চিরকাল যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিবি ভাবিয়াছিস্? পারিবিনা। লোকে অপকারের জন্যে দুষ্টদৈবকে ভয় করিয়া থাকে, তাহা করিতে হয় করিয়াছিস্; আর কি করিবি? পক্ষা প্রিয়তর বস্তু পৃথিবীতে আর কি আছে? বিয়োগ যখন সহ্য করিতেছি, তখন আর তোরে আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে: আমার নির্ম্মমতা, অসমীক্ষ্যকারিতা, প্রভৃতির কার্য্য, সুতরাং আর আমারে বিশ্বাস করিবে না; রিত্যাগ করিয়া যাইবে; তাহা হইলে আর রদুঃখে রাখিতে পারিবি না! রে! অশুভ! দশরথের অনিষ্ট ঘটিলে তুই আর কাহাকে রিবি? দশরথের ন্যায় দুরাচার আর কে তোর আশ্রয় হইবে, রে! নিষ্প্রয়োজন প্রাণ! দশরথের আচরণ দেখিলে, আর ন বলিয়া বিশ্বাস কর? রাম অপেক্ষা তুমি ত; যে মুখ হইতে রামের বনবাসের অনুজ্ঞা ছে, সেই পরিষ্কৃত পথ দিয়া তোমরা নির্গত না হও, বলপূর্ব্বক নির্গত করাইব। যে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার অসাধ্য আর এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

ম ক্রমে ক্রমে রাজভবন অতিক্রম করিয়া পস্থিত হইলেন। পুরবাসীরা কেহ রথের

পার্শ্ব ধারণ করিয়া দ্রুতবেগে ধাবমান, কেহ অগ্রসর হইয়া রথের গতি প্রতিরোধ করিতে লাগিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরা হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সারথিরে রথ রাখিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আপামর সাধারণ সকলেই রামের বন গমনের ব্যাঘাত জন্মাইতে, যথেষ্ট চেষ্টা পাইতে লাগিল। কেহ পথিমধ্যে পতিত হইয়া রথচক্র ধারণ করিতে লাগিল। কেহ বা স্বহস্তে বল্গা ধারণ করিয়া অশ্বদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইতে চেষ্টা পাইতে লাগিল। কোন ব্যক্তি সারথির নিষেধ না শুনিয়া বরং তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। রাম সকলকে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, তো-মরা আমার প্রতি যেরূপ প্রীতি প্রকাশ করিতেছ, ভর-তের প্রতিও সেইরূপ করিও। আমার অপেক্ষা ভরতের নিকট অধিক উপকার পাইবে। নিবৃত্ত হও, ভরতের রাজ্যাভিষেকে উদ্যোগী হইয়া রাজ্যের কুশল সংস্থা-পন কর। কিন্তু কেহই তাঁহার নিষেধ শুনিল না, সক-লেই ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে ধাবমান হইতে লাগিল। রামের পৌর-বর্গদিগকে সম্ভাষণ ও তাহাদিগের অধ্যবসায় নিবারণ চেষ্টা করিতে অনেক বিলম্ব হইল। সুতরাং তমসা নদীর তীর পর্য্যন্ত গিয়া সে দিন সকলকে অবস্থিতি করিতে হইল।

ক্রমে ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হইল, ভগবান্ [illegible] মরীচিমালী বিবস্বান্ অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইলেন। রাম রথ হইতে অবরোহণ করিয়া সায়ন্তন বিধি সমাপন করিলেন। লক্ষ্মণ পর্ণশয্যা প্রস্তুত ক-

রিয়া দিলেন। রাম শয়িত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, জনক জননী আমার নানা প্রকার অপায় আশঙ্কা করিতেছেন, কৈকেয়ী জননীকে সকলেই নিন্দা করিতেছে, পুরবাসীরা সকলেই নিরানন্দে রহিয়াছে, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রা গেলেন। সুমন্ত্র অশ্বদিগকে আর্দ্রপৃষ্ঠ করিয়া সম্মুখের পদদ্বয় বন্ধন পূর্ব্বক স্বাদ্বলপ্রদেশে ছাড়িয়া দিলেন। তুরঙ্গমেরা শষ্প আহার করিয়া পরিশ্রমখেদ নিবারণ করিতে লাগিল। পুরবাসীরা রামের অবস্থানে পুরগমন সম্ভাবনা ভাবিয়া উত্তরীয় বসন পাতিত করিয়া সুখে নিদ্রা গেল।

ক্রমে ক্রমে নিশীথ সময় উপস্থিত হইল। রাম চক্রবাকের করুণক্রন্দন শ্রবণ করিয়া সহসা উত্থিত হইলেন; এবং দেখিলেন, পর পারে চক্রবাকী চক্রবাকের প্রতিমুখে চিত্রলিখিতের ন্যায় স্থিরভাবে রহিয়াছে; চক্রবাকও সামান্য নদীকে অকুল সাগর ভাবিয়া জড়প্রায় হইয়া রহিয়াছে; চন্দ্র গগন মণ্ডলের মধ্যভাগ অলঙ্কৃত করিয়া মস্তকোপরি সুধাময় কিরণ বর্ষণ করিতেছেন গ্রহগণ স্ব স্ব উদয় স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ন্যায় প্রোষিত হইতেছে। পক্ষীগণ নিজ নিজ নীড়ে নিস্পন্দ ভাবে নিলীন রহিয়াছে। দুই একটী মাত্র নিশাচর ভয়চকিত হইয়া বিচরণ করিতেছে, নিশা তারুণ্য ভাব ধারণ করিয়া ঘোরতর হইয়া উঠিয়াছে, ঝিল্লীরবে চতুর্দ্দিক্ মুখরিত হইয়াছে, উচ্চুঙ্গের উচ্চৈঃস্বরে কর্ণকুহর বধির হইতেছে, রাজধানীর বিষম কোলাহল আর

কিছুই শুনা যাইতেছে না, সঙ্গী পৌরবর্গ গৃহের ন্যায় সুষুপ্ত রহিয়াছে। তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া রাম মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহাদিগের দেহ-ত্যাগ সহজ ব্যাপার ; আমার সঙ্গ পরিত্যাগ কত কঠিন বলা যায় না ; ইহারা জাগরিত হইলে বন গমন করা হইবে না, ইহা ভাবিয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎস ! পুরবাসিদিগের আমার অনুগমনে যে রূপ অধ্যবসায় দেখিতেছি, বোধ হয়, উহারা জাগরিত হইলে. বন গমন করা হইবে না। অতএব উহারা নিদ্রিত থাকিতে থাকিতে তপোবনে গমন করা বিধেয়। এক্ষণে সুমন্ত্রকে রথ সজ্জিত করিয়া আনয়ন করিতে, এবং যেরূপ কৌশলে রথচালনা করিতে হইবে, বলিয়া দাও। লক্ষ্মণ যে আজ্ঞা বলিয়া সারথিকে রথ প্রস্তুত করিতে অনুমতি করিলেন। সুমন্ত্র লক্ষ্মণের আদেশমাত্র রথ সজ্জিত করিয়া আনয়ন করিল। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা; তিন জনেই রথে আরোহণ করিলেন। সুমন্ত্র প্রথমতঃ পুরাভিমুখে অনেক দূর রথ লইয়া গেল; পরিশেষে শষ্পসম্পূর্ণ প্রদেশে, রথ চালনা করিয়া তমসানদী উত্তীর্ণ হইলেন। রাম তমসা পরপারে প্রাভাতিকী ক্রিয়া সমাপন করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক গ্রাম, নগর, ঘোষ, পল্লী, বন, উপবন, শস্যক্ষেত্র দেখিতে দেখিতে এবং রাজা ও কৈকেয়ীর কুৎসাপ্রবাদ শ্রবণভয়ে শ্রবণপুটে অঙ্গুলিযুগল নিবেশিত করিয়া, দক্ষিণদিকে অগস্ত্য তপোবনাভিমুখে চলিলেন। ক্রমে ক্রমে অনুবাদশ্রুতী, গোমতী, সর্পিকা, প্রভৃতি কতিপয়

নদী উত্তীর্ণ হইয়া সায়ংকালে শৃঙ্গবের পুরে উপস্থিত হইলেন। নিষাদাধিপতি গুহক রামচন্দ্রদিগকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইলেন। রাম গুহকের অসাধারণ শিষ্টাচার দেখিয়া মিত্র সম্ভাষণ করিয়া সেই রাত্রি তথায় অবস্থিতি করিলেন।

এ দিকে পুরবাসীরা প্রাতঃকালে রথচক্রচিহ্ন পুরের দিকে দেখিয়া, রাম অযোধ্যায় গিয়াছেন ভাবিয়া, সানন্দ মনে ভবনে প্রত্যাগমন করিল। নগরে আসিয়া শুনিল; রাম আইসেন নাই; তখন তাহারা শোকার্ত্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিল, আমাদিগের নগরে বা গৃহে প্রয়োজন কি? আমাদিগের নগরাধিপতি গৃহাধিপতি অরণ্যে গমন করিয়াছেন। তিনি যেখানে থাকিবেন, সেই আমাদিগের নগর, সেই আমাদিগের গৃহ আমরা কি অকৃত পুণ্য? লোকে বলিয়া থাকে রাজার সুখে অরণ্যে বাসও ভাল। যাহাদের রাজা অরণ্যে বাস করিতেছেন, তাহাদিগের কি দগ্ধ অদৃষ্ট যে, তাহারা সেই অরণ্যে যাইতে পারিল না। পুরবাসীরা এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল; গৃহকর্ম্মে কেহই অনুরাগ প্রকাশ করে না; অনিচ্ছাপূর্ব্বক পান ভোজন ক্রিয়া সম্পন্ন করে; বণিকেরা বিক্রয়লব্ধ লাভ বলিয়া জ্ঞান করে না; জননী জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আর পূর্ব্বানুরূপ স্নেহ করেন না; স্বামী আর স্ত্রীর বাধ্য হইতে চাহেন না। [illegible] রাজার অবিচারে অসন্তুষ্ট হইয়া ভাবিতে লাগিল, যিনি নির্দ্দোষি পুত্রকে নির্ব্বাসন করিলেন, তিনি প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ

করিবেন বিচিত্র কি? স্ত্রৈণ পুরুষের দুষ্কর কিছুই নাই।

রাম ত্রিতাপহারিণী ত্রিপথগার নির্ম্মল সলিলে অবগাহন করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা বন্দনা পূর্ব্বক সীতা লক্ষ্মণের সহিত বন গমন বিষয়ক কথা বার্ত্তা বলিতেছিলেন, এমত সময়ে গুহক মন্ত্রিপরিবৃত হইয়া রামচন্দ্রের সম্মুখে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। রাম সহসা উত্থিত হইয়া মিত্রবৎ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কুশল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, গুহক রামচন্দ্রের অতর্কণীয় ও অসম্ভাব্য শিষ্টাচারে বিস্ময়াপন্ন হইয়া আত্ম কুশল নিবেদন করিয়া সবিনয়ে বলিলেন, মহারাজ! আমি আপনকার দাস্য কর্ম্মের উপযুক্ত নই; আমারে বন্ধু সম্ভাষণ করা অনুগ্রহ বাক্য; অথবা নিতান্ত নীচজনেরে বন্ধু সম্ভাষণ করিয়া কেবল স্বীয় জগদ্বন্ধু নামের গৌরব রক্ষা করিলেন। কিম্বা দীনবন্ধু মাদৃশ দীনজনের বন্ধু হইবেন, ইহা অযুক্ত কথা নয়। কিন্তু আমি আপনার আজ্ঞাকর কিঙ্কর; আমি যে কর্ম্মের উপযুক্ত সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হইলাম; অনুজ্ঞা করুন যাহা প্রয়োজন হয়, আনয়ন করি, নিযুজ্যেরা কার্য্যে নিযোজিত না হইলে সন্তুষ্ট হয় না এবং প্রভুর প্রসন্নতার পরিচয়ও জানিতে পারে না। অতএব কি রূপে দিন যাপন করিবেন ইহা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, আজ্ঞা করুন।

রাম বনচরপতির কথা শুনিয়া বলিলেন সখে! তোমার ভদ্রতা ও সরলতায় পরিতৃপ্ত হইলাম, গ্রাম্য আহার পরিত্যাগ করিয়াছি; বন্য ফল মূল ভক্ষণে অশ-

নীয় হইয়াছে, গুহক আদেশমাত্র সুস্বাদু ফল মুল আনিয়া দিলেন। লক্ষ্মণ সুশীতল গঙ্গাজল আনয়ন করিলেন। সকলেই পান ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। অশ্বেরা নগরদুর্ল্লভ বনসুলভ নবীন দুর্ব্বা-দল খাইয়া সবল হইল। অনন্তর সকলে সুশীতল শীলাতলবদ্ধ সপ্তপর্ণ তরুতলে সুখাসীন হইয়া গুহক মুখে কিরূপে বনে বসতি করিতে হইবে, শুনিতে শুনিতে তদ্দিন অতিবাহিত করিলেন।

রাত্রি উপস্থিত হইলে লক্ষ্মণ পর্ণশয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। শয়নের পূর্ব্বে রামচন্দ্র বলিলেন, বৎস! লক্ষ্মণ, তুমি আমার পদতলের নিকট শয্যা পাতিত করিয়া সতর্কভাবে নিদ্রা যাইও, এই বলিয়া শয়ন করিলেন। লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের আদেশানুরূপ শয্যা প্রস্তুত করিয়া তথায় উপবেশন করিলেন। গুহক ও সুমন্ত্র উভয়ে উভয় পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া লক্ষ্মণেরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন রাজকুমার! নিদ্রা যান; আমরা নিয়মক্রমে জাগরিত থাকিব। লক্ষ্মণ বলিলেন, তোমারা নিকটে থাকায় সুখে নিদ্রা যাইতে পারি। কিন্তু আমাকে এই রূপে চতুর্দ্দশ বৎসর ক্ষেপণ কারতে হইবে, প্রতি দিন বিপদ্‌বন্ধু সহবাস দুর্ল্লভ ভাবিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যেরূপেই হউক, চতুর্দ্দশ বৎসর নিদ্রা যাইব না। আর কি সুখেই বা আমার নিদ্রা আসিবে। যে সীতা কোমলশয্যায় শয়ন করিয়া অঙ্গ গ্লানি অনুভব করেন, তাঁহার আজ বন্ধুরভূমিশয্যা ও শুষ্কপত্র তদীয় আস্তরণ হইয়াছে, এই বলিয়া রোদন করিতে

লাগিলেন। গুহক ও সুমন্ত্র তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া তিন জনে সমুদায় রাত্রি কথা বার্ত্তায় জাগরণ করিলেন।

প্রভাত হইলে রামচন্দ্র বলিলেন, বৎস! আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে; এখনও আমরা জনপদের নিকটে রহিয়াছি; অরণ্যে প্রবেশ করা হয় নাই; শীঘ্র প্রস্তুত হইয়া চল। লক্ষ্মণ আদেশ মাত্র বদ্ধপরিকর হইয়া অসিলতা বিকোষিত করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন। সুমন্ত্র প্রাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, রাজকুমার! এক্ষণে আমি কি করি; কি বলিয়াই বা নগরে যাই; শূন্য রথ দেখিলে সকলে হাহাকার করিবে; তাহাদিগকে কি বলিয়া বুঝাইব; মহারাজ আমার অশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছেন; জিজ্ঞাসিলে কি কহিব? কি রূপেই বা তোমার বনবাস দিয়া জ্যেষ্ঠ মহিষীরে মুখ দেখাইব? আমার রামেরে কোথায় রাখিয়া এলি, এক কথায় কি উত্তর দিব? রামেরে বনে পরিত্যাগ করিয়া আইলাম, এই হৃদয় বিদারণ দারুণ কথা কি রূপেই বা বলিব? পুনর্ব্বার পাপকারিণী কৈকেয়ীর বশবর্ত্তী হইয়া কত অন্যায় কার্য্য সম্পাদন করিব; আমার অদৃষ্টে এই ছিল, এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

রাম সুমন্ত্রেরে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, তোমার তুল্য ইক্ষাকুদিগের সুহৃদয় কেহই নাই; যাহাতে রাজা শোক সন্তাপ পরিত্যাগ করেন, তাহাই করিবে; এবং কৈকেয়ী জননীর প্রিয়কার্য্যের জন্য মহারাজ যাহা বলিবেন; তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিবে। বশিষ্ঠ প্রভৃতি

গুরুজন, এবং মাতৃবর্গদিগকে প্রণাম জানাইয়া বলিবে, যেন সকলেই মহারাজের সন্তোষ সাধনে সচেষ্ট থাকেন, চতুর্দ্দশ বৎসর গত হইলে আমাদিগকে পুনরায় দেখিতে পাইবেন; আমাদিগের জন্য কেহ দুঃখিত না হন, আমরা বনে সুখে থাকিব. তুমি ভরতেরে আনয়ন করিয়া যাহাতে তিনি সত্বর রাজ্যাভিষিক্ত হন, এরূপ যত্ন করিও, এবং তাঁহাকে কহিও, যেরূপ মহারাজের সেবা করেন, মাতৃবর্গদিগকেও যেন তদ্রূপ শুশ্রূষার ক্রুটী না হয়। লক্ষ্মণ সক্রোধে বলিলেন, সুমন্ত্র! মহারাজকে আমার প্রণাম আবেদন করিয়া বলিবে, যিনি অপকারী মহারাজের উপকারের জন্য এখন পর্য্যন্তও এত চেষ্টা পাইতেছেন, সেই মহাত্মাকে বনবাস দিতে কে উপদেশ দিয়াছিল? স্ত্রীর বাধ্য হইয়া আমাদিগকে বনবাস দিয়াছেন; এক্ষণে আত্মকৃত কুকর্ম্মের ফলভোগ করিবেন; তাহাতে আর অনুতাপ কি? রাম, লক্ষ্মণকে আর বলিতে না দিয়া সুমন্ত্রকে বলিলেন, লক্ষ্মণের কথা মহারাজের নিকট উত্থাপন করিও না, বলিলে মহারাজ প্রাণত্যাগ করিবেন। সকলকেই প্রিয় কথা বলিবে। সত্য অপ্রিয় কথা শত্রুকেও বলা উচিত নয়। তুমি রথ লইয়া পুরে প্রত্যাগমন কর। চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলে পুনবায় আমাদিগকে লইয়া যাইও।

অনন্তর গুহকেরে বলিলেন, ন্যাগ্রোধ নির্য্যাস আনিয়া দাও, তদ্দারা জটা প্রস্তুত করিয়া লইব। গুহক যে আজ্ঞা বলিয়া ন্যাগ্রোধ রস আনিয়া দিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে জটা রচিত করিয়া মুনিবেশ ধারণ করিলেন,

এবং গুহক আনায়িত নৌকায় আরোহণ করিলেন। নাবিক তরঙ্গাকুল গঙ্গায় সতর্ক হইয়া নৌকা চালনা করিতে লাগিল। গুহক ও সুমন্ত্র তীরে দণ্ডায়মান হইয়া সজল নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, সীতা গঙ্গাদেবীর নিকট পতির প্রিয় প্রার্থনা করিতেছিলেন; এমন সময় তরণী পরপারে সংলগ্ন হইল। সকলেই অবরোহণ করিয়া গঙ্গাদেবীকে বন্দনা ও সীতাদেবীকে মধ্যগত করিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন।

গুহক ও সুমন্ত্র রামচন্দ্রদিগকে দৃষ্টিপথের অতীত জানিয়া অতিকষ্টে প্রত্যাগমন করিলেন। সীতা ঔৎসুক্য বশতঃ কতিপয় পদ বেগে গমন করিয়া বলিলেন; নাথ! আর কত দুর চলিয়া বিশ্রাম করিবেন? সীতার কাতরোক্তি শুনিয়া সীতা কি রূপে দীর্ঘ ক্লেশ সহ্য করিবেন, ভাবিয়া রামের অশ্রুধারা বিগলিত হইল। সীতার জন্যে রামচন্দ্র অনবরত অশ্রু বিসর্জন করিবেন, এই তাহার প্রথম সূত্রপাত হইল। রাম সীতার ক্লেশ দেখিয়া এক বটবৃক্ষ মূলে বসতি স্থান নিরূপিত করিলেন। লক্ষ্মণ মৃগয়া করিয়া হরিণ মাংস আহরণ করিয়া আনিলেন। সীতা পাক প্রস্তুত করিয়া আহারার্থ লক্ষ্মণেরে আহ্বান করিলেন। আহার সময়ে লক্ষ্মণ বলিলেন, অদ্যকার পাক পাচকদিগের পাক অপেক্ষাও উত্তম হইয়াছে; উপকরণ ব্যতীত উপাদেয় বোধ হইতেছে। রাম ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, বৎস! ক্ষুধাই সকল বস্তু সুস্বাদু করে ও তৃপ্তি জন্মাইয়া দেয়; এবং স্বয়ং আহরণ করিয়া আহার করায় অধিক প্রীতি

জন্মে। এই রূপে পরিতৃপ্ত হৃদয়ে ভোজন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া কথা বার্ত্তায় দিবাভাগ ক্ষেপণ করিলেন।

অনন্তর ঘোরতর বিভাবরী উপস্থিত হইল। রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস! সুমন্ত্র নিকটে নাই; অদ্য সাবধানে থাকিতে হইবে। চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দাও। অগ্নিই বনবাসীদিগের প্রধান রক্ষক। লক্ষ্মণ চারিদিকে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া স্বয়ং ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া জাগরণ করিতে লাগিলেন। রাম ও সীতা উভয়ে নিদ্রা গেলেন।

প্রভাতে সকলে প্রাভাতিকী ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া গঙ্গাযমুনা-সঙ্গম-সম্ভূত মহাতীর্থে অবগাহন করিয়া ভরদ্বাজাশ্রমে উপস্থিত হইলেন, এবং স্ব স্ব নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক ঋষিরে অভিবাদন করিলেন। মহর্ষি সত্য ব্রত প্রতিষ্ঠিত হউক, বলিয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আতিথ্য স্বীকারে অনুরোধ করিলেন। সকলে মুনির আতিথ্য সৎকারে পথশ্রান্তি অপনয়ন করিয়া সুখে দিবস অতিবাহন করিলেন।

রাম সায়ং কালে সায়ন্তন বিধির অবসানে তপোনিধির সন্নিধানে বলিলেন, 'মহর্ষে! আমাদিগের এরূপ বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দিউন, যেখানে অবস্থিতি করিলে বন্ধুবান্ধবেরা আসিয়া সহসা অন্বেষণ করিয়া না পান, মহর্ষি বলিলেন, চিত্রকূট তোমাদের বাসের উপযুক্ত স্থান, তথায় হিংস্রজন্তু নাই। অনেক তপস্বী সস্ত্রীক হইয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া নির্ভয়ে কাল যাপন করিতেছেন। নানা জাতীয় মৃগ চিত্রকূটের উপত্যকায় বিচ-

রূপ করে, এবং সর্ব্বপ্রকার ফলমূল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। তোমরা সংপ্রতি নগর হইতে বহির্গত হইয়াছ। সহসা গহনবনে বসতি করা বিধি নয়, আর নদী সংকট বলিয়া গ্রাম্য লোকে প্রায় তথায় যাইতে ইচ্ছা করে না। তোমরা প্রাতঃকালে নক্রচক্রভীষণা যমুনা উড়ুপযোগে উত্তীর্ণ হইবে। অনন্তর শ্যাম বটের নিকট অভীষ্ট কামনা করিবে, শ্যামবট সুসেবিত হইলে কল্পপাদপের ন্যায় ইপ্সিত ফল প্রদান করে। শাস্ত্রে ইহার বিশেষ ফলশ্রুতি আছে। পরে ক্রোশ মাত্র গমন করিলেই চিত্রকূটের কমনীয় কানন দেখিতে পাইবে। সেই সেই প্রদেশের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিলে রাজধানীতে প্রতি গমনের ইচ্ছা হইবে না। রামচন্দ্র ঋষিবরের অনুজ্ঞা লইয়া নির্দ্দিষ্ট পর্ণ কুটীরে কুশ পূত পবিত্র শয্যায় শয়ন করিয়া যামিনী যাপন করিলেন। পরদিন ঋষি দর্শিত পথে গমন, এবং মুনিবরের উপদেশানুরূপে কার্য্য করিয়া চিত্রকূট কাননের সমীপে উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্র মহারণ্যের আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে! দেখ দেখ; কাননের কি চিত্তচমৎকারিণী মনোহারিণী শোভা? দেখিবামাত্র আমার চক্ষু আর অন্য দিকে যাইতেছে না। অপরিচিত নয়ন যুগলকে সৌন্দর্য্যগুণে বলপূর্ব্বক বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অনুক্ষণ অবলোকন করিলে লোচনের ক্লেশ হইবে না বলিয়া উহা হরিদ্বর্ণময় হইয়াছে, প্রান্তভাগে সারবান্ বৃক্ষ সকল শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া বেগবান্ বলবান্ মারুত হইতে বন অব্যাহত রাখিয়াছে; সাল সরলদ্রুম প্রভৃতি

মহাবৃক্ষ উন্নতস্কন্ধ হইয়া বল্লীবিতান সম্ভূত বিচিত্র যান বহন করিতেছে; তালতরু মস্তকে জটাভার ধারণ করিয়া সন্ন্যাসীর ন্যায়, এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া সূর্য্য দেবের উপাসনা করিতেছে; লতাকুঞ্জ পুষ্পপুঞ্জে শোভিত হইয়া বনদেবতার বিচিত্র চন্দ্রাতপ হইয়া রহি-য়াছে; সকল জাতি তরুসমষ্টি এক স্থানে নিবিষ্ট হওয়ায়, সকল সময় পুষ্প সময় বলিয়া বোধ হইতেছে; গিরিতরঙ্গিণী বক্রগামিনী হইয়া আলবাল কার্য্য সম্পা-দন করিতেছে; অনবরত বিশুদ্ধ বায়ু প্রবাহিত হও-য়ায় তরুতল সম্মার্জনী পরিষ্কৃত হইয়া রহিয়াছে। গিরিনদীর জল পাষাণ প্রতিহত হওয়ায় লঘু ও আরো-গ্যপ্রদ; কুৎসিত অস্বাস্থ্যকর দ্রব্যের অসদ্ভাব বশতঃ সমুদয় স্থল স্বাস্থ্যকর; উপত্যকাভাগ নাতিশীতোষ্ণ; অতএব এস্থান প্রকৃত বাসস্থান বিবেচনা হইতেছে। এই স্থলে কিছুকাল অবস্থিতি করিতে হইবে বলিয়া সকলে বনমধ্যে প্রবেশের পথ অন্বেষণ করিতে লাগি-লেন। দেখিলেন, খণ্ডশৈল পতিত হওয়ায়, পথ সঙ্কীর্ণ ও কুটিল হইয়াছে। কোথায় বা গজভগ্ন পাদপস্কন্ধ দুর্গমপথে সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছে। কোন প্রদেশে নির্ম্মল নির্ঝর জল ঝর ঝর শব্দে পতিত হইতেছে; কোন স্থলে উৎস সলিল প্রস্তর ফাটল দিয়া উদ্‌গত হইয়া অকৃত্রিম জলযন্ত্রশ্রী ধারণ করিয়াছে।

অনন্তর সকলে কান্তার পথে কষ্টসৃষ্টে চিত্রকূটে উপস্থিত হইলেন, এবং অভিমত স্থান মনোনীত করিয়া পর্ণ শালাদ্বয় নির্ম্মাণ করিলেন। সীতা স্বহস্তে তদীয়

লেপক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। যাঁহারা সুরম্য হর্ম্ম্য পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে আসিয়াছেন, তাঁহারা এক্ষণে তৃণরচিত সামান্য উটজে প্রীতি পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে গুহক বহুবিধ বিলাপ করিয়া স্বপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। সুমন্ত্রও রথযোজনা করিয়া নিরানন্দ মনে অযোধ্যার প্রতি গমন করিলেন, নানা স্থান অতিক্রম করিয়া ক্রন্দনধ্বনি পূর্ণ রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। প্রজাপুঞ্জ রাম বিরহিত রথ দেখিবা মাত্র উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া বলিল, সুমন্ত্র! তোমার মত নির্লজ্জ লোক আর দ্বিতীয় দেখি নাই, তুমি অনায়াসে রামেরে বনবাসে রাখিয়া কি সুখে অযোধ্যায় আসিলে? অযোধ্যার সুখ, অযোধ্যা নাথের সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছে; অযোধ্যার আর কি সে শ্রী আছে; যাহার শ্রীতে সুশ্রী দেখাইত, সে শ্রী তুমি বনে বিসর্জ্জন করিয়া এলে, সুমন্ত্র এইরূপ করুণাপ্রধান বিলাপ শুনিতে শুনিতে স্বয়ং অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে করিতে বিষন্নবদনে রাজসদনে উপস্থিত হইলেন। রাজা সুমন্ত্রের আগমন বার্ত্তা শুনিবা মাত্র রাম কই বলিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। কৌশল্যা রোদন করিতে করিতে রাজারে উত্থাপিত করিলেন। রাজা সংজ্ঞা লাভ করিয়া সুমন্ত্রেরে বলিলেন, সুমন্ত্র! রাম আমার কণ্টকিত পথ কিরূপে পর্য্যটন করিতেছে, আমাকে কি বলিয়া দিয়াছে, বল? সুমন্ত্র বলিলেন, রাম প্রণাম জানাইয়া নিবেদন করিলেন, মহারাজ যেন কোন বিষয়ে আমাদিগের জন্য

শোক করেন না; আমরা বনে স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করিতেছি; অদৃষ্টপূর্ব্ব বনশ্রী বিলোকন করিয়া নব নব প্রীতি অনুভব করিতেছি; মাতৃবর্গ সকলেই যেন মহারাজের শুশ্রূষা করেন; ভরত যেন নৃপার্চ্চনায় নিয়ত থাকে;। সীতা ও লক্ষ্মণ কেবল প্রণামমাত্র আবেদন করিয়াছেন। রাজা বলিলেন, অনন্তর রাম কি করিলেন? সুমন্ত্র কহিলেন, রাম আমারে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা ও অনুগমনে নিষেধ করিয়া এবং স্বয়ং জটাভার রচনা পূর্ব্বক সীতা লক্ষ্মণের সহিত গঙ্গাপার হইয়া চলিয়া গেলেন। আমিও একাকী শূন্য রথ লইয়া মাহারাজের সমীপে উপস্থিত হইলাম, এই বলিয়া সুমন্ত্র রোদন করিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন, সুমন্ত্র! আর রোদন করিও না, আর শুনিতে চাহিলে, স্বকৃত দুষ্কৃতের বারম্বার উদ্ঘোষণের প্রয়োজন কি? আমি নিশ্চিত প্রাণ পরিত্যাগ করিব। সুখ দুঃখে সমভাব রামের মুখের ভাব স্মরণ করিব; না কোপোন্মুখ লক্ষ্মণের মুখ ভাবিব, কিম্বা সজল-নয়না ম্লানবদনা জানকীরে চিন্তা করিব? কি করি একটী নয়, এককালীন তিন তিনটী শোক আমার হৃদয় বিদারণ করিতেছে, হা পিতৃবৎসল রাম! হা রামানুজলক্ষ্মণ! হা পতিদেবতে সীতে! তোমরা কোথায়? দারুণ সন্তাপের সময় সান্ত্বনা কর; আমার কষ্ট তোমরা দেখিতে পার না, তবে কেন এমন করিলে? এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন।

কৌশল্যা যত্ন সহকারে রাজার মূর্চ্ছা অপনয়ন করিয়া বলিলেন, মহারাজ! শোক করিবেন না। আপনি সত্য

ব্রত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, পরিতাপের বিষয় কি? সত্যধর্ম্ম পালন অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান অপেক্ষা অধিক ফলদায়ক। ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া শোক, বা শ্লাঘা করা কর্ত্তব্য নয়। ধর্ম্ম সঞ্চয় থাকিলে সন্তানের অনিষ্টা-পাতের আশঙ্কা করিতে হয় না, কর্ম্ম জনিত বিশুদ্ধ ধর্ম্মই সন্তানের পরমায়ু, পিতৃ পুণ্যেই সন্তান সুখী হইয়া থাকে, আপনার আশীর্ব্বাদে রাম আমার কৃতকার্য্য হইয়া গৃহে আসিবে, চিন্তা করিবেন না; সত্যের গৌরব আপনিই জানেন, নতুবা প্রিয় পুত্রকে পরিত্যাগ করি-বেন কেন? মহারাজ! সত্য বদ্ধ হইয়া বৎসেরে বনে পাঠাইয়াছেন, অপবাদ ভয়ে, অজ্ঞেরা কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিরত হয়, আপনি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছেন, জন প্রবাদে ভীত হইবার আবশ্যকতা কি? রাম বন গমন সময়ে বলিয়াছিলেন যে, মহারাজ শোকাচ্ছন্ন হইলে বারম্বার বুঝাইয়া প্রকৃতিস্থ করিবেন। শোকাকুল হইলে বুদ্ধি বিচলিত হয়। মহারাজ সামান্য ঘটনায় সামান্য লোকের ন্যায় বিচলিত হইবেন বিশ্বসনীয় নয়। আপনার অধীন সমুদয় রাজ্যে কার্য্য না দেখিলে রাজ্য থাকিবে না। ভবিতব্যতা আছে বলিয়া এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে, কেহ স্বপ্নে ও ভাবে নাই, রাম আমার বনে যাইবে।

অনন্তর রাজ্ঞী রাজার কোন উত্তর না পাইয়া সপত্নী দুশ্চেষ্টিত মনে ভাবিয়া সখেদে বলিলেন, মহারাজ! আমি এখনও জীবিত আছি? কি করি, আমার হৃদয় বজ্র ময়, সে কিছুতেই বিদীর্ণ হইবে না। আপনি কেন

দুঃখিত হইয়া রহিয়াছেন। রাম আমার চতুর্দ্দশ বৎসর পরে যদি প্রত্যাবর্ত্তন করে, তবে সে ভরতের উচ্ছিষ্ট রাজ্য ভোগ করিবে না। নির্ম্মাল্যোজ্ঝিত মালা কেহ আদর করে না, কেশরী কখন পরাবলীঢ় মাংস ভক্ষণ করে না। পুত্রের প্রতি জনকের যাহা করা কর্ত্তব্য, আপনি তাহার কিছুই অপেক্ষা রাখেন নাই। আমার আর দুঃখ সহ্য হয় না; রাম আমার কোথায় গেল এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

রাজা চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিলেন, মহিষি! স্বয়ং অপকার করিয়া আবার কি বলিয়া তোমারে প্রবোধ দি, এই ভাবিয়া আমার মুখ দিয়া বাক্য স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। সত্য পাশে বদ্ধ হইয়া নিষ্প্রভাব হইয়াছি। আমি একে শোকানলে দগ্ধ হইতেছি, আর কেন বচনানলে ভস্মীভূত কর? আজ পাঁচ দিন হইল, কি বলিব ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারি নাই, মহিষি! তুমি আমার অশেষ অপকার ক্ষমা করিবে, ইহা ভিন্ন আর আমার বক্তব্য নাই।

দিবসের শেষ হইল, রাজা ও মহিষীর শোকের শেষ হইল না। সুমিত্রা কৌশল্যারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ভগিনি! শোক পরিত্যাগ কর, মাতার অশ্রুপাত হইলে সন্তানের অকল্যাণ হয়। তুমি চিরকাল ক্রন্দন করিলেও তোমার রাম ফিরে আসিবে না। সে অজ্ঞান সন্তান নয় যে, পিতৃসত্য পালন না করিয়া প্রত্যাগত হইবে। তুমি অকারণে ক্রন্দন কর কেন? কত লোকের পুত্রেরা ধনলিপ্সা বা ব্যবসা বশতঃ দিক্ দিগন্তরে যাই-

তেছে, তাহাদিগের জননীদিগকে তোমার মত শোক তাপের বশীভূত হইতে দেখা যায় না, তাহাদিগের কি অপত্য স্নেহ নাই? না তাহারা রোদন করিতে পারে না? আমার লক্ষ্মণ ত রামের সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছে আমি তাহার জন্য ত একবারও চিন্তা করি না। ব্রত সমাপ্ত হইলে তাহারা আপনারাই প্রত্যাগত হইবে। অলীক অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া অন্তঃকরণকে কেন ব্যাকুল কর? স্থির হও, স্নেহই যত অমঙ্গল শঙ্কা জন্মাইয়া দেয়। নিরর্থক অভাব্য ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া উন্মত্তা হইবে, তাহা হইলেই তোমার শত্রু আর হাসিতে অপেক্ষা করিবে না। কৌশল্যা সুমিত্রার কথা শুনিয়া স্থির হইয়া রহিলেন। সুমিত্রা ও অন্যান্য রাজাঙ্গনা সকলেই নিদ্রা গেলেন। রাজাও চক্ষু নিমীলন করিয়া রামরূপ ভাবনা করিতে লাগিলেন।

রাজা নিশীথসময়ে অর্দ্ধোত্থিত হইয়া কৌশল্যারে বলিলেন, মহিষি! জাগ জাগ, কোন নির্দ্দয় ব্যাপার স্মৃতি পথারূঢ় হইয়া বিষম যাতনা দিতেছে, সেই ঘৃণাকর ব্যাপার উল্লেখ করিয়া মানস জ্বরের অপনয়ন করি। লোক সমাজে দোষের উদ্ঘোষণ করিলে এক প্রকার প্রায়শ্চিত্ত হয়। অতএব শ্রবণ কর, আমি এক দিবস মৃগয়ার্থ সরসীতীরে পর্য্যটন করিতেছিলাম, সহসা সলিল মধ্যে কুম্ভ পূরণশব্দ গজবৃংহিতবৎ প্রতীয়মান হইল। যুদ্ধ ব্যতীত করিবধ রাজার সর্ব্বপ্রকারে বিগর্হিত হইলেও আমি মৃগয়াসক্ত হইয়া শব্দানুসারে শব্দভেদী শর নিক্ষেপ করিলাম। তানন্তর নদীমধ্যে রোদন ধ্বনি

শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম, এবং শশব্যস্তে গমন করিয়া কোন অপরিচিত জটাধর তপস্বী দারক হা তাত! হা মাতঃ! বলিয়া রোদন করিতেছে দেখিলাম, দেখিবা-মাত্র অন্তঃকরণ করুণ। ও বিস্ময় রসে নিমগ্ন হইল। তখন হায়! কি করিলাম? অজ্ঞান বশতঃ ব্রহ্মবধ করিয়া সপ্ত পুরুষ নিরয়গামী করিলাম. আমার মত দুরাচার রঘুকুলে জন্মগ্রহণ করে নাই. স্বহস্তে ব্রহ্মবধ করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হয় নাই, অন্য অন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, নিষ্প্রতিকার্য্য ব্রহ্মবধের প্রায়শ্চিত্ত নাই, কিরূপে ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইব, এইরূপ পরিতাপ করিতে লাগিলাম। আমার পরিতাপ শুনিয়া মুনি কুমার অস্ফুট রূপে বলিলেন, মহারাজ! আমি শূদ্রার গর্ভে বিপ্রের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। আপনি ব্রহ্মবধের আশঙ্কা করিবেন না. আমি অন্ধমুনির পুত্র, আমারে পিতার সমীপে লইয়া বিশল্য করিবেন, এই বলিয়া আমার ভয় ভঞ্জন করিয়া দিলেন এবং পরক্ষণ তিনিও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর চৈতন্যশূন্য মুনিকুমার ও জলপূর্ণ কুম্ভ লইয়া অন্ধমুনির নিকটে উপস্থিত হইলাম। আমার পদ শব্দ শুনিয়া ঋষিবর বলিলেন, বৎস! এত বিলম্ব হইল কেন? পানীয় আনয়ন করিয়াছ? শীঘ্র দাও, পিপাসা বলবতী হইয়াছে। আমি কম্পিতকলেবর হইয়া বলিলাম, মুনিবর! আমার নাম দশরথ; আমি আপনার সন্তান নহি; বরং অপকারী শত্রু, আমি অজ্ঞা-নতা বশতঃ শব্দভেদী শরে আপনার নিরপরাধ কুমা-

রের প্রাণ সংহার করিয়াছি, শীঘ্র অভিশাপ দ্বারা দণ্ড বিধান করুন নতুবা মহাপাপ হইতে পরিত্রাণ পাইব না। স্থবির মুনিবর আমার দুশ্চেষ্টিত শুনিবা মাত্র শোকাকুল হইয়া অশ্রুজল হস্তে লইয়া এই বলিয়া আমারে অভিসম্পাত করিলেন, রে দুরাত্মন্! তুই যেমন আমার নিরপরাধ পুত্রেরে বধ করিয়াছিস্, তেমনি বৃদ্ধ বয়সে পুত্রেরে পরিত্যাগ করিয়া পুত্র শোকে প্রাণত্যাগ করিবি।

আমি তেজস্বী তপস্বীর চরণ ধারণ করিয়া অতি-বিনীতভাবে বলিলাম; ভগবন্! অগ্নিদগ্ধ না হইলে ক্ষেত্রে উর্ব্বরতা সম্পন্ন হয় না, একথা যথার্থ। আপনি অভিশাপ দিয়াও আমার উপকার করিলেন। আমি পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করি নাই, পুত্রের মুখ দেখিয়া পরিতৃপ্ত হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিব, ইহা অল্প সৌভা-গ্যের বিষয় নয়। এক্ষণে উপকৃত এই ক্রীতদাস আপ-নার আর কার্য্য কি করিবে অনুজ্ঞা করুন। অনন্তর মহর্ষি বলিলেন, চিতা প্রস্তুত করিয়া দাও, তাহাতে শয়ন করিয়া তাপিততনু শীতল করি। মহারাজ! শোকানল চিতানল অপেক্ষাও প্রবল; চিতা নির্জীব দেহ দাহ করে, শোকানল তুষানলের ন্যায় সজীব শরীর ক্রমে ক্রমে ক্ষয় করিয়া দেয়। যাহা করিবার তাহা করিয়াছ, আর কাল বিলম্ব করিও না; যষ্টিবিহীন অন্ধরে আর কেন যন্ত্রণা দাও? শীঘ্র চিতা প্রস্তুত কর, আমি এরূপ গতঘৃণ যে, তাঁহার প্রাণনাশক প্রার্থনায়

সম্মত হইয়া চিতা প্রস্তুত করিয়া দিলাম। মহির্ষি সস্ত্রীক হইয়া চিতারোহণ করিয়া শোকানল নির্ব্বাণ করিলেন।

মহর্ষির যদি আমি চিতারোহণ করিতে পারিতাম, তবে আজ এত যন্ত্রণা সহ্য করিতাম না। আমার সেই অভিশাপের সুসময় উপস্থিত। দশদিক্ অন্ধকার দেখিতেছি। সমুদায় সংসার ঘূর্ণায়মান বোধ করিতেছি। ইন্দ্রিয় সকল বিকল হইয়া পড়িতেছে। অন্তঃকরণে মহাভয়ের সঞ্চার হইতেছে; দুঃখ আর সহ্য হয় না। প্রাণান্ত সময়ে রামের দর্শন ভিন্ন দুঃখের অন্ত হইবে না। যাহারা রামেরে পুনরাগত দেখিবে, তাহাদিগের জীবন সার্থক, এই বলিয়া ক্ষণকাল মৌনভাবে রহিলেন। কৌশল্যা অনেক সান্ত্বনা করিয়া রাজা নিদ্রা গেলেন ভাবিয়া নিদ্রা গেলেন।

রাজা সংসারের অসারতা, জন্য বস্তুর বিনশ্বরতা, এবং অভিশাপের অবশ্যম্ভাবিতা চিন্তা করিয়া সনির্ব্বেদচিত্তে বলিলেন, হা পরমেশ্বর! আমি তোমার কত শত সুনিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছি, কত আজ্ঞা অপ্রতিপালন করিয়া পাপাচরণ করিয়াছি, তোমার সুশৃঙ্খল বিশ্বরাজ্য কত বিশৃঙ্খল করিয়া অপরাধী হইয়াছি, কত বৃদ্ধ ব্যক্তিকে উপযুক্ত পুত্র হইতে বিযোজিত করিয়াছি, গর্ব্ব বশতঃ কত কত জনের মনে অকারণে তীব্র যাতনা দিয়াছি, কত শত লোকের মনোরথ পূর্ণ করিতে ব্যাঘাত জন্মাইয়া দিয়াছি, কত শত মনুষ্যকে

নির্দ্দোষে হীনবেশে বহিষ্কৃত করিয়াছি। নতুবা উৎসব সময়ে এত বিষাদ ও এত বিপদ্ ঘটিবে কেন? কেনই বা বৃদ্ধ বয়সে পুত্রশোকে ব্যাকুল হইব?

হা ন্যায়বান্ জগদীশ! শীঘ্র ন্যায়াচরণ করিয়া এ নরাধমেরে মুক্ত কর। এ নৃশংসকে দীর্ঘ জীবি করিও না; করিলে লোকের আরও সর্ব্বনাশ হইবে। আমি অপরাধের এক শেষ করিয়াছি, তাহার অনুরূপ সুত শোকরূপ শাস্তিও পাইয়াছি। এক্ষণে মুক্ত কর আর যন্ত্রণা পাইতে অপেক্ষা নাই। হে হৃদয়গ্রাহিন্ জনার্দ্দন! আমি জগতে অনেক দিন আসিয়াছি। এরূপ যন্ত্রণা কখন অনুভব করি নাই, বোধ হয়, ইহারি নাম মৃত্যু যাতনা। এযন্ত্রণা আর কিছুতেই সহ্য হয় না। নিতান্ত অসহ্য হইয়াছে। হে মহোপকারিন্ মহাত্মন্! তুমি জীবের সমুদায় ক্লেশ শান্তির নিমিত্ত যে উপকারী মৃত্যুর সৃষ্টি করিয়াছ, তাহারে শীঘ্র পাঠাইয়া ক্লেশের অবসান কর। হে সর্ব্ব যন্ত্রণানাশক মৃত্যু! তোমার সময় উপস্থিত। আর বিলম্ব করিতেছ কেন? অসহ্য যাতনার সময় তুমিই পরম বন্ধু, এক্ষণে বন্ধুকৃত্য সম্পাদন কর। এই বলিয়া সমুদায় নিশ্বসিত বায়ু নিঃশেষ করিবার জন্যই যেন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস নির্গত করিতে লাগিলেন; চক্ষুর আর পলক পড়িতে দিলেন না, রাম যে দিকে গিয়াছেন সেই দিকে রাখিলেন; হৃদয় মধ্যে রামরূপ নিরীক্ষণ করিবার জন্য মনকে সংযত করিলেন; অন্য অন্য ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিবার জন্য স্বয়ং নিস্তব্ধ ও জড়প্রায় হইয়া রহিলেন।

রাজারে মরণ ব্যবসায়ে কৃত নিশ্চয় জানিয়া মৃত্যু তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। দুঃসাধ্য প্রাণান্ত প্রায়শ্চিত্ত সঙ্কল্পিত হইয়াছে বলিয়া মৃত্যুর ভয়াবহ মূর্ত্তিও রাজার সৌম্যাকৃতি বোধ হইল। তখন রাজা মৃত্যুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সখে! তুমি শোকের সময় উপস্থিত হইয়া আমার সমুদায় দুঃখ দূর করিলে; আমার আর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা নাই, তথাপি ক্ষণ-কাল কাল বিলম্ব কর, অপুনর্দর্শনীয় রমণীয় রামের নবজলধররূপ একবার হৃদয় মধ্যে অনুধ্যান করি; অমৃতাক্ষর রাম নাম রসনায় আস্বাদন করি; তুমি সম্মুখে রাম নাম কীর্ত্তন কর; আমি শুনিতে শুনিতে সুখে বিনশ্বর কলেবর পরিত্যাগ করি। মৃত্যু বলিলেন; মহারাজ! যে তারকব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করিলেন, আর আমার আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবারও অধিকার নাই। আমার দর্শনে আপনার দেহান্ত হইবে বটে; কিন্তু আপনি আর আমার অধিকারে যাইবার যোগ্য নহেন, এই বলিয়া মৃত্যু অন্তর্হিত হইলেন। রাজাও রাম নাম উচ্চারণ করিতে করিতে মায়াময় মানব লীলা সম্বরণ করিলেন।

প্রভাতে স্তুতি পাঠকেরা রাজার জাগরণ জন্য নিয়মানুসারে মঙ্গলগীত পাঠ করিল। মহারাজের চৈতন্য সম্পাদন না হওয়াতে কৌশল্যা করপল্লবে রাজার চরণোপান্ত মৃদু মৃদু সংবাহন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে রাজার চরণ তাঁহার কঠিন বোধ হইতে লাগিল। তখন তিনি আবরণাস্তরণ উৎক্ষেপ করিয়া

দেখিলেন, রাজার শরীর বিবর্ণ, ইন্দ্রিয় করণ রহিত, দেখিবা মাত্র কি হইল বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। অনন্তর রাজার চরণ ধারণ করিয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন, মহারাজ! এ অভাগিনীরে কাহার কাছে রাখিয়া কোথায় গেলেন? আমি ত কখন কোন অপরাধ করি নাই; তবে কেন অকারণে আমারে বঞ্চনা করিয়া অদর্শন হইলেন? স্বামি সৌভাগ্য ভিন্ন জীবিত থাকা প্রমদার বিড়ম্বনা, এত বিড়ম্বনা আমার অদৃষ্টে ছিল, কখন ভাবি নাই। সপত্নী দুঃখে যত প্রকার দুঃখ তখন সৌভাগ্য ভাবিয়া সহ্য করিয়াছি! অন্যপ্রকার দুঃখ চিরস্থায়ী নয়, এবং সহ্য করাও যায়। বৈধব্যদশা চিরস্থায়িনী ও যাবজ্জীবন ক্লেশকারিণী; এ অসহ্য বেদনা সহ্য করা যায় না। বৈধব্যদশা ঘটিলে সমুদায় সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, এবং জগৎ হইতে এক প্রকার পৃথক্ থাকিতে হয়। মহারাজ! আপনার অভাবে আমরা এত অলক্ষণা ও এত অমঙ্গলের আশ্রয় হইলাম যে, কোন মঙ্গল কর্ম্মের নিকটেও আর যাইতে পারিব না। আমাদের দর্শনেই মঙ্গল সংবিধান দূষিত হইয়া যাইবে। স্বামিসৌভাগ্যে ভাগ্যবতী স্ত্রীরা যাবজ্জীবন ক্ষেপণ করিয়া থাকে, তাহাই যদি অন্যথা হইল, তবে আর বিধবার জীবনে প্রয়োজন কি? স্বামির আশ্রয় লইয়া নারীজন্ম যাপন করিব ভাবিয়া নিশ্চিন্ত আছি, সহসা যদি সে আশ্রয় বিনষ্ট হইয়া গেল, তবে নিরাশ্রয় অবলারা আর কাহাকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকিবে? হা নাথ! অনপায়ী

ভাবিয়া মহাতরুর আশ্রয় লইয়া ছিলাম, দুর্ভাগ্যক্রমে যদি তাহাই বজ্রাহত হইল, তবে তদাশ্রিতা লতা কেন না ভূতলে পতিত হইবে? এই বলিয়া গৃহতলে পতিত হইয়া বিলুণ্ঠন করিতে লাগিলেন, এবং তারস্বরে রোদন করিয়া বলিলেন, কৈকেয়ি! তুমি সপত্নী হইলে যে বৈধব্যদশা ভোগ করিতে হয়, স্বপ্নেও ভাবি নাই। অন্য অন্য রাজবনিতারা ভয়বিহ্বলা কুররীর ন্যায় উচ্চৈঃ-স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। এমন সময় বশিষ্ঠদেব নরদেবের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া তদীয় দেহ তৈলপূর্ণ দ্রোণীতে নিক্ষেপ করিয়া রক্ষিগণ নিয়োগ পূর্ব্বক রাজ গৃহের দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিলেন, এবং তদীয় অনুমতিক্রমে স্ব স্ব পরিচারিকারা রোদনপরায়ণা রাজাঙ্গনাদিগকে গৃহান্তরে লইয়া অশেষ সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

—:o:—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে বামদেব, গৌতম, মার্কণ্ডেয়, অগস্ত্য, জাবালি প্রভৃতি মহর্ষিগণ সভামণ্ডপে যথাযোগ্য আসনে আসীন হইলেন। অনন্তর সকলের সম্মতি ক্রমে মহর্ষি জাবালি রাজপুরোহিত বশিষ্ঠদেবকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া মৌল মন্ত্রিদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, মহারাজ স্বকর্ম্মার্জিত সদ্‌গতি লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি রাজ্য অরাজক হইল। রাজ্যে শাস্তা না থাকিলে যে কত অমঙ্গল ঘটে, তাহা বলা যায় না। অরাজকতা অশেষ অনর্থের কারণ। অরাজক রাজ্যে স্ব স্ব দ্রব্যে স্বামির স্বত্ব থাকে না। ঐ সকল দ্রব্য দস্যুদল ও তস্করকুল

অনায়াসে আত্মসাৎ করে। তাহারা এত প্রবল হয় যে, যথেচ্ছাচারি রাজার ক্ষমতা ধারণ করিয়া রাষ্ট্র উৎসন্ন করিয়া ফেলে। তাহাদিগের ভয়ে বণিকেরা বাণিজ্য ব্যবসায় পরিত্যাগ করে; কৃষকেরা কৃষি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। অরাজক রাজ্যে সন্তানেরা বৃদ্ধপিতা মাতার শুশ্রূষা করিতে তাদৃশ যত্ন করে না, পত্নী নির্ধন, রুগ্ন বা বিকল পতির প্রতি প্রীতি প্রকাশ করে না, ব্রাহ্মণেরা বেদাধ্যয়নে বিরত হয়; অন্যান্য জাতি পৈতৃক ব্যবসারে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া ব্যবসায়ান্তর অবলম্বন করে, বৈবাহিক বিধি যথাবিধি প্রতিপালিত হয় না; দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ অন্তর্হিত হইয়া যায়; সজ্জনেরা সশঙ্কিত মনে বাস করেন; দুর্ব্বলেরা সংশয়িত জীবনে দিনপাত করে, সকলেই প্রধান্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা পায়; কেহ কাহারও অধীনতায় থাকিতে ইচ্ছা করে না, সকলেই শাসন করিতে উদ্যত, সকলেই আজ্ঞা দিতে প্রবৃত্ত, কেহই না শাসনে থাকিতে, না আজ্ঞা পালন করিতে ইচ্ছা-করে; দুষ্টেরা স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠে, দুষ্টের দমন-জন্যই রাজার আবশ্যকতা; দুরাত্মার দুরভিসন্ধি পূর্ণ হইলে অমঙ্গলের সীমা থাকে না; খলের মনোরথ সম্পন্ন হইলে পৃথিবীতে প্রায় মনুষ্য থাকে না, অরাজক দেশে কর্ম্মদোষে দুর্নিবার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়; রাজা না থাকিলে উহার করাল কবল হইতে প্রজাদিগের কে রক্ষা-করে! ফলতঃ যত প্রকার দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে, অরাজকতা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী। অরাজকদেশে মনুষ্যের ধন, মান, জাতি, প্রাণ, কিছুই নিরাপদ থাকে না।

কখন কি আপদ্ ঘটে, এই আশঙ্কা সর্ব্বদা সকলের মনে জাগরূক থাকে। আর শীঘ্রই অরাজক রাজ্য রন্ধ্রান্বেষী রাজার হস্তগত হয়। অতএব যাবৎ অযোধ্যা অন্য অন্য রাজার অন্বেষণের বিষয় না হয়, তাবৎ ভরত শত্রুঘ্নকে মাতুলালয় হইতে আনয়ন কর, এবং রাজার আদেশক্রমে ভরতের অভিষেক কর। ভরত, রাজ্য শাসনের উপযুক্ত পাত্র। সূর্য্যবংশের স্তনন্ধয়ী বালকেও শাস্তার ক্ষমতা আছে বলিয়া শ্রদ্ধা জন্মে। সিংহশিশু বিনা সাহায্যে পশুরাজ হইয়া উঠে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দাহ্য পাইলেই প্রবল হয়। অতএব শীঘ্র শীঘ্র কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া প্রজার মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দাও।

অনন্তর বশিষ্ঠদেব জাবালির মত অনুমোদন করিয়া মন্ত্রিদিগকে বলিলেন, সকলেই মহর্ষির মত অবগত হইলে এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য সত্বর অনুষ্ঠান কর; বিলম্বে কার্য্য হানির সম্ভাবনা। রাজপুরোহিতের কথা শুনিয়া এক জন মন্ত্রিপ্রবর বলিলেন, আমিই আবশ্যক মাত্র পরিজন সমভিব্যাহারে লইয়া রাজকুমারদিগকে আনয়ন জন্য কেকয় রাজধানী গমন করিলাম। আপনি সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবেন, যদি পত্রের প্রয়োজন হয়, লিখিয়া দিউন্। বশিষ্ঠদেব বলিলেন, পরিচিত বিজ্ঞ ব্যক্তি গমন করিলে পত্রের প্রয়োজন থাকে না। তুমি স্বয়ং গমন করিলেই সকল কর্ম্ম সিদ্ধ হইবে। এক্ষণে অমঙ্গল সংবাদ তথায় প্রচার করিয়া কুমারদিগকে ক্লেশিত করিবার আবশ্যকতা নাই; তুমি সাবধানে তাহাদিগকে লইয়া আইস, এই বলিয়া মন্ত্রিপুঙ্গবকে

বিদায় করিয়া দিলেন। অনন্তর সভা ভঙ্গ হইল। সকলে স্ব স্ব কার্য্যে চলিয়া গেলেন।

মন্ত্রিপ্রবর কতিপয় দিনে যুধাজিতের রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন, এবং রাজাকর্ত্তৃক সমাদরে পরিগৃহীত হইয়া কৌশলক্রমে সকল বিষয়ের উত্তর প্রদান করিলেন। ভরত অমাত্যের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া সানন্দ মনে তাঁহাকে গৃহান্তরে সাক্ষাৎ করিতে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। সচিবশ্রেষ্ঠ উপস্থিত হইলে সমাদরে রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। অমাত্য স্তম্ভিতাশ্রু হইয়া রাজ্যের কুশল বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া বলিলেন, রাজকুমার! আপনি অনেক দিন আসিয়াছেন: মহিষী আপনাকে দেখিবার জন্য পর্য্যাকুল হইয়াছেন, কাল বিলম্ব হইলে তাঁহার যথেষ্ট কষ্ট হইবে; রাজধানী গমনে সত্বর প্রস্তুত হউন। ভরত অমাত্যের কথা মাতামহের নিকট আবেদন করিয়া অযোধ্যা গমনে অনুমতি লইলেন। অনন্তর শত্রুঘ্নের সহিত মাতামহ প্রভৃতি গুরুজনের চরণ বন্দনা করিয়া বয়স্যাদিগকে প্রিয়সম্ভাষণে সন্তুষ্ট করিয়া চতুরঙ্গ বল বেষ্টিত হইয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন।

ভরত ভ্রাতার সহিত রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাজধানীর আর পূর্ব্বরূপ শ্রী নাই, লোক সকল নিরানন্দ, আপণশ্রেণী, পণ্যশূন্য রাজভবন পলায়িত গৃহের ন্যায় হতশ্রী ও ভয়াবহ, পরিজন বিমর্ষযুক্ত তাহাদের মুখশ্রী দেখিলে বোধ হয় যেন, উহারা দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। রাজধানীর দুরবস্থা

দেখিয়া ভরতের মনে অমঙ্গল শঙ্কা উপস্থিত হইল। ভরত রাজদর্শনের নিমিত্ত একান্ত ব্যগ্র হইয়া প্রথমতঃ রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, প্রাসাদ শূন্য, সিংহাসন শ্রীহীন, এবং রক্ষীপুরুষ কেহই উপস্থিত নাই। দেখিবা মাত্র তাঁহার পূর্ব্ব চিন্তা আরও প্রবল হইয়া উঠিল। তখন তিনি বিমনাঃ হইয়া মাতৃভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন, পর্য্যঙ্ক ও বাসগৃহ বিশ্রী হইয়াছে। অনন্তর জননীর চরণ বন্দনা করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। কৈকেয়ী প্রোষিত পুত্রকে সমাগত দেখিয়া আস্তে ব্যস্তে মস্তক ঘ্রাণ ও মুখ চুম্বন করিয়া ক্রোড়ে লইলেন এবং সস্নেহ বচনে বলিলেন, বৎস! মাতামহ আলয় হইতে কত দিন বহির্গত হইয়াছ? রথক্ষোভে পথপর্য্যটনে তোমার ত ক্লেশ বোধ হয় নাই? তোমার মাতামহের কুশল? তোমার মাতুল ত ভাল আছেন? মা আমার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন? আসিবার সময় তোমায় কি বলিয়া দিলেন, এবং তোমাকে কিরূপ স্নেহ করিলেন, সমুদায় বিবরণ বিশেষ করিয়া বল।

ভরত বলিলেন, সকলেই কুশলে আছেন। আমি সাত দিনে বাটী আসিয়াছি। রাজধানীর অবস্থা দেখিয়া অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়াছে। মহারাজের হেমভূষিত পর্য্যঙ্ক অপরিষ্কৃত রহিয়াছে কেন? পরিজন কেহই হৃষ্টচিত্ত নয়। মহারাজ প্রায় এখানে অবস্থিতি করিতেন; তাঁহাকে দেখিতেছি না কেন? কৈকেয়ী বিমনাঃ হইয়া বলিলেন, সত্যশীল মহারাজ কাল ধর্ম্মের

অনুগত হইয়া সদ্গতি লাভ করিয়াছেন। ভরত শুনিবা মাত্র হা হতোস্মি! বলিয়া ভূতলে পতিত হইলেন, এবং বাহু উৎক্ষেপ করিয়া মুহুর্মুহু বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। কৈকেয়ী শোকার্ত্ত পুত্রকে উত্থাপিত করিয়া বলিলেন, বৎস! শোক পরিত্যাগ কর; রাজা প্রাচীন হইয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে এত শোকের প্রয়োজন কি? আর চিরকাল জনক কর্ত্তৃক লালিত হইলে আপনার পৌরুষ প্রকাশ পায় না।

ভরত রোদন করিতে করিতে বলিলেন, জননি! আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। পিতাকে আর দেখিতে পাইব না; তাঁহার সেই সুখস্পর্শ পাণি আর আমারে স্পর্শ করিবেক না, আর্য্য রাম ও বৎস লক্ষ্মণ তাঁহার যথার্থ পুত্রের কার্য্য করিয়াছেন; ক্লেশের সময় পিতার কত শুশ্রূষা করিয়াছেন; সলিলক্রিয়া প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়া সার্থক পুত্র হইয়াছেন। আমি কি নরাধম। কি অকৃতপুণ্য, পুণ্যাত্মা পিতার কোন কর্ম্মে লাগিলাম না। না আমি তাঁহার শুশ্রূষা করিলাম, না তাঁহার যাতনা প্রশমনার্থেই যত্ন করিলাম। এই রূপে বিলাপ করিয়া বলিলেন, মাতঃ! পিতা আমায় কিছু বলিয়া গিয়াছেন? তাঁহার শেষ বাক্যই বা কি? আর পিতৃ সম জ্যেষ্ঠভ্রাতাই বা এক্ষণে কোথায়? আমার রোদন শুনিয়া এখনও উপস্থিত হইতেছেন না কেন?

কৈকেয়ী বলিলেন, হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা সীতে! এই মহারাজের শেষ কথা, এই বাক্য বলিয়া রাজা

গন্তব্যলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাম, সীতা লক্ষ্মণের সহিত কৃতকার্য্য হইয়া পুনরাগত হইবেন দেখিতে পাইবে; কিন্তু জনকের সহিত আর তোমার সাক্ষাৎ হইবে না।

ভরত অপর অপ্রিয়তর কথা শুনিয়া বিষণ্ণবদনে সজল নয়নে শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, জননি! সেই মহাত্মা কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন, ভ্রাতৃবৎসল রাম কোথায়? তাঁহার কার্য্যই বা কি? কি কার্য্য সাধন করিয়া পুনর্ব্বার আসিবেন? কৈকেয়ী বলিলেন, রাম, রাজার আজ্ঞা পালন করিতে বনে বিসর্জ্জিত হইয়াছেন। ভরত একে ত পিতার বিয়োগে অধীর হইয়াছিলেন, তাহাতে আবার অতর্কণীয় অসম্ভাবনীয় রাম বৃত্তান্ত শুনিয়া একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনেক ক্ষণ মৌনী হইয়া রহিলেন এবং শুদ্ধাত্মা রামের বন গমনের কারণ বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, জননি! রামের চরিত্র অতিপবিত্র; পৃথিবীস্থ তাবল্লোকের সৎশিক্ষার আদর্শ স্বরূপ; তবে কি অপরাধে তাদৃশ মহানুভবের অরণ্য নির্ব্বাসন রূপ দণ্ড বিধান হইল? কৈকেয়ী অম্লান বদনে বলিলেন, আমি রামের রাজ্যাভিষেক শুনিয়া, তোমার অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত বরদ্বয় মহারাজের নিকট প্রার্থনা করি। রাজা আমার প্রার্থনায় অনেক বাগ্বিতণ্ডার পর অগত্যা সম্মত হইয়া সীতা লক্ষ্মণের সহিত রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনে নির্ব্বাসন, এবং তোমার রাজ্য শাসন স্বীকার করেন। রাম তাহাতে কোন আপত্তি বা পুনরুক্তি না করিয়া সন্তুষ্ট মনে

পিতৃসত্য পালনে বনে গমন করিয়াছেন; তুমি এক্ষণে রাজার আদেশ পালন করিয়া রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হও। তুমি রাজার প্রিয় পুত্র; তোমার মুখ না দেখিয়া মহারাজ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তুমি এক্ষণে রাজ্যভার লাভ করিয়াছ। শোকাকুল হইয়া থাকিলে কার্য্য চলিবে না। এত ষড়যন্ত্র করিয়া ইষ্টসিদ্ধি করিলাম, তোমার নিতান্ত নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নয়।

ভরত, পিতার মৃত্যু অপেক্ষা ভ্রাতার বনবাসে দ্বিগুণতর শোকার্ত্ত হইয়া বলিলেন, জননি! আমার রাজ্যে প্রয়োজন কি? সকল সুখ পিতার এবং পিতৃসম ভ্রাতার সঙ্গে সঙ্গেই গিয়াছে। পিতৃবিয়োগ স্বভাবতই অসহ্য; অগ্রজের সাহায্য পাইলে কথঞ্চিৎ সহ্য করা যায়। আমার সে আশাও তুমি নিরাশ করিয়াছ। আমার দুঃখের পর দুঃখ, ক্ষতে ক্ষারক্ষেপের ন্যায় দুঃসহ ক্লেশদায়ক হইয়াছে। আমি কাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিব? কে আমার দুঃখে দুঃখিত হইবে? কেইবা আমার বিপদে সহায়তা করিবেক? কাহার বলে বা বিপদুত্তীর্ণ হইব? তুমি কি দোষে গুণসিন্ধুরে বনবাস দিলে? আমার অপেক্ষা অগ্রজ তোমার অধিক শুশ্রূষা করিতেন; আপনার জননী অপেক্ষা সমধিক মান্য করেন। তুমি আমা হইতে যে রূপ সুখী হইবে ভাবিয়াছ, অগ্রজ হইতে তদপেক্ষা সুখে থাকিতে সন্দেহ নাই। তোমার অদৃষ্টের দোষে আপনার দুঃখ আপনিই ডাকিয়া আনিলে। তুমি পরম ধার্ম্মিক অজাতশত্রু রামেরে বনবাস দিয়া আবস্থিত অপযশঃ চিরস্থায়ী করিলে। জ্যেষ্ঠ-

আমার অকাল মৃত্যু, অথবা অপমৃত্যু ঘটিবে। তাহা হইলে আমার তাপিত প্রাণ শীতল হইবে, দুর্মতি স্বকৃত দুষ্কৃতের অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ শোক তুষানলে যাবজ্জীবন দগ্ধ ও মরণান্ত প্রায়শ্চিত্তে বিশুদ্ধ হইবে নতুবা তোমার ও আমার পরিত্রাণ নাই।

শত্রুঘ্ন ভরতকে সান্ত্বনা করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন, এমত সময়ে মন্থরা বেশ ভূষা করিয়া পূর্ব্বদ্বারে উপস্থিত হইল। প্রতিহারী কুব্জারে কুমার সমীপে আনয়ন করিয়া বলিল, কুমার! এই বর্ষীয়সী কুব্জা সকল বিনাশের মূল, ইহারই কুমন্ত্রণায় মহিষী বর প্রার্থনা করিয়া অনর্থক অমঙ্গল ঘটাইয়াছেন। আজ্ঞা করুন, এখনই পাপীয়সীরে প্রেতপতির প্রাঙ্গণে প্রেরণ করি। শত্রুঘ্ন দেখিবা মাত্র কোপে কম্পিতকলেবর হইয়া মন্থরার গলদেশে হস্ত দিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। মন্থরা মুখ ব্যাদান করিয়া বিকটস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। কুমার তাহার আস্যগর্ত্ত পাংশুরাশি দিয়া পূর্ণ করিয়া দিলেন; এবং কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, এই অনর্থোৎপাতিনী সর্ব্বনাশিনীরে বিনাশ করিয়া সর্ব্বাপদের শান্তি করি; এই বলিয়া মন্থরাকে আছাড় দিয়া পুনরায় ভূতলে পাতিত করিলেন। মন্থরা গতাসু প্রায় হইয়া নিস্পন্দ ভাবে রহিল, অন্য পরিচারিকারা ভয়ে বিহ্বলা হইয়া পুর মধ্যে পলায়ন করিল।

অনন্তর কৈকেয়ী কুব্জার দুর্গতি দেখিয়া ক্রোধপরবশা হইয়া যেমন বিবক্ষু হইলেন, অমনি শত্রুঘ্নের কোপ-

কম্পিত রক্তাধর বিলোকন করিয়া শরণ মানসে ভরতের পার্শ্বে পলায়ন করিলেন। ভরত জননীর অবস্থা দেখিয়া শত্রুঘ্নেরে বলিলেন, ভ্রাতঃ! স্ত্রীজাতি অবধ্য; অতএব ক্রোধ পরিহার করিয়া মন্থরারে ছাড়িয়া দাও। শত্রুঘ্ন অগ্রজের আদেশ অগ্রাহ্য করা অন্যায় ভাবিয়া অনিচ্ছা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলেন। মন্থরা ধুলি ধূষরিত কলেবরা হইয়া অবরোধ মধ্যে পলায়ন করিল।

ভরত শোকবিমুগ্ধ হইয়া বলিলেন, ভ্রাতঃ! আমি বিষম অপকারিণী জননীর সন্তান। শোকাতুরা সরল-স্বভাবা জ্যায়সী জননীকে কি বলিব? কি বলিয়াই বা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইব? মাতৃ ব্যবহারে সকলের নিকট বিষম অপরাধী হইয়াছি। প্রজাপুঞ্জ আমারে দেখিয়া মাতৃদোষ উল্লেখ করিয়া অশ্রদ্ধা করিবে। আমি আর পৃথিবীতে থাকিবার যোগ্য নই। এখনই আমার মৃত্যু হইলে ভাল হইত। তাহা হইলে এরূপ বিষম যন্ত্রণা আর ভোগ করিতে হইত না। বিধির কি বিপরীত ঘটনা! বনে আমি না যাইয়া অগ্রজ মহাশয় গমন করিলেন, এই বলিয়া ভরত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

কৌশল্যা ভরতের রোদনধ্বনি শুনিয়া বলিলেন, সুমিত্রে! ঐ দেখ ক্রূরকর্ম্মা কৈকেয়ীর কুমার বাটী আসিয়াছে। আমার রাম যে সিংহাসনে বসিবেন, সেই সিংহাসন ও অধিকার করিবে, আমি কি সুখেই বা উহার অভিষেকে আমোদ করিব; না করিয়াই বা কি

করিব। যদি উঁহারে স্নেহ সম্ভাষণ না করি, তাহা হইলে ঈর্ষ্যা ও মাৎসর্য্যের কার্য্য হয়। সর্ব্বথা বিষম বিপদে পড়িলাম।

মিত্রা বলিলেন, ভগিনি স্থির হও। বৎস ভরত জননীর ক্রূরকর্ম্মের ও রামের বনবাসের উদ্দেশে বিলাপ করিতেছে। তোমার নিকট আসিতে কত লজ্জা বোধ হইতেছে। উহার কোন দোষ এবং পাপ রাজ্যের লালসা নাই। যেমন লক্ষ্মণ ও সেই রূপ রামের অনুগত। চল, আমরা স্বয়ং উহার লজ্জা ভঞ্জন করিয়া দিই। এই বলিয়া কৌশল্যারে সঙ্গে লইয়া ভরতের নিকট উপস্থিত ন। কৌশল্যারে দেখিবা মাত্র ভরতের শোকানল হইয়া উঠিল। ভরত স্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে রিয়া অর্ত্তনাদ করিয়া আত্মহত্যায় উদ্যত হইল। কৌশল্যা ভরতের হস্ত ধারণ করিয়া রোদন করিতে বলিলেন, বৎস! তুমি আমাদের, আমি রামকে বনে দিয়া তোমার আশায় হিয়া রহিয়াছি; এক্ষণে তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন না ল এই অনন্যগতি দুর্ভাগিনীদিগের গতি কি? কাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া এই দুর্ব্বহ দেহ-বহন করিব? আমরা রাজাধিরাজের মহিষী ও পুত্রের জননী; এক্ষণে কাহার অধীন হইয়া থাকিব? তুমি এ দুর্ব্ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া আমা-কে প্রতিপালন কর; এবং সাহস বৃদ্ধি করিয়া সুবি-স্তীর্ণ রাজ্য শাসন কর। তোমার আশাপথ চাহিয়া

সকলে রহিয়াছে, তুমি অধীর হইলে সমুদায় বিশৃঙ্খল হইবে।

ভরত অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন, পিতা অযোগ্যের উপর অসম্ভব ভার পাতিত করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ মহাশয় উপযুক্ত হইয়াও বনবাসী হইলেন। আমি প্রতিপালনের উপযুক্ত; আমি প্রতিপালক হইয়া সকল কার্য্য সমাধান করিব, এ কথাও অসম্ভব। হা! এই বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে কি মাতুলালয় হইতে আনীত হইলাম? জননী যে আমার এত অপকারিণী হইবেন, ও এত অমঙ্গল ঘটাইবেন, ইহা আমি স্বপ্নেও জানি না। আমি রাজা হই, ইহা একবার মনেও ভাবি নাই। চিরকাল অগ্রজের দাস হইয়া অপ্রতিহত মনে দাস্য কর্ম্ম সমাধান করিব এই আমার স্থির সংকল্প ও চির মনোরথ। এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা শোক বিহ্বল ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

বশিষ্ঠদেব ভরতের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সত্বরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সকলেই শোকাকুল হইয়া রোদন করিতেছে; সান্ত্বনা করে এরূপ লোক কেহ তথায় উপস্থিত নাই। তখন তিনি স্বয়ং সকলেরে সান্ত্বনা করিয়া ভরতেরে সমভিব্যাহারে লইয়া নির্জ্জন ভবনে গমন করিলেন; এবং তাঁহাকে অনেক প্রকারে বুঝাইয়া বলিলেন, রাজকুমার! সম্পদের পর বিপদ্ বিপদের পর সম্পদ্, সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখাবসানে পুনর্ব্বার সুখের সঞ্চার অবশ্যই হইয়া থাকে।

জগতের এই অখণ্ডনিয়ম মার্ত্তণ্ড রথচক্রের ন্যায় অবিশ্রান্ত চলিয়া আসিতেছে। কোন জীব আজীবন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ ভোগ বা সুখাস্বাদন করিতে পারে না। সকলেই ঐ নিয়মের অধীন; বিশেষতঃ দুঃখ ভোগ ব্যতিরেকে সুখের অনুভব সুন্দররূপে হয় না। পরিশ্রান্ত না হইলে বিশুদ্ধ বিশ্রামসুখ অনুভব করা যায় না। গ্রীষ্মের উদ্রেক ব্যতীত শীতল সমীরণ প্রীতিপ্রদ হয় না, তদ্রূপ বিয়োগ ভিন্ন অন্তরঙ্গ বান্ধবস্নেহের উৎকর্ষ অবগত হওয়া যায় না। আর দেখ, তোমার পিতা চিরকাল শিতিমান্ হইয়া রাজ্য শাসন করিতে পারেন নাই, স্বয়ং সকল কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তুমিই যে চিরদিন পিতৃস্নেহে লালিত হইবে ইহারই বা প্রত্যাশা কি? জাতজীব কখনই চিরজীব হইয়া থাকে না। জন্মমাত্রেই বিনশ্বর; সকলেই কালের অধীন; প্রাপ্ত কাল উপস্থিত হইলে কেহই বিলম্ব করিতে পারে না। মনুষ্য যত দিন জীবিত থাকে, তত দিন স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়া সকল বস্তুতে মমতাভিমান প্রকাশ করিতে যত্নবান্ হয়, বিগত জীবন হইলে তৎসঙ্গে সকল সম্বন্ধ রহিত হইয়া যায়। মনুষ্য যে দেহের স্বাস্থ্য সম্পাদনে ও রক্ষণাবেক্ষণে সতত সচেষ্ট থাকে, সেই দেহ বিগলিত, নিষ্পিষ্ট, কিংবা ভস্মীভূত, হইয়া যায়, তাহাতে জীবীর ক্ষতি বোধ হয় না, তখন উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলেও তাহার চৈতন্যোদয় হয় না, প্রিয়তমের করুণ রোদন সে শুনিতে পায় না, সে নিজে কোথায় যায় তাহারও স্থিরতা হয় না, সুতরাং

তাদৃশ জনের অনুশোচনা করিয়া উপকার কি? যে
দিগকে শিক্ষিত ও কর্ম্মঠ করিয়া দিয়া তোমার
কালধর্ম্মের অনুগত হইয়াছেন; তাঁহার মৃত্যু শ্লাঘ
ও প্রার্থনীয় গণ্য করিতে হয়, স্বয়ং সকল প্রকার
সম্ভোগ করিয়া, সংসারের সকল প্রকার সুখে পরি
করিয়া পুত্রদিগকে শিক্ষিত ও কার্য্যদক্ষ দেখিয়া বৃদ্ধ
স্থায় জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করা সামান্য সৌভাগে
বিষয় নয়। পরকালে সদ্গতি লাভের জন্য পি
পুত্রের কামনা করেন। তুমি তাঁহার উপযুক্ত পুত্র, অ
এব যাহাতে তাঁহার সদ্গতি লাভ হয়, তদনুষ্ঠানে প্রবৃ
হও। যে পিতার পারলৌকিক ক্রিয়ার সাধন করে, সে
সার্থক পুত্র; তাহাতে যে অধিকারী না হয়, সে তাঁহা
ধনক্ষয়কারী পরম রিপু। অতএব রাজকুমার! শোকা
বেগ পরিত্যাগ করিয়া মহারাজের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া
প্রবৃত্ত হও। রাম বনে গমন করাতে তুমি উপস্থিত
না থাকাতে রাজার দাহন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই; তদীয়
দেহ তৈলপূর্ণ দ্রোণীতে রক্ষিত করা হইয়াছে, তুমি
আর কাল বিলম্ব না করিয়া সত্বর তাঁহার নির্হরণ কার্য্য
নির্ব্বাহ কর, এবং নিবাপাঞ্জলি দ্বারা মহারাজের দীর্ঘ
তৃষ্ণা নিবারণ কর।

ভরত কুলগুরুর উপদেশ শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ সুস্থ-
চিত্ত হইয়া বলিলেন, ভগবন্! শোক করা কর্ত্তব্য নয়,
এবং শোকতাপের বশীভূত হইলে কষ্ট পাইতে হয়,
ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, কিন্তু কি করি পিতৃ
স্নেহ আমারে এরূপ অভিভূত করিয়াছে: যে আমার

কর্ত্তব্য কর্ম্মেও উৎসাহ জন্মাইতেছে না। পিতার আসন্ন কালে সেবা করিতে পারিলাম না, এই দুঃখ আমার যাব জ্জীবন থাকিবে। আমরা যদি তাঁহার শেষ সময়ে উপকারে না আসিলাম, তবে আমাদের জন্ম গ্রহণ করা নিরর্থক হইল। বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাজকুমার! এ সকল অদৃষ্টের লিখন, তজ্জন্য পরিতাপ করিও না, কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। অনন্তর ভরত পরিজন পরিবৃত হইয়া রাজার প্রেত দেহ দর্শনে গমন করিলেন, এবং তদীয় বিবর্ণ শুষ্ক দেহ দেখিবা মাত্র হা তাত! বলিয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন, মহারাজ! ভূতল শয়নে রহিয়াছেন কেন? ভরত মাতুলালয় হইতে প্রত্যাগত হইয়াছে, মস্তক আঘ্রাণ করিয়া কুশল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করুন, মাতুল ও মাতামহের কুশল বার্ত্তা শ্রবণ করুন। মহারাজ! মাতৃদোষে আমিই আপনার অনালাপ্য সৌমিত্রেয় শত্রুঘ্ন সজল নয়নে পিতৃ সম্বোধনে বারংবার আহ্বান করিতেছে, উহারে উত্তর দিউন। মহারাজ! অগ্রজেরে রাজা করিবেন ইহাই নিশ্চিত ছিল, রাজ্য গ্রহণে ভরতের অভিলাষ নাই, আমি শিশু, রাজ্যভার বহন করিতে সমর্থ নহি; আপনি জানিয়া শুনিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন কেন? বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করিয়া ভরতেরে ক্রোড়ে লউন; এই বলিয়া রাজার চরণ ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ভরতের ক্রন্দন শুনিয়া সকলেই অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

বশিষ্ঠদেব সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, রাজকুমার! এক

বস্তু রক্ষণ বিষয়ে, আমাদিগকে যত্নশীল করিয়া দেয়। যখন ইষ্ট বস্তুর রক্ষণের আর উপায়ান্তর না দেখা যায়, তখন তাহা যেমন পরিত্যাগ করিতে হয়, অমনি সেই সঙ্গেই শোকেরও পরিহার করা কর্ত্তব্য। যদি শোকাবেগ সংবরণ করিতে না পারি, তবে উচ্চৈঃস্বরে রোদন অথবা শোচনীয়ের গুণ কীর্ত্তন করিয়া হৃদয় হইতে শোকাবেগ বহির্গত করিয়া দাও। বিলাপ পরিতাপ ও রোদন করিলে প্রিয়জনের দর্শন পাওয়া যায় না, উহা কেবল শোক সংবরণের উপায় মাত্র। রোদন কি, প্রাণান্ত করিলেও তুমি উপরতের অনুসন্ধান পাইবে না। কর্ম্মানুসারে লোকদিগের বিভিন্ন গতি, অর্থাৎ যে যেরূপ কর্ম্ম করে, সে উপরত হইয়া সেইরূপ স্থানে অবস্থিতি করিয়া থাকে, এক রূপ কর্ম্ম সকলে করিতে পারে না; সুতরাং সকলে এক স্থানে যাইতেও পারে না।

শরীরীর সহিত শরীরের সম্বন্ধ কতক্ষণ স্থায়ী, তাহাও একবার পর্য্যালোচনা কর, জীবাত্মার সহিত শরীরের সংযোগের নাম জীবন, বিয়োগের নাম মৃত্যু; পঞ্চভূত নির্ম্মিত ক্ষণবিনশ্বর শরীরে যথাভাব অবলম্বন করিয়া, ভোগী জীব কিয়ৎ কাল অবস্থিতি করে, তাহাতেও আবার দুঃসাধ্য ব্যাধি উহার বিয়োগ সাধনে, ও জরা দেহ জীর্ণ করিতে চেষ্টা পায়। যেরূপ জীর্ণ গৃহ পরিত্যাগ করিতে হয়; তদ্রূপ শরীরীও জরা জীর্ণ কলেবর পরিত্যাগ করিয়া যায়, তাহার নিমিত্ত অনুশোচনা করে না। জীবন যদি এত অধিক দিনের সঙ্গী শরীরকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে, ও তদ্বিরহ জন্য পরি-

তাঁদের কোন চিহ্ন না দর্শায়, তবে বিভিন্ন কায় পিত্রাদির মরণ জন্য তাদৃশ শোকাকুলিত হওয়া অজ্ঞানতার কার্য্য অবশ্যই বলিতে হইবে। অতএব হৃদয় হইতে শোক অপসারিত করিয়া তথায় সাহসেরে আশ্রয় দাও। সংসারের অসারতা আলোচনা করিয়া চঞ্চল চিত্ত স্থির কর; পৃথিবীর অবস্থা নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে দেখিয়া চৈতন্য সংস্থাপন কর, শোক তাপে বশীভূত না হইবার জন্য গ্রন্থ অধ্যয়ন ও জ্ঞান উপার্জ্জন কর; এবং রাজ্য শাসনে অনন্যমনা হও। যদি ভবাদৃশ ব্যক্তি শোক সাগরে মগ্ন হইবে, তবে তাহা হইতে আর কে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে? যদি জ্ঞানবান্ বিদ্যাবান্ লোক শোকাকুল হয়; তবে মূর্খ ও পণ্ডিতে কি প্রভেদ থাকে? যেমন বায়ুবেগ ভিন্ন বৃক্ষ ও পর্ব্বত মধ্যে কে চল, কে অচল, জানা যায় না, তদ্রূপ শোকাবেগ ব্যতীত কে পণ্ডিত, কে মূর্খ, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না, যদি শোকতরঙ্গে অভিভূত হইবে, তবে বিদ্যারূপ তরণী আশ্রয়ের উপযোগিতা কি? প্রস্তর যদি জল প্রবাহে ভাসমান হয়, তবে তাহার সারবত্তা কি থাকে? অতএব শোকাবেগ সংবরণ করিয়া লোকের দৃষ্টান্ত স্থানীয় হও। পারত্রিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পিতার পুত্র প্রার্থনা পূর্ণ কর।

পারত্রিক কর্ম্মই প্রকৃত কর্ম্ম; স্বয়ং উহার অনুষ্ঠান করিতে হয়; এবং পুত্র দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। পরত্র শুভাবহ কর্ম্ম স্বয়ং যাহা যাহা করিতে হয়; মহারাজ তাহার সমুদায় অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন; এক্ষণে

পুত্রানুষ্ঠেয় কার্য্য অপেক্ষা করিতেছেন। পারত্রিক সুখই প্রকৃত সুখ; তাহা লাভ করিয়া তপস্যা ক্লেশ সমুত দৈহিক দুঃখ বিস্মৃত হইতে হয়, সঞ্চিত ধনের ন্যায় উহা কেবল ভোগ করিতে হয়; পুত্রপ্রদত্ত নিবাপ দ্বারা উহা পরিপূর্ণই থাকে, দুঃখ ব্যতীতও উহার অনুভব হয়; ইচ্ছা মাত্রেই মনোরথ সম্পন্ন হয়। পারত্রিক উপকারই প্রকৃত উপকার, অন্য অন্য উপকার ক্ষণবিনশ্বর, অর্থাৎ যত ক্ষণ শরীর থাকে, ততক্ষণ উহার ফল ভোগ করা যায়, ক্ষণ বিনশ্বর শরীর নষ্ট হইলে, উপকারও বিনষ্ট হইয়া যায়, পারত্রিক উপকার সেরূপ নয়, উহা দেহান্তে সঙ্গে সঙ্গে যায়; এবং প্রাণান্তেও ফলদায়ক হয়। সন্তানেরা এইরূপ উপকার করিতে পারে বলিয়া পৈতৃক ধনে অধিকারী হয়। পিতার অকৃত্রিম স্নেহ সম্বলিত উপকার আর কাহারও নিকট পাইবে না। এক্ষণে মহারাজ পারত্রিক প্রত্যুপকার প্রত্যাশা করিতেছেন। অতএব বিভবানুরূপ পিতৃকৃত উপকারানুরূপ; এবং পিতৃভক্তি প্রকাশানুরূপ, পিতার স্বর্গ সাধন জন্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর।

ভরত কুলগুরুর উপদেশ শুনিয়া শোকাবেগ সংবরণ করিলেন, এবং পিতৃভক্তি প্রবল হইয়া পিতার পরেত-দেহ দাহ করিতে সরযূতীরে উপস্থিত হইলেন। এবং অগুরু চন্দন বিরচিত চিতায় চন্দন চর্চ্চিত মাল্য ভূষিত রাজতনু অধরোহিত করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন, চিতানল উপযুক্ত দাহ্য পাইয়া প্রবল হইয়া উঠিল, ভরত দেখিয়া সখেদে বলিলেন,

মহারাজ! যে শরীর তুলাস্তৃত বিচিত্র শয্যায় অর্পিত হইলে আপনার ক্লেশ হইত, সেই শরীর আজি কাষ্ঠময় চিতায় অর্পিত; চিতাগ্নিতে দগ্ধীভূত হইতেছে; এবং ভরত স্থিরভাবে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছে। হা আর্য্য! আপনি বনে গমন করিয়াছেন, সুখে আছেন; রাজার শরীরের ঈদৃশী দশা দেখিতেছেন না, এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অশ্রুপূরিত হেমকুম্ভ সলিলে চিতা ধৌত করিয়া অবগাহন পূর্ব্বক নির্ম্মল সলিলে তিন বার তর্পণ করিলেন। পরে পরিজন পরিবৃত হইয়া নিরানন্দময় নিজালয় উপস্থিত হইলেন। সেই বিষম রাত্রি কেবল চিন্তাকুল হইয়া যাপন করিলেন।

ক্রমে ক্রমে শোকের সহিত অশৌচকাল অতীত হইল। রাজকুমার দ্বাদশাহে দ্বাদশাহবিধি, ত্রয়োদশদিনে শ্রাদ্ধ বিধান সমাধান করিলেন। পরদিন প্রভাতে স্তুতি পাঠকেরা প্রবোধ জন্য মধুরস্বরে মঙ্গলগীত পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। প্রবুদ্ধ ভরত অনিচ্ছা পূর্ব্বক স্তুতিগীত শ্রবণ করিয়া বিরত হও, মঙ্গল গানে প্রয়োজন নাই, বলিয়া, তাহাদিগকে প্রতিষেধ করিলেন। অমাত্যেরা সমুচিত সম্মান পূর্ব্বক রাজ্যাভিষেক বিষয়ক প্রস্তাব করিলেন। তাহাতে অনবস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন, আমি রাজা-ভরত কার্য্যে অযোগ্য, তোমরা স্বয়ং সকল কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ কর। পরিশেষে অনেক উপদেশ দিয়া বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাজকুমার! রামচন্দ্র পিতার বাক্যরক্ষা করিতে বনে গমন করিলেন-তুমি রাজা হইয়া রাজার শাসন প্রতিপালন করিবে, তাহাতে ও অক্ষম?

ভরত গুরু বাক্যের অন্যথাচরণে অধর্ম্ম জানিয়া অতি বিনীত ভাবে বলিলেন, ভগবন্! আপনি আমাদিগের কুলগুরু, কুলাচার অবগত আছেন, আপনি উপদেশক আছেন বলিয়া, সূর্য্যবংশের এত গৌরব, আমি কি কুলাচার বিরুদ্ধ নিন্দিত রাজোপাধি ধারণ করিয়া নির্ম্মল কুল কলঙ্কিত করিব? রাজা হইয়া প্রজারঞ্জন করিতে না পারিলে অর্থশূন্য রাজশব্দে আহূত হওয়া মাত্র। আমি যত সতর্ক রূপে রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করি না কেন, কোন রূপেই প্রকৃতিপুঞ্জের অনুরঞ্জন হইবে না। আমার রাজ্যলাভ উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে নয়, জননীর কুৎসিত উপায়ে ঘটিয়াছে। এরূপে রাজ্য-লাভ কুলধর্ম্মের বিরুদ্ধ, আমার অনীপ্সিত এবং প্রজালোকের অননুমোদিত। সুতরাং তাদৃশ অসদুপায় লব্ধ রাজ্য শাসন করিয়া যে প্রতিষ্ঠা ভাজন হইতে পারিব, ইহার সম্ভাবনা কি? সামান্য রাজ্যের কথা কি বলিব, ছললব্ধ ইন্দ্রপদেও ভরতের প্রবৃত্তি জন্মে না। বারংবার আপনিও উপদেশ দিয়াছিলেন যে, কৌশলক্রমে গ্রহণ করা, আর অসাক্ষাতে অপহরণ করা, উভয়ই তুল্য। যাহার মূলে দোষ থাকে তাহা হইতে কখনই বিশুদ্ধ ফল জন্মিতে পারে না, আমার রাজ্য-লাভের মূলই অবিশুদ্ধ, সুতরাং তাহা হইতে কেনই বিশুদ্ধ ফলের সম্ভাবনা করিব। যাহার প্রতি লোকের ভক্তি থাকে না, সে পরিশুদ্ধ কর্ম্ম করিলেও কেহ সুখ্যাতি করে না, এবং কাহারও তাহা মনোগত হয় না। কর্ম্ম বিপাকে লোকের আমার প্রতি তাদৃশী ভক্তি

নাই; সুতরাং ভক্তিভাজন পদ আমার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নয়। যাহার সুখ্যাতি জনসমাজে বিখ্যাত; তাঁহার সামান্য কর্ম্মও লোকসমাজে আদৃত। যাহার অখ্যাতি একবার মাত্র উদ্ঘোষিত হইয়াছে; সেই যে, কেবল অশ্রদ্ধার পাত্র হয় এরূপ নয়, তাহার সন্তানও অবজ্ঞার পাত্র হইয়া থাকে। ভ্রষ্টার সন্তান সচ্চরিত্র হইলেও কি লোকের বিশ্বাস ভাজন হয়? কখনই না। সুখ্যাতি অপেক্ষা অখ্যাতি লোকের সত্বর বিস্ফারিত হইয়া উঠে; উহা আর অপসারিত হয় না। জনকের সত্যব্রত পালন অপেক্ষা জননীর অবৈধ প্রার্থনা সমধিক প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আমি শত প্রকার যত্ন করি না কেন, কিছুতেই দুরপনেয় কলঙ্ক দূরীকরণ করিতে পারিব না। যদি রাজ্য গ্রহণ না করি, তাহা হইলে আপনিই কলঙ্কের অপনয়ন হইয়া যাইবে। পাপ পঙ্ক যদি স্পর্শ করা না যায়, তবে কিসে শরীর মলিন করিতে পারে? রাজ্যভার গ্রহণ করা না হইলে জনকের বাক্যেরও অন্যথাচরণ করিয়া পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হইবে না; আমার রাজ্যাভিষেক পিতার আন্তরিক ইচ্ছার বিষয়ীভূত নয়, উহা কেবল উপরোধেই প্রদত্ত হইয়াছে; যাহা আন্তরিক অনুমোদিত নয়, তাহার ব্যতিক্রম হইলেও অসন্তোষের উদয় হয় না, সুতরাং তাহার অননুষ্ঠানে পিতা অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং সন্তুষ্টই হইবেন, তাহা হইলে জনকের বাক্য অন্যথা করিয়াও পাপাচারী হইলাম না। অতএব আমারে আর অনুরোধ করিবেন না, করিলে যে কোন রূপেই হউক প্রাণত্যাগ করিব। এক্ষণে

যাহাতে অগ্রজ মহাশয়েরে আনয়ন করিতে পারি, তাহারই উপায় উদ্ভাবন করুন। তদীয় উপদেশ ভিন্ন আমার অস্থির চিত্ত সুস্থির হইবে না। অগ্রজ মহাশয়ের আগমন ভিন্ন কোন কর্ম্ম সম্পন্ন হইবে না। যে রূপেই হউক তাঁহাকে আনিতে হইবে। সকলে গিয়া অনুরোধ করিলে, সকলের আগ্রহ নিরস্ত করিতে পারিবেন না। মহারাজের স্বর্গারোহণ সংবাদ শ্রবণ করিলে, তাহার পর রাজশ্রীর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন, অবশ্যই প্রত্যাগমন করিবেন।

বশিষ্ঠদেব ভরতের বিবেচকতা ও ভ্রাতৃ পরায়ণতার অশেষ প্রশংসা করিয়া তদীয় মত অনুমোদন পূর্ব্বক সুমন্ত্রেরে রথ প্রস্তুত করিয়া আনিতে বলিলেন। সুমন্ত্র আজ্ঞা মাত্র রথ প্রস্তুত করিয়া আনিলেন। ভরত রথা-রোহণ পূর্ব্বক সৈন্য সামন্ত অমাত্য সমভিব্যাহারে রাম-চন্দ্রের উদ্দেশে বন প্রদেশে চলিলেন। সুমন্ত্র পূর্ব্ব পরিচিত পথে রথ চালনা করিতে লাগিলেন। ভরতের মনোরথের ন্যায় রথ অবিলম্বে গ্রাম নগর জনপদ অতিক্রম করিয়া তৎপরে গুহকের পুরে প্রবিষ্ট হইল। ভরত রথ হইতে অবরোহণ করিয়া গুহক মুখে রামচন্দ্রের অবস্থান অবধি জটাধারণ পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত একান্ত চিত্তে শ্রবণ করিয়া এবং সেই সেই স্থান দর্শন করিয়া দুঃখনীভূত হইলেন। এবং গুহকের অনুরোধ ক্রমে তদ্দিন তথায় যাপন করিলেন। পরদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া গুহক সহ গঙ্গাপার হইয়া ভরদ্বাজ মুনির তপোবনাভিমুখে চলিয়া গেলেন। তথায়

উপস্থিত হইয়া তপোধনমুখে শ্রীরামের প্রস্থান পদবী পরিচিত হইয়া চিত্রকূট গিরি লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। সঙ্গীগণ ক্রমশঃ অনুসরণ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। অযোধ্যাবাসি লোক শ্রীরাম দর্শন লালসায় এত অধিক অং- গিয়াছিল যে, তাহার অগ্রভাগ অরণ্যে উপস্থিত হইলে পশ্চাৎবর্ত্তী ভাগ রাজধানীর সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে সংলগ্ন ছিল। ক্রমে ক্রমে নির্জ্জনবন জনাকীর্ণ হইতে লাগিল। হিংস্র জন্তু ভয়ব্যাকুল হইয়া বনান্তরে পলায় করিতে লাগিল।

এদিকে রামচন্দ্র গজবৃংহিত অশ্ব হেষিত এবং সৈন কোলাহল শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণেরে বলিলেন, বৎস! তুমু কলরব শুনা যাইতেছে; হরিণ সকল ত্রাসিত হইয়া প্র- গমন করিতেছে; বিহগগণ গগন মণ্ডলে গোলাকা বিচরণ করিতেছে; অতএব বোধ হয়, কোন রাজা রাজপুত্র মৃগয়া করিতে অটবীতে উপস্থিত হইতেছে অতএব দেখ ইহারা কোন দিকে আইসে। লক্ষ্মণ ও দেশ মাত্র বিশাল শালতরু আরোহণ করিয়া উত্তর দি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, অসংখ্য সেনা বায়ুচালি কাদম্বিনীর ন্যায় মহাবেগে দক্ষিণদিকে ধাবমান হ তেছে। দেখিবা মাত্র বিপদাপাত আশঙ্কা করিয়া র চন্দ্রকে বলিলেন, আর্য্য! সত্বর বদ্ধপরিকর হইয়া শ সনে শর সন্ধান পূর্ব্বক অরণ্য পরিসরে অগ্রসর হউ বোধ হয়, কৈকেয়ীকুমার ভরত রাজ্যাভিষেকে হইয়া সৈন্য সামন্ত সজ্জিত করিয়া আমাদিগকে হ করিতে আসিতেছে। তাহারই সেনা কোলাহল শ

যাইতেছে, অপকারী দুরাচারী ভরতকে রণশায়ী করিয়া কৈকেয়ীর অশ্রুজলে ক্রোধানল নির্ব্বাণ করিব। আততায়ী দুরাত্মার বধ করিলে অধর্ম্ম হইবে না। এই বলিয়া কম্পিত কলেবর হইয়া তরুস্কন্ধ হইতে অবরোহণ করিলেন। অনন্তর বেপমানা জনকতনয়াকে বনান্তরালে লুক্কায়িত রাখিতে ধাবমান হইলেন।

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের কোপোন্মুখ মুখ বিকার নিরীক্ষণ করিয়া সস্মিত বদনে বলিলেন, বৎস! ভরত তোমার কি অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে, যে তাহার জিঘাংসায় প্রবৃত্ত হইতেছ। অসিচর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কি হইবে? প্রাণাধিক ভরত উপস্থিত হইলে তাহার উপর কি অস্ত্র চালনা করিতে পারিবে? সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া পিতৃসত্য পালন করিতে অরণ্যে আসিয়াছি, আমার রাজ্যে প্রয়োজন কি? যাহাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দ জন্য রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হয়, তাহাদিগকে বিনাশিত করিয়া রাজ্য সুখ কাহাকে ভোগ করাইব? সৈন্যেরাও ত বল বিন্যাস বা ব্যূহ রচনা করিয়া আসিতেছে না যে, তাহাদিগকে আক্রমণকারী বোধ করিতেছ। ভরত ও খড়্গহস্ত হইয়া তোমার জিঘাংসায় প্রবৃত্ত হইতেছে না যে, তাহাকে আততায়ী নিশ্চয় করিয়া হিংসার উপক্রম করিতেছ। আততায়ী হইলেই কি কেহ কখন ভ্রাতৃবধ করিয়া থাকে? আপনার প্রাণ কি আপনি নষ্ট করিতে পারা যায়? আমার বোধ হয়, ভ্রাতৃবৎসল ভরত মাতুলালয় হইতে আগত হইয়া আমাদিগকে না দেখিয়া পর্য্যাকুল হইয়া আমাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইবার জন্য

আহ্লাদের সঞ্চার হইল। তখন তিনি দুর্গম পথ অতি পরিষ্কৃত পথ বোধ করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে পর্ণকুটীরের পর্য্যন্ত ভাগে উপস্থিত হইলেন; এবং দেখিলেন, শীত-ত্রাণ জন্য উটজাঙ্গনে মৃগ মহিষের করীষ রাশি সঞ্চিত; কুশ ও কুসুম পরিকীর্ণ, পূর্ব্বোত্তর প্রবণ বেদি, প্রদীপ্ত পাবক, বিশুদ্ধ শুক্লবর্ণ সৈকতভূমি, পত্রাচ্ছাদিত বিশাল পর্ণশালা দ্বয়, মনোরম হইয়া রহিয়াছে, তাহার দক্ষিণে মন্দাকিনী প্রবাহ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। কৈলাস গিরিতটে জটাধারী কৈলাসনাথের ন্যায় অযোধ্যানাথ সিকতাময় বেদিতে আসীন হইয়া রহিয়াছেন। যিনি সচিব প্রকৃতি পুঞ্জে, এবং সজ্জন সমূহে, পরিবেষ্টিত হইয়া উপাসিত হইতেন, তিনি আজি বন্য-সরীসৃপ মৃগকুল পরিবৃত হইয়া ব্যাধের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি মহামূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রত্নসিংহাসনে আসীন থাকিতেন, তিনিই আজি হরিণা-জিনে কথঞ্চিৎ লজ্জাসংবরণ করিয়া অনাবৃত ভূমিতে নিষণ্ণ হইয়া রহিয়াছেন, যিনি উৎসাহে সুগন্ধি কুসুম মাল্য ধারণ করিতেন, তিনিই আজি বন্যাকার জটাভার বহন করিতেছেন; যাহার দূর্ব্বাদল শ্যাম নির্ম্মল তনু, অগুরু চন্দনে অনুক্ষণ অনুলিপ্ত থাকিত, তাঁহার সেই শরীর আজি মলীমস ক্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, আমার অগ্রজ আমার জন্যে এত দুঃখ পাইতেছেন। ধিক্ আ-মার জীবনে, ধিক্ জননীর অনিষ্টকারিণী প্রার্থনায়। অগ্রজের এত কষ্ট, এই বলিয়া বাষ্পবারি বিমোচন করিতে করিতে রামচন্দ্রের পাদমূলে শত্রুঘ্নের সহিত

উপস্থিত হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক আর্য্য! এই কথা বলিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। রামচন্দ্র উভয়কে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, তোমরা নিতান্ত শিশু দুর্গম অরণ্যে তোমাদের আবশ্যকতা কি? ভরত বদ্ধাঞ্জলি পূর্ব্বক বিনীত ভাবে বলিলেন, আর্য্য! জননীর কুলাচার বিরুদ্ধ প্রার্থনা অন্যথাভাব করিয়া রাজ্যভার স্বীকার করিয়া আমাদের প্রতিপালন ও দুরপনেয় কলঙ্ক অপনয়ন করুন, নতুবা নিন্দাস্পদ প্রাণ পরিত্যাগ করিব এই বলিয়া ভ্রাতার চরণ ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিতে লাগিল।

রামচন্দ্র সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন; বৎস! অকারণে জননীকে দোষারোপ করিও না; মাতৃনিন্দা করিলে নিরয় গমন করিতে হয়; উহা শুনিলেও দুরদৃষ্ট জন্মে, তুমি ওকথা আর মুখে আনিও না; আর আমার চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে রাজ্যভার গ্রহণ করা হইবে না; পিতৃসত্য পালন করিতে বনে আসিয়াছি, তাহা প্রতিপালন না করিয়া প্রত্যাগমন করিতে পারিব না; ধর্ম্ম সঞ্চয় সার জানিয়া সত্যধর্ম্মে ব্রতী হইয়াছি; তাহা সঞ্চয় করিতে পারি নাই এবং সত্যব্রতের উদ্যাপনও হয় নাই, আমি কোন ক্রমেই পিতার আজ্ঞা অতিক্রম করিতে পারিব না, যে রূপ আমারি পিতার আদেশানুরূপ কার্য্য করিতে হইবে। আর তোমার প্রতি মহারাজের যে আদেশ আছে, তদনুসারে তুমি রাজা হইয়া রাজ্যশাসন কর, কদাচ পিতার কথার অন্যথাচ-

রণ করিও না, করিলে, অধর্ম্ম হইবে, পিতা মহাশয়ও অপবিত্র হইবেন। মহারাজ জননীর নিকট সত্যপাশে বদ্ধ আছেন; যতদিন আমারা তদনুরূপ কার্য্য সমাধান না করিব, ততদিন তিনি অবিমুক্ত থাকিবেন। সুতরাং আমার রাজ্যভার গ্রহণ করা হইবে না। অতএব তুমি, সত্বর রাজধানীতে গমন কর, মহারাজের আজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিয়া তদীয় শুশ্রূষায় তৎপর হও; আর আমরা কেহ নিকট না থাকায় মহারাজের যথেষ্ট কষ্ট হইতেছে, তোমার বিলম্ব করা বিধেয় বোধ হইতেছে না।

পিতৃশব্দ শ্রবণ করিয়া তদীয় স্নেহ স্মৃতিপথে আবির্ভূত হওয়ায়, ভরত রোদন করিতে করিতে বলিলেন, আর্য্য! আর আমরা পিতার শুশ্রূষা করিতে পাইব না, আমি ও শত্রুঘ্ন পূর্ব্বেই মাতুলালয়ে গমন করিয়াছিলাম আপনি সীতা লক্ষ্মণের সহিত অরণ্যে গমন করিলে পর, মহারাজ বৎসলতা বশতঃ অভিভূত হইয়া দুঃসহ পুত্র বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া নরলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার যথাবিধি শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান করিয়াছি। আপনি পিতার প্রিয়-পুত্র, প্রিয় পুত্র প্রদত্ত সলিলাদি পিতৃলোকের অধিক তৃপ্তি-কর। রামচন্দ্র ভরতের কথা সমাপ্ত না হইতে হইতে শোকাচ্ছন্ন ও অবসন্ন হইয়া, ভরত শত্রুঘ্নের স্কন্ধদেশে ভুজলতা নিবেশিত করিয়া, ক্ষণকাল অচেতন্য হইয়া, রহিলেন। পরিশেষে দীর্ঘনিশ্বাস নির্গত করিয়া স্বাভাবিক ধীরতা পরিত্যাগ করিয়া, তারস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ সর্ব্বাঙ্গ বিলুণ্ঠন পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে

করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সীতাও পর্ণকু-
টীরে বাষ্পগদ্গদ স্বরে অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে
লাগিলেন। দেখিয়া শুনিয়া ভরত শত্রুঘ্নেরও শোকা-
বেগ পুনর্ব্বার নবীভূত হইয়া উঠিল। তাঁহারাও অবি-
শ্রান্তধারে অশ্রুধারা পাত করিতে লাগিলেন। যেরূপ
দাবানল হইতে কুঞ্জরযূথের আর্ত্তনাদে কুঞ্জকানন প্রতি-
ধ্বনিত হয়, তদ্রূপ রাজকুমারদিগের শোকের কলরবে
অরণ্য পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অযোধ্যাবাসিবর্গ যে যে খানে
ছিল সকলেই যান বাহন পরিত্যাগ করিয়া ক্রন্দনানু-
সারে উপস্থিত হইল; রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সন্নিকটে
অবস্থান করিয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন, সীতে!
তোমার শ্বশুর পরলোক গমন করিয়াছেন, লক্ষ্মণ
সম্প্রতি পিতৃহীন হইলে, আর আমি অভাগ্যে নরেন্দ্র
বিয়োজিত অযোধ্যায় প্রতিগমন করিব না। যিনি শোকা-
নলের অন্তরালে অবস্থিত জীবিত পুত্রদিগের বিরহ
দুঃসহ ভাবিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, আমরা তাঁহার
জীবনান্তে চিরবিরহেও দেহত্যাগ করিতে পারিলাম
না; আমরা কি অকৃতজ্ঞ নরাধম; আমরা কি অকুল-
জন্মা; যে পিতার বিষম রোগের সময় যন্ত্রণা নাশের
জন্য কোন যত্ন করিতে পারিলাম না; যে বিষম সময়ে
কতই আমাদিগকে স্মরণ করিয়াছেন, কতই আমাদি-
গকে আহ্বান করিয়াছেন, কতইবা অকৃতজ্ঞ বলিয়া
ভর্ৎসনা করিয়াছেন। যিনি জীবিত থাকায় আমরা
নিশ্চিন্ত ও সুখবিহারী ছিলাম, যাঁহার ভয়ে স্বেচ্ছাচারী
হইতে পারিতাম না, কুপথে পদার্পণ করিতে, কে আর

কোন ক্রমেই গৃহে প্রত্যাগমন করিব না; বারম্বার অনুরোধ করিলে, অসন্তুষ্ট হইব, অথবা অকর্ম্মণ্য জীবন পরিত্যাগ করিব।

ভরত রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া আর কিছুই বলিতে পারিলেন না এবং ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া অধোমুখে রহিলেন, তাঁহার অশ্রুজলে ধরাতল প্লাবিত হইয়া গেল। মন্ত্রীবর্গও রামচন্দ্রের দৃঢ়তর [illegible] অপরিহার্য্য বোধ করিয়া কোন কথা বলিতে সাহসী হইলেন না। বশিষ্ঠদেব ধর্ম্ম বিরুদ্ধ উপদেশ [illegible] কর বিবেচনা করিয়া অনুরোধ করিতে পারিলেন না। সকলেই বিরসবদনে অপ্রফুল্লমনে অপ্রতিভের ন্যায় অকূলচিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে [illegible] বিশারদ মহাবাচাল মহর্ষি জাবালি রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া ব[illegible] বিস্তার পূর্ব্বক শিরঃকম্পন সহকারে মহা আড়ম্বরে বলিলেন, "রাজকুমার! মহারাজ আপনাকে বনে বাস করিতে অনুমতি দিয়াছেন। উপবনে বাস করিয়া মহারাজের বাক্য পালন করিতে পারেন, বন ও উপবনে কিছু প্রভেদ বোধ হয় না; তরু সমষ্টির নাম বন, উপবনে বৃক্ষ সমষ্টির অসদ্ভাব নাই, অতএব তথায় বাস করিয়া মহারাজের আজ্ঞা প্রতিপালন করুন। যদি বলেন, অরণ্য হিংস্র জন্তু পূর্ণ, উপবনে তাদৃশ জন্তুর বিরল প্রচার দেখা যায়; সুতরাং উপবনে বাস করিলে, বনে বসতি করা হয় না। কিন্তু মহারাজের উদ্যান সেরূপ নয়, উহাতে নানাজাতি পশু জাতি পালিত হইয়া থাকে। বন্য পশু পূর্ণ অরণ্যের সহিত মহারাজের উপ-

রাম জাবালির প্রতিকূল তর্ক আকর্ণন করিয়া সন্তোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন, ভগবন্! আপনি স্থির হউন, বুঝিলাম আপনার তর্কশক্তি যথেষ্ট আছে। মীমাংসা ব্যক্তিদেকে বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি পরিশোধিত হয় না, ইহা আপনি জানেন তবে অকারণে কি রোধী তর্ক অবলম্বন করিয়া অনর্থক অপলাপ করিতেছেন কেন? যাহা হউক, নিরর্থক হেতুবাদে ধর্ম্ম বিলোপ করিতে পারিব না, আমি পিতার আজ্ঞা পালন করিতে কাহারও উপরোধ অনুরোধ শুনিব না। আপনারা কেন নিরর্থক প্রয়াস পান, ভরত বালক, উহারে সঙ্গে লইয়া রাজধানীতে গমন করুন, যাহাতে রাজ্য নিরাপদে থাকে সেইরূপ পরামর্শ দিবেন।

অনন্তর ভরত বশিষ্ঠদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভগবন্! অগ্রজ রাজশ্রী পরিগ্রহ করিলেন না। আমি কি রাজলক্ষ্মীর পরিগ্রহ করিয়া পরিবেত্তা হইয়া পরিবেদন দোষে দূষিত হইব? কিরূপেই বা এরূপ লোক বিগর্হিত বিড়ম্বিত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইব? রাজ্যভার স্বীকার করিলে পরিবেত্তা হইতে হয়, না করিলে পিতার কথার অনাথাচরণ এবং ভ্রাতার অনুমতি অপালন করিতে হয়, সর্ব্বথা বিষম বিপদে পড়িলাম কি করি, উপদেশ দিউন।

বশিষ্ঠদেব ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করিয়া বলিলেন, রাজকুমার! ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালন পরম ধর্ম্ম, তাহাই রক্ষা করা যুক্তিযুক্ত ও কর্ত্তব্য। অতএব অগ্রজের আজ্ঞা লইয়া রাজধানীতে গমন কর অনন্তর ভরত রা

চন্দ্রের চরণ ধারণ করিয়া বলিলেন আর্য্য! কিরূপে রাজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়, উপদেশ দিউন। গুরূপদেশ ব্যতিরেকে কোন কর্ম্ম সুসম্পন্ন হয় না।

রামচন্দ্র বলিলেন বৎস! রাজ্য ব্যবস্থার দুরূহ ব্যাপার, কেহ ইহা প্রকৃতরূপে নির্ব্বাহিত করিতে পারেন না; উহার প্রকৃত পদ্ধতিও প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সুতরাং অনালোড়িত বিষয়ে প্রকৃত উপদেশ দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়; তথাপি সংক্ষেপে এই মাত্র বলিয়া দিতেছি যে, যত দূর পার, প্রজারঞ্জন করিবে, প্রজারঞ্জনই এক প্রকার রাজ্য ব্যবহার। নানাপ্রকৃতি প্রকৃতিপুঞ্জের অনুরঞ্জন কার্য্য দুঃসাধ্য সাধনার দৃষ্টান্ত, উহা সিদ্ধ করিতে অশেষ প্রয়াস পাইতে হয়, সর্ব্বদা সাবধানে সতর্ক ভাবে কার্য্য দেখিতে হয়, অনেক অন্বেষণে প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতে হয়। যতক্ষণ প্রকৃত ভাব প্রকাশিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়। অসাধারণ ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য বহুমূল্য রত্নের ন্যায় শরীরে ধারণ করিতে হয়, অপকারী শত্রুর ন্যায় রাগদ্বেষ দূরীভূত করিয়া দিতে হয়; পক্ষপাত বিষবৎ একেবারে পরিত্যাগ করিতে হয়, সত্যপ্রসবিনী হৃদয়োল্লাসিনী সুবিচার বাণী মুখ হইতে নিঃসারিত করিতে হয়, বিচারস্থলে বক্তৃতা, মমতা, দয়াবত্তা বিসর্জ্জন দিতে হয়, কার্য্য ও গুণের সমাদর ও প্রশংসা করিতে হয়, তর্কশক্তি সংস্কৃত চিত্তপ্রভা দ্বারা বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত করিয়া রাখিতে হয়, ধর্ম্ম-বুদ্ধি দ্বারা চক্ষু উদ্দীপিত রাখিতে হয়, সত্য শ্রবণ জন্য কর্ণ পথ পরিষ্কার রাখিতে হয়, যথার্থ কথনের জন্য

বসনা গ্রহণ করিতে হয় অপব্যয়ে কৃপণতা অথচ বদান্যতা, নিত্যব্যয়ে মিত পরিমিত, ব্যবহার করিতে হয়। যেরূপ শরৎকাল নির্মল অম্বরতলে রজোযোগ থাকিতে দেয় না, তদ্রূপ ধর্ম বিশুদ্ধ প্রশান্ত অন্তঃকরণে রজো-গুণের আশ্রয় দিও না।

রাজধর্ম পালন করা যে কত কঠিন ব্যাপার, তাহার অন্য কোন বিষয়ের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে না। যাহার বিচারের উপর সমুদায় সাম্রাজ্যের শুভাশুভ কর্ম নির্ভর করে, সে ব্যক্তির কত দূর বিদ্যা বুদ্ধি বিশিষ্ট এবং চরিত্র গুণ ভূয়িষ্ঠ হইতে হয় তাহা বলা যায় না। স্বয়ং বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন না হইলে বিদ্যাবান্ বুদ্ধিমান্ লোক নির্বাচন করিয়া লওয়া যাইতে পারে না। যাহার নিকট বিদ্বান্ ধীমান্ লোক না থাকে সে পশুরাজ বলিয়া গণনীয় হয়। স্বয়ং চরিত্র গুণ সম্পন্ন না হইতে পারিলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগকে সংযত করিতে পারা যায় না। ঐশিক নিয়মের যাথার্থ্য অবগত হইতে না পারিলে তৎকৃত নিয়মাবলী অবিসংবাদিরূপে সমাদৃত হয় না। রাজা কোন না কোন অসৎ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইলে তন্মূলক অনেক অনর্থোৎপত্তি ঘটিয়া উঠে। যে ভূপতির অর্জনস্পৃহা বৃত্তি বলবতী লোক শোষণ দ্বারা স্বীয় কোষাগার পূরণ করা তাঁহার প্রধান সংকল্প তিনি প্রজার হিতাহিত চিন্তা না করিয়া যেরূপেই হউক, অর্জনস্পৃহা বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া সন্তুষ্ট হন। যাহার লোকানুরাগপ্রিয়তা বৃত্তি প্রবল, তিনি ন্যায্যান্যায্য বিচার বিরহিত হইয়া নিয়তই লোকানুরাগের বশবদ

হন, এবং তজ্জন্য অবৈধ কর্ম্ম স্বীকার করিতে হইলেও পরাঙ্মুখ হন না। যাঁহার আত্মাদর বৃত্তি তেজস্বিনী তিনি অন্য অন্য লোকের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী না হইয়া সতত আত্মসুখে নিরত থাকেন। যখন ভদ্র সমাজের সামান্য ব্যক্তির নিকৃষ্টবৃত্তি বলবতী হইলে অমঙ্গলের আর সীমা থাকে না, তখন নিরঙ্কুশ সম্রাজাধিপতির তাহার একটি প্রবল হইলে কত অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অতএব সাবধান, কোন কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া কার্য্য করিও না; সকল প্রবৃত্তির সাম-ঞ্জস্য ভাব অবলম্বন করিয়া অবিচলিত চিত্তে রাজকার্য্য সমাধান করিও এবং সাবধানতা ও সতর্কতা শক্তির সর্ব্বদা পরিচালনা করিবে তাহা হইলেই নিরাপদে থা-কিবে।

রাজা স্বয়ং সকল কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে পারেন না, সুতরাং তাঁহাকে কার্য্যদক্ষ বিজ্ঞ লোক নিযুক্ত করিতে হয়। যিনি কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য যেরূপ মনুষ্য নিযুক্ত ক-রেন তাঁহার সেই কার্য্য নিযুক্ত নিয়োজকের গুণাগুণ অনু-সারে সুনিষ্পন্ন বা অনিষ্পন্ন হয়। অতএব বিশেষ বিবে-চনা পূর্ব্বক কর্ম্ম কর কিঙ্কর নিয়োজিত করা আবশ্যক। প্রবল অর্জ্জনস্পৃহা বিশিষ্ট এবং ন্যায়পরতা শূন্য ভৃত্য নিযুক্ত করিলে সে কখন না কখন আপনার তস্করত্ব স্বভাব প্রকাশ করিয়া স্বীয় প্রভুর অবৈধাচরণ জন্য অনু-তাপ জন্মাইয়া দিতে পারে। আর যেরূপ ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তিকে কার্য্য চালাইবার ভার অর্পণ করিলে সে ইন্দ্রিয় সুখ পরিতৃপ্ত করিতে নিয়ত অনুরক্ত থাকে, ও ইন্দ্রি

স্বাদির তুষ্টি সাধনার্থে প্রভুর ক্ষতি হইলেও তাহাতে নিরস্ত হয় না তদ্রূপ যে কার্য্য সুসম্পাদন জন্য ধৈর্য্য, নৈপুণ্য, স্থিরতর বুদ্ধি ও বিশুদ্ধ স্বভাব আবশ্যক করে। কোন অধ্যবসায়-বিহীন অনিপুণ ও অসচ্চরিত্র ব্যক্তিকে তাহার ভার অর্পণ করিলে কোনক্রমেই তৎ কর্ম্ম সম্পন্ন হইবার নহে। এই জন্য কি মিত্র, কি অমিত্র, কি ভৃত্য, কি কার্য্যসংক্রান্ত অন্য কোন ব্যক্তিই হউক, অপাত্রে বিশ্বাস বিন্যস্ত করিলে বা তাহার উপর গুরুতর কোন কার্য্যের সমর্পণ করিলে অবশ্যই অনিষ্ট ঘটিতে সন্দেহ নাই। অতএব বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক কর্ম্মে ব্যক্তি নিযুক্ত করিতে না পারিলে সুচারুরূপে কার্য্যভার নির্ব্বাহ হওয়া দুষ্কর।

ভূপালদিগের রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থ মন্ত্রিনিয়োগ সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ বিবেচনার কার্য্য; যেহেতু প্রতি যে সকল বিষয়ের বিন্যাস করা হইয়া থাকে, তন্মধ্যে পরামর্শ প্রদানের বিশ্বাস [illegible] গুরুতর। মন্ত্রণাই রাজ্যের জীবনৌষধ এবং রাজ্যের জীবন তাহাই মন্ত্রীর উপর বিন্যস্ত করিয়া রাখিতে হয়, তাহাতে বিশ্বাসঘাতকতা ঘটিলে প্রায় নাশের সম্ভাবনা। মন্ত্রীর সহিত রাজাদিগকে সতর্ক হইয়া ব্যবহার করিতে হয় অর্থাৎ এরূপ লোক-গোচর না হয় যে, তাঁহারা মন্ত্রিদিগের পরামর্শানুসারে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকেন। কোন বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইলে কেহ যেরূপ না জানিতে পারে যে, উহা সচিবের বিবেচনাক্রমে সম্পন্ন হইল। মহীপাল কেবল অমাত্যের মন্ত্রণা মাত্র গ্রহণ করিয়া

তদ্বিষয়ক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আপন অন্তঃকরণে স্থির করিয়া লোক সমাজে এরূপে প্রচার করিয়া দিবেন, যেন তাহা তাঁহা কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে। মন্ত্রিত বিষয় গোপনে রাখিবে। প্রকাশিত হইলে ফলের ও গৌরবের হানি হয়।

দণ্ড বিধান একরূপ দুর্দ্দান্ত দস্যুর আচরণ; যাহাতে ঐ কদাচার কুব্যবহার রাষ্ট্র হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়, তদ্রূপ আচরণ করিবে। অবিনয় অপনয় করিতে দণ্ড-বিধির আবশ্যকতা; যাহাতে অবিনয় না জন্মায়, পূর্ব্বে এরূপ শিক্ষা প্রদান করিলে পশ্চাৎ দণ্ড বিধান করিতে হয় না। যেরূপ রোগোৎপত্তির পূর্ব্বলক্ষণে সুবৈদ্য সুপথ্য সেবন করাইয়া ভাবি রোগ হইতে মুক্ত করিয়া দেন তদ্রূপ সুরাজা প্রজার কুপ্রবৃত্তি না হইবার পূর্ব্বে সৎ শিক্ষা দান দ্বারা সচ্চরিত্রতা সম্পাদন করিয়া দিতে পারেন। প্রত্যহ ব্যবহার দর্শনে যে প্রয়াস পাইতে হয়, প্রজার চরিত্র দোষ সংশোধনে তত কষ্ট পাইতে হয় না, মনোযোগ থাকিলেই উহা সম্পন্ন হইতে পারে।

শারীরিক দণ্ড কি ভয়ানক ব্যাপার! উহার স্মরণ হইলে শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, উহা না রাজার উপকার, না অপরাধীর অপরাধের প্রতিকারের উপায়। উহাতে কেবল মনুষ্য জীবনে যাতনা দেওয়া হয়। নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির প্রবলতা প্রযুক্ত, না হয় আবশ্যক বস্তুর অসদ্ভাব নিবন্ধন, অসৎ লোকেরা অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। যদি কোন উপায়ে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির নিরাকরণ ও আবশ্যক বস্তুর অসদ্ভাবের নিরাকরণ করিয়া দেওয়া

ঞ্চিৎ সম্মত হইয়া অযোধ্যাভিমুখে গমনোন্মুখ হইলেন প্রজাবর্গ রাজাজ্ঞার ন্যায় রামের অনুজ্ঞায় কথঞ্চি সম্মত হইয়া আবাসমুখে অসুখে চলিল। ভরত পথি মধ্যে বশিষ্ঠদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভগ বন্! জনক নিরহিত অগ্রজ বিবর্জ্জিত রাজধানীতে গম করিতে ইচ্ছা হইতেছে না, অযোধ্যার পূর্ব্বতন অবস মনে হইলে কেবল যন্ত্রণার উদয় হয়। আর যেখা চিরস্মরণীয় মহারাজ প্রবলপ্রতাপে রাজত্ব করিয়া গিয় ছেন, সেখানে মাদৃশ সামান্য ক্ষমতাসম্পন্ন জনে রাজ্য শাসন করা বিধেয় বোধ হয় না। অতএব য দিন অগ্রজ মহাশয় আগমন না করেন তত দিন নন্দী গ্রামে অবস্থিতি করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে সমস্ত মন্ত্রীবর্গ তথায় যাইতে বলিয়া দিউন। অনন্তর বশিষ্ঠদেবে আদেশ অনুসারে সকলেই নন্দীগ্রামে চলিয়া গেলেন ভরত তথায় উপস্থিত হইয়া হেমপীঠে পাদুকাদ্ব অধিষ্ঠাপিত করিয়া ন্যস্তধনের ন্যায় ন্যায়ানুসারে রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।